সুন্নাহ্‌র আইনগত মর্যাদা

www.muslimdm.com

জাস্টিস মুহাম্মদ তাকি ওসমানি

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)

www.muslimdmcom

সুন্নাহ্‌র আইনগত মর্যাদা

৭

জাস্টিস মুহাম্মদ তাকি ওসমানি

www.muslimdmcom

অনুবাদ
প্রফেসর ড. রহমান হাবিব

Since 1989

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

সুন্নাহ্র আইনগত মর্যাদা

লেখক : জাস্টিস মুহাম্মদ তাকি ওসমানি

অনুবাদ : প্রফেসর ড. রহমান হাবিব

ISBN : 984-70103-0025-3

প্রকাশক

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)
বাড়ি # ০৪, রোড # ০২, সেক্টর # ০৯, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা - ১২৩০
ফোন : ০২-৮৯১৭৫০৯, ০২-৮৯২৪২৫৬
E-mail : biit_org@yahoo.com, publicationbiit@gmail.com
Website : www.iiitbd.org

© বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)

প্রথম প্রকাশ

সেপ্টেম্বর : ২০১৪
ভাদ্র : ১৪২১
শাওয়াল : ১৪৩৫

মূল্য : ১০০.০০ টাকা মাত্র US $ 10

Sunnah-r-Ayngata Morzada (The Authority of Sunnah) originally written by Jastice Muhammad Taqi Usmani. Translated by Professor Dr. Rahman Habib. Published by Bangladesh Institute of Islamic Thought (BIIT), House # 04, Road # 02, Sector # 09, Uttara Model Town, Dhaka - 1230. Phone : 02-8917509, 02-8924256. E-mail : *biit_org@yahoo.com, publicationbiit@gmail.com*, Website : *www.iiitbd.org*, Price : BDT 100.00, US $ 10.

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

প্রকাশকের কথা

শরিয়াহর দ্বিতীয় উৎস হলো নবি সা.-এর সুন্নাহ্। আল কুরআন ও সুন্নাহ্র পরে যেসব দলিল প্রমাণ মূলনীতি হিসেবে স্বীকৃত সেগুলো এতদুভয়ের দিকেই প্রত্যাবর্তিত। সুন্নাহ্ আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে এক প্রকারের ওহি; যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন : 'আর তিনি মনগড়া কথা বলেন না, তাতো কেবল ওহি, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়' (সুরা নজম, ৫৩ : ৩-৪)। সুন্নাহ্ আল-কুরআনকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে এর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে; এরপর এতে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত বিষয়গুলোকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে; এতে ব্যাপক ('আম) অর্থে বর্ণিত বিষয়গুলোকে নির্দিষ্ট (খাস) করে; আবার কখনো এর কোনো কোনো বিধানকে মানসূখ (রহিত) করে; কখনো কখনো আল-কুরআনে যা বর্ণিত আছে, তার উপর বর্ধিত বিধান (হুকুম) নিয়ে আসে। আল্লাহ তায়ালা রসুল সা.-এর সুন্নাহ্ গ্রহণের নির্দেশ দিয়ে বলেন : রসুল সা. তোমাদেরকে যা দেন, তা তোমরা গ্রহণ করো এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করে, তা থেকে বিরত থাকো (সুরা হাশর, ৫৯ : ৭)। সুতরাং শরীয়তের বিধান প্রণয়ণে সুন্নাহ্র গুরুত্ব ও ভূমিকা সহজেই অনুমেয়।

জাস্টিস মুহাম্মদ তাকি ওসমানি লিখিত The Authority of Sunnah সুন্নাহ্র আইনগত অবস্থান বিষয়ক একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। 'সুন্নাহ্র আইনগত মর্যাদা' নামে গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ করেছেন ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ার বাংলা বিভাগের প্রফেসর ড. রহমান হাবিব। ইসলামে সুন্নাহ্র অবস্থান, মর্যাদা, নবি সা.-এর ক্ষমতার সীমা, হাদিস সংকলণের ইতিহাস ও বিধান প্রণয়নে সুন্নাহ্র ভূমিকা সম্পর্কে জানার ক্ষেত্রে আলোচ্য বইটি পাঠকের মৌলিক খোরাক যোগাবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

বইটির অনুবাদ, সম্পাদক এবং প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের প্রয়াস কবুল করুন। আমিন॥

প্রফেসর ড. আবু খলদুন আল-মাহমুদ
ভাইস প্রেসিডেন্ট, প্রকাশনা
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

লেখকের কথা

আমি ১৯৮৯ সালের অক্টোবরে একটি আন্তর্জাতিক ইসলামি সংস্থার আয়োজনে শিকাগোতে 'সুন্নাহ্র আইনগত মর্যাদা' বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠের জন্যে আমন্ত্রিত হয়েছিলাম। অনেকদিন যাবৎ নবি সা.-এর সুন্নাহ্র বৈশিষ্ট্য, ক্ষমতা, এবং এর আইনগত মর্যাদা ও মানদণ্ড সম্পর্কে মৌলিক তথ্যমূলক একটি পুস্তিকা ইংরেজি ভাষায় লেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিলাম।

আমি আমার সেই ইচ্ছাকে পূরণ করার একটি সুযোগ হিসেবে সেই সম্মেলনে পাঠ করার জন্যে প্রবন্ধের চেয়ে বড় আকারের একটি রচনা লিখে ফেলি, যেখানে সংক্ষেপে খুঁটিনাটি অনেক কিছুই স্থান পেয়েছে।

বর্তমান বইটি সেই প্রচেষ্টারই ফসল। এই বইটি সেই সাধারণ পাঠকদের জন্যে যারা হযরত মুহাম্মদ সা.-এর সুন্নাহ্ কি তা জানতে চায় এবং কিভাবে অনাগত মুসলমানদের জন্য সুন্নাহ্ অত্যাবশ্যকীয় তার কারণ খুঁজতে চায়। পবিত্র কুরআন সুন্নাহ্-কে কি মর্যাদা দিয়েছে এবং অতীতের মুসলিম সম্প্রদায় আসন্ন প্রজন্মের জন্যে কীভাবে এই সুন্নাহ্র সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছে তাও এই বইতে প্রাপ্তব্য।

আমি আশা করি আমার এই প্রচেষ্টা ইসলামি আইনের উৎস হিসেবে সুন্নাহ্র প্রকৃত মর্যাদাকে বুঝতে সাহায্য করবে। প্রতিটি মুসলমানের বাস্তবজীবনের নির্দেশনার জন্যে বিভিন্ন তথ্যও তাঁরা এখানে পাবেন। সুন্নাহ্ সম্পর্কে সমকালীন কিছু লেখকের সন্দেহ নিরসনেও আশা করি আমার এই প্রচেষ্টা কাজে লাগবে।

মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহ আমার এই বিনম্র নিবেদনকে গ্রহণ করুন, তাঁর সন্তুষ্টি দিয়ে এটিকে আবৃত করুন এবং পাঠকদের জন্য এই গ্রন্থকে কল্যাণকর করুন।

মুহাম্মদ তাকি ওসমানি

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

সূচি

	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	০১-৩৪
সুন্নাহ্ঃ ইসলামি আইনের দ্বিতীয় উৎস	০১
সুন্নাহ্র সংজ্ঞা	০১
নবি সা.-এর মর্যাদা	০২
নবি সা.-এর আনুগত্য	০৪
নবি সা.-এর অনুসরণ	১২
দুই ধরনের প্রত্যাদেশ	১৬
দ্বিতীয় ধরনের প্রত্যাদেশ কুরআন কর্তৃক প্রমাণিত	১৭
একজন প্রশাসক থেকে একজন নবির আনুগত্যের স্বাতন্ত্র্য	৩১
দ্বিতীয় অধ্যায়	৩৫-৫৫
নবি সা.-এর ক্ষমতার সীমা	৩৫
নবি সা. কর্তৃক আইনের বিধান দেয়ার এখতিয়ার	৩৫
কুরআন ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে নবি সা.-এর অধিকার	৪০
নবি সা. কৃত কুরআনের ব্যাখ্যা	৪১
কুরআনের কি ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে?	৪৫
নবি সা.-এর ক্ষমতার সময়সীমা	৪৬
দুনিয়াবি বিষয়ে নবি সা.-এর অপরিহার্যতা	৫১
খেজুর গাছকে ফলবান করার ঘটনা	৫৩
তৃতীয় অধ্যায়	৫৭-৯৮
সুন্নাহ্-র প্রামাণিকতা : ঐতিহাসিক দিক	৫৭
সুন্নাহ্-র সংরক্ষণ	৬০
হাদিস প্রধানত তিন প্রকার	৬১
প্রথম দু'প্রকার হাদিসের প্রামাণিকতা	৬২
হাদিস সংরক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতি	৬৪
ক. স্মৃতিতে সংরক্ষণ	৬৪
খ. আলোচনা	৬৭

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

গ. চর্চা : ব্যক্তি জীবনে হাদিসের প্রয়োগ	৭২
ঘ. লেখনী	৭৩
নবি সা.-এর যুগে হাদিসের সংকলন	৭৭
নবি সা.-এর নির্দেশনা	৭৭
যাকাত সংক্রান্ত বই	৭৭
আমর বিন হাজমের পাণ্ডুলিপি	৭৮
অন্যান্য গভর্নরদের প্রতি লিখিত নির্দেশপত্র	৭৯
কতিপয় প্রতিনিধির উদ্দেশ্যে লিখিত নির্দেশপত্র	৭৯
নবি সা.-এর সাহাবিগণ কর্তৃক সংকলিত হাদিস	৮১
আবু হুরায়রা রা.-এর পাণ্ডুলিপি	৮১
আব্দুল্ল্যাহ ইবনে আমরের পাণ্ডুলিপি	৮২
আনাস রা.-এর পাণ্ডুলিপি	৮২
আলী রা.-এর পাণ্ডুলিপি	৮৩
জাবির রা.-এর পাণ্ডুলিপি	৮৪
ইবনে আব্বাসের রা. পাণ্ডুলিপি	৮৫
সাহাবিগণের পরবর্তী যুগে হাদিসের সংকলন	৮৬
প্রথম শতাব্দীর হাদিস সংকলন	৮৭
দ্বিতীয় শতাব্দীতে লিখিত হাদিসের গ্রন্থাবলি	৮৯
হাদিসের সমালোচনা	৯২
ক. বর্ণনাকারীদেরকে নিরীক্ষণ করা	৯৩
খ. হাফিজ ইবনে হাজরের ‘তাহজিবুত্তাহজিব’	৯৪
গ. হাফিজ ইবনে হাজরের ‘লিসানুল মিজান’	৯৫
ঘ. হাফিজ ইবনে হাজরের ‘তাজিলুল মানফাহ’	৯৫
ঙ. বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতার নিরীক্ষণ	৯৬
চ. অন্যান্য বর্ণনার সঙ্গে তুলনা	৯৭
ছ. হাদিসের সর্বজনসম্মত ব্যাখ্যা	৯৮
উপসংহার	৯৮

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

প্রথম অধ্যায়

সুন্নাহ্ : ইসলামি আইনের দ্বিতীয় উৎস

নবি হযরত মুহাম্মদ সা.-এর সুন্নাহ্ পবিত্র কুরআনের পরেই ইসলামি আইনের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে স্বীকৃত। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সুন্নাহ্র মর্যাদা অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অবিতর্কিত হিসেবে বিরাজমান। আইনগত মতামতের ক্ষেত্রে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হলেও মুসলিম আইনজ্ঞদের কাছে কুরআন ও সুন্নাহ্র নির্ভরযোগ্যতা সবসময়ই গুরুত্ব পেয়ে আসছে। মুসলিম জনসংখ্যার মূলধারা থেকে যারা নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে, তারা ছাড়া, অন্য কেউ-ই নবি সা.-এর সুন্নাহ্কে ইসলামি আইনের পবিত্র উৎস হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেননি।

বর্তমান পর্যন্ত অবস্থা একই। কিন্তু কিছু অমুসলিম প্রাচ্যবাদী এবং তাদের কিছু অনুসারী গত শতাব্দীতে নবি সা.-এর হাদিসের নির্ভরযোগ্যতা ও সত্যনিষ্ঠতা সম্পর্কে সন্দেহ করে সুন্নাহ্র প্রতি একটি সংশয়মূলক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ঘটাতে চেয়েছে। সেজন্য যে সব মুসলমান মূল উৎস থেকে গ্রন্থগুলো অধ্যয়নের যোগ্যতা রাখে না, তাদের মধ্যে বিষয়টি সম্পর্কে কিছুটা সন্দেহ-পরায়ণতার সৃষ্টি হচ্ছে।

বর্তমান রচনাটি যুক্তি সংগত ও সরল বর্ণনার মাধ্যমে এবং ইসলামি জ্ঞানের মৌল-উৎস থেকে উৎসারিত বক্তব্যের মাধ্যমে সুন্নাহ্র নির্ভরযোগ্যতাকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত করতে প্রত্যাশী। আমার উদ্দেশ্য হলো, প্রমাণ নির্ভরতার মাধ্যমে প্রকৃত সত্যকে প্রতিপাদিত করা, তর্ক বিতর্কের পরিবেশ তৈরি করা নয়।

সুন্নাহ্র সংজ্ঞা

হাদিস বিজ্ঞানের পন্ডিতদের দ্বারা নিম্নোক্তভাবে সুন্নাহ্কে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে :

'হযরত মুহাম্মদ সা.-এর কথা, কাজ এবং অনুমোদন-কে হাদিস বলা হয়'।

এই সংজ্ঞার অনুমোদন শব্দটি আরবি *তাকরির* শব্দের সঙ্গে সম্পৃক্ত। কেউ কোনো কথা বললে বা কোনো কাজ করলে, তা নবি সা.-এর জ্ঞানগোচর হবার পর রসুল সা. যদি তাঁর বাক্য দ্বারা সেটির সমর্থন জ্ঞাপন অথবা মৌন সম্মতি দ্বারা সেটির

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

অনুমোদন করেন, তাকরির দ্বারা সেটিকে বুঝানো হয়। নবি সা.-এর এই নীরব সমর্থন করাকেও সুন্নাহ্‌র অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

হযরত মুহাম্মদ সা.-এর মর্যাদা যে ইসলামে কত গভীর, সেটি অনুধাবন না করলে ইসলামি আইনে সুন্নাহ্‌র (কথা, কর্ম, অনুমোদন) মর্যাদাকে বুঝা যাবে না।

নবি সা.-এর মর্যাদা

একজন নবিকে যখন লোকদের মাঝে পাঠানো হয়; তখন তিনি কেমন মর্যাদাবাহী হন – সে প্রশ্নটির মীমাংসা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একজন সংবাদবাহক বা পোস্টম্যানের সংবাদ পৌঁছানোর পর তাঁর যেমন সে সংবাদের সাথে আর সংশ্লিষ্টতা থাকে না, আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত নবির দায়িত্বও কি সেরূপ? উত্তরটি অবশ্যই নেতিবাচক। নবিগণ শুধু আল্লাহ তায়ালার বাণীকে পৌঁছে দেয়ার জন্যই আসেন না। তাঁদেরকে সেই ধর্মগ্রন্থটি ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে জনগণকে বুঝিয়ে দিতে হয়। যাতে বাস্তবজীবনে এই বক্তব্যের প্রয়োগযোগ্যতার যথার্থতা সৃষ্টি হয়। বইটিকে আবৃত্তি বা পাঠ করানোই শুধু তাঁদের দায়িত্ব নয়; বরং তাদেরকে তা জনগণকে শিক্ষা দিতে হয় এবং জনগণকে প্রশিক্ষিত করার মাধ্যমে তারা যাতে বাস্তবজীবনে সেই শিক্ষাকে প্রতিফলিত করতে পারে; সেই ব্যাপারেও তাঁদের প্রচেষ্টা চালাতে হয়। এ ব্যাপারে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে :

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাঁদের নিজেদের মধ্য হতে তাঁদের নিকট রসুল প্রেরণ করেছেন, যে তাঁর আয়াতসমূহ তাঁদের নিকট তিলাওয়াত করে, তাঁদেরকে পবিত্র করে এবং কিতাব ও জ্ঞান শিক্ষা দেয়; যদিও তাঁরা পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিলো (সুরা আলে ইমরান, ৩ : ১৬৪)।

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

> তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য হতে একজন রসূল পাঠিয়েছেন তাঁদের মধ্য হতে, যে তাঁদের নিকট আবৃত্তি করে তাঁর আয়াতসমূহ এবং তাদেরকে পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব ও প্রজ্ঞা (সুরা জুমআ, ৬২ : ২)।

হযরত ইবরাহীম আ.-এর প্রার্থনার মধ্যেও নবি সা.-এর জন্যে দোয়া কুরআনের নিম্নোক্ত ভাষ্যে আমরা লক্ষ্য করি :

> رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ

> হে আমাদের প্রতিপালক, তাদের মধ্য হতে তাঁদের নিকট এক রসূল প্রেরণ করিও; যে তোমার আয়াতসমূহ তাঁদের নিকট আবৃত্তি করবে। তাঁদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবে এবং তাঁদেরকে পবিত্র করবে (সুরা বাকারা, ২ : ১২৯)।

নিম্নোক্ত চারটি দায়িত্ব দিয়েই নবি সা.-কে প্রেরণ করা হয়েছে :

ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী পাঠ করা

খ. আল্লাহ তায়ালার কিতাব শিক্ষা দেয়া

গ. জ্ঞান শিক্ষা দেয়া

ঘ. মানুষকে পবিত্র করা

কুরআনের ভাষ্য থেকে স্পষ্ট হয় যে, শুধু কুরআন আবৃত্তি করানোই নবি সা.-এর কাজ নয়; বরং কুরআনের ভাষ্যকে তাঁরা যাতে সার্বিক নির্দেশনায় জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে সেটি অনুধাবন করানোও নবি সা.-এর দায়িত্ব। তিনি প্রেরিত হয়েছেন কুরআন শিক্ষা দেয়ার জন্য। শুধু শিক্ষা দেয়াই নয়; বরং জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রশিক্ষণ দেয়াও নবি সা.-এর কাজ। এটিও যথেষ্ট নয়, তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করিয়ে কুরআনের জ্ঞান ও শিক্ষাকে বাস্তবজীবনে প্রতিফলিত করানোর প্রণোদনাও নবি সা. দেন। কুরআনের এই আয়াত হযরত মুহাম্মদ সা.-এর নিম্নোক্ত কার্যাবলিকে নির্দেশিত করে :

ক. কিভাবে এই পবিত্র গ্রন্থ পাঠ করতে হবে, সে ব্যাপারে নবি সা. ই নির্ভরযোগ্য নির্দেশদাতা।

খ. বইটির ব্যাখ্যার ব্যাপারে তাঁর (নবি সা.) ভাষ্যই চূড়ান্ত।

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

গ. স্বর্গীয় জ্ঞান ও নির্দেশনার অন্যতম উৎস তিনি।

ঘ. লোকজনদেরকে জ্ঞান দেয়ার পর বাস্তবে তা কর্মে রূপান্তরিত করার দায়িত্বপ্রাপ্তও নবি সা.।

নবি সা.-এর মৌখিক বাণী ও কৃত কার্যাবলি তাঁর অনুসারীদের জন্যে অবশ্য-পালনীয়। মুসলামানরা অবশ্যই নবি সা.-এর দেয়া প্রশিক্ষণকে শুধু মানতে নয়; বাস্তবে অনুসরণ করতেও বাধ্য।

এটি শুধু একটি যৌক্তিক সিদ্ধান্তই নয়; বরং কুরআনের উপর্যুক্ত ভাষ্যের মতো আরো অনেক আয়াত এ সম্পর্কে রয়েছে; যা মুসলামদেরকে হুকুমজারি করে নবি সা.-কে মান্য করতে এবং তাঁকে অনুসরণ করার জন্য। এ উদ্দেশ্যে কুরআন দুটো শব্দ ব্যবহার করেছে, একটি হলো 'ইতায়াহ (মান্য করা) এবং 'ইত্তিবা' (অনুসরণ করা)। প্রথম পরিভাষাটি হযরত মুহাম্মদ সা.-এর আদেশ ও বাণীকে এবং দ্বিতীয়টি নবি সা.-এর কাজ ও বাস্তবজীবনকে -অনুসরণের নির্দেশনা দেয়। হযরত মুহাম্মদ সা.-কে মান্য করা এবং অনুসরণ করার আদেশ দানের মাধ্যমে কুরআন নবি সা.-এর বাণী ও কর্মকে ইসলাম ধর্মের জন্য অবশ্য নির্ভরযোগ্য বলেই নির্দেশিত করেছে।

নবি সা.-এর আনুগত্য

নবি সা.-কে অনুসরণ করাকে আল্লাহ তায়ালার অনুসরণ করারই নামান্তর বলে কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে :

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

বল! আল্লাহ ও রসুল এর অনুগত হও। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে রাখ : আল্লাহ তায়ালা তো কাফিরদিগকে পছন্দ করেন না (সুরা আলে ইমরান, ৩ : ৩২)।

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

এবং আল্লাহ তায়ালা ও তার নবিকে অনুসরণ কর, যাতে তোমরা কৃপা লাভ করতে পারো (সুরা আলে ইমরান, ৩ : ১৩২)।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

হে মুমিনগণ, যদি তোমরা (আল্লাহ ও আখিরাতে) বিশ্বাস কর, তাহলে তোমরা আল্লাহ তায়ালা ও রসুলের আনুগত্য করো এবং তাদের, যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী (সুরা নিসা, ৪ : ৫৯)।

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا

এবং আল্লাহ তায়ালাকে অনুসরণ করো এবং রসুলকে অনুসরণ করো এবং সতর্ক হও (সুরা মায়েদা, ৫ : ৯২)।

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং নিজেদের মধ্যে সদভাব স্থাপন করো এবং আল্লাহ ও তার রসুলের আনুগত্য কর, যদি তোমরা মুমিন হও (সুরা আন'ফাল, ৮ : ১)।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ

হে বিশ্বাসীগণ, আল্লাহ তায়ালা এবং রসুলকে অনুসরণ কর এবং তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখো না, যেহেতু তোমরা (কুরআন) শ্রবণ কর (সুরা আন'ফাল, ৮ : ২০)।

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا

তোমরা আল্লাহ তায়ালা ও তার রসুলের আনুগত্য করবে ও নিজেদের মধ্যে বিবাদ করবে না, করলে তোমরা সাহস হারাবে (সুরা আন'ফাল ৮ : ৪৬)।

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا

বল! আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য কর এবং রসুলের আনুগত্য কর। অতপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও; তবে তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য সেই দায়ী এবং তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্যে তোমরাই দায়ী; এবং তোমরা তাঁর আনুগত্য করলে সৎপথ প্রাপ্ত হবে (সুরা নূর, ২৪ : ৫৪)

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ

হে ইমানদারগণ, আল্লাহ তায়ালা ও তার রসুলের অনুসরণ কর; এবং তোমাদের কর্মকে ব্যর্থ করে দিও না (সুরা মুহাম্মদ, ৪৭ : ৩৩)।

فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ

তাই নামাজ কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহ তায়ালা ও তার রসুলের অনুসরণ কর (সুরা মুজাদালা, ৫৮ : ১৩)।

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

এবং আল্লাহ তায়ালা ও তার রসুল কে অনুসরণ কর; কিন্তু যদি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর; আমার নবির দায়িত্ব তো শুধু স্পষ্টভাবে সংবাদটি পৌছে দেয়া (সুরা তাগাবুন, ৬৪ : ১২)।

উপর্যুক্ত আয়াতগুলোতে রসুল সা.-কে অনুসরণের বিষয়টিকে একটি বাধ্যতামূলক নির্দেশ হিসেবে প্রতিপাদিত করা হয়েছে। অন্যান্য আয়াতে রসুল সা.-কে অনুসরণের ফলাফল বর্ণিত হয়েছে। এখানেও রসুল সা.-এর আনুগত্যকে আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের সঙ্গে সম্পর্কিত করে বিবেচনা করা হয়েছে :

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

এবং যারা আল্লাহ তায়ালা ও রসুলের আনুগত্য করবে, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে এমন উদ্যানে প্রবিষ্ট করাবেন, যার তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত (সুরা নিসা, ৪ : ১৩)। সুরা ফাতহ ৪৮ : ১৭ আয়াতেও একই বক্তব্য এসেছে।

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

এবং যারা আল্লাহ ও রসুলের আনুগত্য করবে, তারা আল্লাহ তায়ালা যাদেরকে অনুগ্রহ করেছেন, তাঁদের সঙ্গী হবে (সুরা নিসা, ৪ : ৬৯)।

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٥١) وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

যখন তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবার জন্য আল্লাহ্ এবং তার রসুলের দিকে আহবান করা হয়, তখন তারা বলে : আমরা শ্রবণ করলাম ও আনুগত্য করলাম। আর তারাই তো সফলকাম। যারা আল্লাহ্ তায়ালা ও তার রসুলের আনুগত্য করে, আল্লাহ্ তায়ালাকে ভয় করে ও তার অবাধ্যতা হতে সাবধান থাকে, তাঁরাই সফলকাম (সুরা নূর, ২৪ : ৫১-৫২)।

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

এবং যারা আল্লাহ্ তায়ালা ও তার রসুলের আনুগত্য করে, তারা অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে (সুরা আহযাব, ৩৩ : ৭১)।

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

মুমিন নর ও মুমিন নারী একে অপরের বন্ধু, এরা সৎকাজের নির্দেশ দেয় এবং অসৎ কার্য থেকে নিষেধ করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ তায়ালা ও তার রসুলের আনুগত্য করে; এদেরকেই আল্লাহ্ তায়ালা কৃপা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় (সুরা তাওবা, ৯ : ৭১)।

وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا

যদি তোমরা আল্লাহ্ ও তার রসুলের আনুগত্য কর, তবে তোমাদের কর্মফল সামান্য পরিমাণ ও লাঘব করা হবে না (সুরা হুজুরাত, ৪৯:১৪)।

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

কুরআন এটিও স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, নবির আনুগত্য করা নতুন কোনো ধর্মবিধি নয়; এবং এই আনুগত্য শুধু হযরত মুহাম্মদ সা.-এর মধ্যেই সীমিত নয়। নবি সা.-এর পূর্বে যত নবি পৃথিবীতে এসেছেন; সকলের জন্যে একই নীতি কার্যকর ছিলো :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ

রসুলকে এই উদ্দেশ্যেই প্রেরণ করেছি যে, আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ অনুসারে তার আনুগত্য করা হবে (সুরা নিসা, ৪ : ৬৪)।

কুরআনে এটিও স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, নবিগণ হলেন আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টিবিধানের মুখপাত্র। যেজন্য, নবির আনুগত্য করা আসলে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করার মতোই।

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

যারা রসুলের আনুগত্য করে, তারা আল্লাহ তায়ালারই আনুগত্য করে (সুরা নিসা, ৪ : ৮০)।

কুরআন শরীফে নবি সা.-এর আনুগত্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। নবি সা.-এর আনুগত্য করাকে আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে বিবেচনা করা হয়েছে। একই ভাবে, নবি সা.-এর আনুগত্য না করাকে আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যহীনতার সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে। এবং এ ব্যাপারে বিশেষভাবে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে।

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا

এবং যারা আল্লাহ ও তার রসুলের আনুগত্য করে না এবং সীমালঙ্ঘন করে, তারা জাহান্নামের আগুনে প্রবিষ্ট হবে এবং তারা সেখানে চিরকাল থাকবে (সুরা নিসা, ৪ : ১৪)।

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

যে আল্লাহ ও তার রসুল সা.-কে অমান্য করে, সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে (সুরা আহযাব, ৩৩ : ৩৬)।

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا

এবং যারা আল্লাহ ও তার রসুলের আদেশ অমান্য করে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তারা সেখানে চিরস্থায়ী ভাবে থাকবে (সুরা জিন, ৭২ : ২৩)।

وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

এবং কেহ আল্লাহ তায়ালা ও তার রসুলের বিরোধিতা করলে আল্লাহ তায়ালা তো শাস্তিদানে কঠোর (সুরা আন'ফাল, ৮ : ১৩)।

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ

তারা কি জানে না যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রসুলের বিরোধিতা করে, তার জন্য তো রয়েছে দোজখের অগ্নি (সুরা তাওবা, ৯ : ৬৩)।

এভাবে আনুগত্যের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকের কথা কুরআনে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ তায়ালা ও রসুল সা.-এর আনুগত্য করা যে কতো জরুরি বিষয়, তা এখানে তুলে ধরা প্রতিপাদিত হয়েছে।

এটি বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য যে, কুরআনে যখনই আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করার কথা বলা হয়েছে, সেখানে সাথে সাথে রসুলের সা. আনুগত্যের কথাও উল্লিখিত হয়েছে। একটি ছোট আয়াত হলেও সেখানে আল্লাহ ও রসুল সা.-উভয়ের আনুগত্য প্রসঙ্গই বর্ণিত হয়েছে। পবিত্র কুরআনের একটি বাক্যও এমন নেই, যেখানে আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের কথা বলতে গিয়ে রসুলের সা. আনুগত্যের কথা বলা হয় নি।

অন্যভাবে বলতে গেলে, কুরআনে এমন কিছু আয়াত আছে, যেখানে রসুলের সা. আনুগত্যের কথা বলা হয়েছে; কিন্তু আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের প্রসঙ্গ উদ্ধৃত হয় নি।

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

এবং সালাত (নামাজ) কায়েম কর, যাকাত দাও এবং নবি এর অনুসরণ কর, যাতে তোমরা আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহভাজন হতে পার (সুরা নূর, ২৪ : ৫৬)।

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا

এবং যদি তোমরা তাকে (রসুলকে) অনুসরণ কর, তবে তোমরা সঠিক পথ পাবে (সুরা নূর, ২৪ : ৫৪)।

يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ

যারা কুফরি (অবিশ্বাস) করেছে এবং রসুলের অবাধ্য হয়েছে; তারা সেদিন কামনা করবে, যদি তারা মাটির সাথে মিশে যেতে পারত (সুরা নিসা, ৪ : ৪২)।

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

কারো নিকট সৎপথ প্রকাশিত হবার পর সে যদি রসুলের বিরোধিতা বা বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মুমিনদের পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করে, তবে যেদিকে সে ফিরে যায়, সেদিকেই তাকে ফিরিয়ে দেবো এবং জাহান্নামে তাকে দগ্ধ করব; আর এটি কত মন্দ আবাস (সুরা নিসা, ৪ : ১১৫)।

রসুল সা.-এর আনুগত্যের উপর এত জোর দেয়ার কারণ হলো, আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য তো বাস্তবে রূপ লাভ করতে পারবে না; রসুল সা.-এর আনুগত্য করা ব্যতীত। আল্লাহ তায়ালা তো প্রতিটি মানুষকে স্বতন্ত্রভাবে কিছু বলে তার দায়িত্ব সম্পর্কে বলে দেন না; যেমন কুরআনে বলা হয়েছে :

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ

মানুষের এমন মর্যাদা নেই যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন ওহির মাধ্যম ছাড়া অথবা পর্দার অন্তরাল ব্যতিরেকে অথবা এমন দূত প্রেরণ ব্যতিরেকে, যেই দূত তার অনুমতিক্রমে তিনি যা চান, তা ব্যক্ত করেন (সুরা আশ শুরা, ৪২ : ৫১)।

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

আল্লাহ তায়ালা তাঁর বিধানাবলি তাঁর নবিদের মাধ্যমে প্রচার করেন। তাঁর আনুগত্য নবিদের আনুগত্য ব্যতীত বাস্তবায়িত হতে পারে না। তাই, যখন কোনো নবি কোনো কাজের আদেশ দেন বা কোনো কাজ করতে নিষেধ করেন, তখন তিনি তা নিজের এখতিয়ার থেকে বলেন না; বরং আল্লাহ তায়ালার দূত হিসেবে আল্লাহ তায়ালার নির্দেশেই বলেন। আল্লাহ নিজে রসুলের সা. আনুগত্য করার জন্যে বিশেষ জোর দিয়েছেন। রসুলের সা. আনুগত্য করা আল্লাহ তায়ালারই আনুগত্য করার শামিল, যদিও তা একটি পরোক্ষ পদ্ধতিতে। কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে বিষয়টি স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে :

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

> এবং যে রসুলের আনুগত্য করে, সে আল্লাহ তায়ালারই আনুগত্য করে (সুরা নিসা, ৪ : ৮০)।

সেজন্য, কুরআনে রসুল সা.- এর আনুগত্যের কথা যেখানে বলা হয়েছে; সেখানে একথাও বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালার নির্দেশিত ভাষ্যের মাধ্যমেই নবি সা. ওহি-র বক্তব্যটি মানুষের কাছে উপস্থাপন করেন; রসুল সা. নিজের থেকে কিছু বলেন না। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে :

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى

> এবং নবি তার নিজের ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা থেকে কিছু বলেন না; যার ব্যাপারে তিনি ওহির মাধ্যমে প্রত্যাদিষ্ট হন, সেটিই শুধু তিনি প্রকাশ করেন (সুরা নাজম, ৫৩ : ৩)।

এই দৃষ্টিভঙ্গিটিতে স্পষ্ট যে, রসুলের সা. আনুগত্য আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যকেই নির্দেশিত করে এবং পূর্ববর্তী দৃষ্টান্ত পরবর্তী অংশকে অর্ন্তভুক্ত করে। সে কারণেই কুরআনের কোনো কোনো আয়াতে রসুলের সা. আনুগত্য করাকে যথেষ্ট মনে করেছে, কারণ রসুল সা.-এর ব্যক্তিজীবনের আনুগত্যের মাধ্যমেই আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভ সম্ভবপর হবে।

অন্যদিকে, কুরআন আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করাকে যথেষ্ট মনে করে নি; রসুলের সা. আনুগত্য করা ব্যতিরেকে। স্মর্তব্য, আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করা পরিপূর্ণতা পায় না; যদি না নবি সা.-এর আনুগত্যের সামগ্রিকতাকে বাস্তবায়িত করা না হয়।

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

নবি সা.-এর অনুসরণ

নবি সা. এর প্রতি শ্রদ্ধা প্রসঙ্গে কুরআন কর্তৃক ব্যবহৃত দ্বিতীয় পরিভাষা হচ্ছে ইত্তিবা বা নবি সা.-কে অনুসরণ করা :

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

বল! তুমি যদি আল্লাহ তায়ালাকে ভালোবাস, তবে আমাকে অনুসরণ করো; তবে আল্লাহ্ তায়ালা তোমাকে ভালোবাসবেন এবং তোমার অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন (সুরা আলে ইমরান, ৩ : ৩১)।

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ

যারা অনুসরণ করে বার্তাবাহক উম্মি নবির, যার উল্লেখ তাওরাত ও ইঞ্জিলে রয়েছে, যা তাঁদের নিকট আছে তাতে লিপিবদ্ধ পায় (সুরা আ'রাফ, ৭ : ১৫৭)।

فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

বিশ্বাস করো, আল্লাহ এবং তার উম্মি নবির উপর; যিনি আল্লাহ তায়ালাকে বিশ্বাস করেন এবং বিশ্বাস রাখেন তার বাণীতে এবং তাকে অনুসরণ করো, যাতে তোমরা সঠিক পথে থাকতে পার (সুরা আ'রাফ, ৭ : ১৫৮)।

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ

আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই অনুগ্রহপরায়ণ হলেন নবির প্রতি, মুহাজির ও আনসারদের প্রতি, যারা তার অনুসরণ করেছিলো সংকটকালে (সুরা তাওবা, ৯ : ১১৭)।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

হে নবি! তোমার জন্য এবং তোমার অনুসারী মুমিনদের জন্য আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট (সুরা আন'ফাল, ৮ : ৬৪)।

বিশ্বাসীগণ বলেন,

رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ

হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি যা অবতীর্ণ করেছো, তাতে আমরা ইমান এনেছি এবং আমরা এই রসুলের অনুসরণ করেছি। সুতরাং আমাদিগকে সাক্ষ্যদানকারীদের তালিকাভুক্ত কর (সুরা আলে ইমরান, ৩ : ৫৩)।

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي

বলুন! এটি হচ্ছে আমার পথ; আমি আল্লাহ তায়ালার দিকে এমনভাবে আহ্বান করি, যে প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছি আমি এবং আমার অনুসারীগণ (সুরা ইউসুফ, ১২ : ১০৮)।

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ

নিশ্চয় মানুষের মধ্যে ইবরাহীমের সঙ্গে সর্বাপেক্ষা অধিক বৈশিষ্ট্য রক্ষাকারী নিশ্চিতরূপে তারাই ছিল; যারা তার অনুসরণ করেছিল (সুরা আলে ইমরান, ৩ : ৬৮)।

وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً

যারা ঈসাকে অনুসরণ করেছিলো, তাদের অন্তরসমূহে আমি মমতা ও রহমত সৃষ্টি করে দিয়েছি (সুরা হাদীদ, ৫৭ : ২৭)।

وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ

আপনি ঐ লোকদিগকে সেই দিনের ভয় প্রদর্শন করুন, যেদিন তাদের উপর আযাব এসে পড়বে; তখন সে যালিমরা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে সামান্য সময়ের অবকাশ দিন; আমরা আপনার

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

সমস্ত আদেশ মেনে নেব; এবং রসুলগণের অনুসরণ করব (সুরা ইবরাহীম, ১৪ : ৪৪)।

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ

আর যে কেবলার দিকে আপনি ছিলেন, তাতো শুধু এইজন্য ছিলো, যেন আমার নিকট প্রকাশ পায়-কে রসুলকে অনুসরণ করে আর কে পশ্চাৎপদ হয় (সুরা বাকারা, ২ : ১৪৩)।

قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ

তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়, নবি রসুলদের অনুসরণ কর (সুরা ইয়াসীন, ৩৬ : ২০)।

মুসা আ. বললেন :

وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي

তোমার প্রভু হলেন দয়ালু; সেজন্য আমাকে এবং আমার নির্দেশকে অনুসরণ কর, (সুরা ত্বহা ২০ : ৯০)।

فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ

তাই অবিশ্বাসীরা বলল, আমাদের মধ্যকার একজন মানবসন্তানকে আমরা অনুসরণ করব? তবে আমরা বিভ্রান্তি ও উম্মত্ততায় নিপতিত হব (সুরা ক্বামার, ৫৪ : ২৪)।

উপর্যুক্ত সমস্ত আয়াতের ভঙ্গি ও গূঢ়ার্থ আমাদেরকে 'নবি রসুলদেরকে' অনুসরণ করার গুরুত্বের উপর বিশেষ জোর দেয় এবং এ নির্দেশও দেয় যে, যিনিই নবি-রসুলদের উপর বিশ্বাসী, তাকে অবশ্যই তাঁদের অনুসরণ করতে হবে। কারণটি খুব স্পষ্ট। নবি রসুলগণ প্রেরিত হয়েছেন জনগণের মধ্যে; তাঁরা যা শিক্ষা ও প্রচার করতে চান; সেটিকে বাস্তবভিত্তি প্রদান করার জন্যে। তাঁদের সংবাদটি শুধু তাঁদের মৌখিক শিক্ষা প্রদানের মধ্যে সীমিত নয়। জীবনের সঠিক পথ নির্দেশনার জন্যে

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

তাঁদের কর্ম খুবই গুরুত্বপূর্ণ সঠিক পথ অনুসন্ধান, শিক্ষা ও অনুসরণের জন্য। কুরআনে এ সম্পর্কে সুরা আহযাবে স্পষ্ট ঘোষণা করছে :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

> যারা আল্লাহ তায়ালার সাথে সাক্ষাতে এবং শেষ দিবসে প্রত্যাশী, তাদের জন্যে রসুলের জীবনে উত্তম আদর্শ রয়েছে এবং তারা অধিক পরিমাণে আল্লাহ তায়ালার জিকির (স্মরণ) করে (সুরা আহযাব, ৩৩ : ২১)।

এটি একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, একজন মানুষের সমুন্নতির জন্যে শুধু তাত্ত্বিক শিক্ষাই যথেষ্ট নয়। সংস্কার ও সমুন্নতির জন্যে প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক গতিতে অগ্রসর হয়ে বাস্তব উদাহরণকে অনুসরণ করতে হবে। বিজ্ঞান অথবা কলা যেকোনো জ্ঞানের ক্ষেত্রে শুধু গ্রন্থ অধ্যয়নই একজন মানুষকে পরিপূর্ণ করে তোলে না; বরং সে বিষয়ের একজন অগ্রজ পণ্ডিত এবং দক্ষ কারিগরেরও সেক্ষেত্রে প্রয়োজন পড়ে।

একজন লোক যদি শুধু ডাক্তারি-বিজ্ঞান পড়ে; অথচ কোনো অভিজ্ঞ ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে কাজ না করে; তবে রোগী দেখার জন্যে সে লোককে গ্রাহ্য করা হবে না।

কেউ যদি আইন শাস্ত্রের বই অধ্যয়ন করে, তবে তিনি নিজেকে উকিল বলে দাবি করতে পারেন না; যতক্ষণ না একজন অগ্রজ আইনজীবীর কাছ থেকে তিনি বাস্তব প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সেই আইনজ্ঞের অধীনে তাঁকে কার্যরত থাকতে হবে।

এমন কি একজন উৎসাহী ব্যক্তি যদি রান্নার বই অবলম্বন করে ভালো রান্না করতে চান; রান্নার সমস্ত উপকরণের কথা সেই বইতে উল্লেখ থাকলেও; তার পক্ষে ভালো খাবার তৈরি করা সম্ভবপর হবে না; যদি না তিনি কোনো বাস্তব প্রশিক্ষকের কাছে শিখেন। সেই অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাঁকে কিছু বাস্তব উদাহরণ দিয়ে থাকেন; যে দৃষ্টান্তসমূহ অনুসরণ করে তিনি ক্রমশ ভালো খাবার তৈরি করতে সমর্থ হন।

এটি স্পষ্ট যে, একজন মানুষ যদি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিখতে চায়; তবে তাকে অবশ্যই বাস্তব দৃষ্টান্তের মাধ্যমে শেখাতে হবে। ধর্মীয় শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ–উভয় ক্ষেত্রেও এই বিষয়টিকে অবশ্যই অবলম্বন করতে হবে।

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

সেজন্য আল্লাহ শুধু ধর্মগ্রন্থ পাঠানোর মধ্যেই তাঁর কার্যকে সীমিত রাখেন নি। তিনি সেই ধর্মগ্রন্থের সঙ্গে একজন রসুলও প্রেরণ করেছেন। এমন অনেক নবি আছেন, যাঁরা নতুন ধর্মগ্রন্থ না নিয়েই আবির্ভূত হয়েছেন। একটি আসমানি গ্রন্থকে রসুলদের মাধ্যমেই শুধু পাঠানো হয়। মক্কার অবিশ্বাসীরা (কাফির) অনেকবার দাবি করেছিলো যে, নবি মুহাম্মাদুর রসুল সা.-এর মাধ্যম ব্যতীত যাতে অন্য উপায়ে প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থকে পাঠানো হয়। কিন্তু তাঁদের সেই দাবিকে প্রত্যাখ্যান করে রসুল সা.-এর মাধ্যমে পবিত্র কুরআনকে অবতীর্ণ করা হয়েছে।

কারণটি খুবই স্পষ্ট। মানবতা ও মানবসভ্যতা শুধু একটি স্বর্গীয় গ্রন্থই চায় না। সেই গ্রন্থের বক্তব্য ও দর্শনকে শিক্ষা দেবার জন্য একজন রসুলরূপী শিক্ষকও দরকার। সেজন্য একজন নির্দেশকের প্রয়োজন, তিনি তাঁদেরকে বাস্তব উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দেবেন–কিভাবে ধর্মগ্রন্থ থেকে বাস্তবজীবনে উপকৃত হওয়া যাবে। সে কারণেই হযরত মুহাম্মদ সা.-কে মানবতাকে নির্দেশনা দেয়ার জন্যে কুরআনের মতো জ্ঞান -নির্দেশিকা দিয়ে পাঠানো হয়েছে। যাতে নবি সা.-এর অনুসারীরা তাঁর বাস্তবজীবনের দৃষ্টান্তকে অনুসরণ করে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টিকে অর্জন করতে পারে। পবিত্র গ্রন্থ কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের আলোকে আমরা দেখিয়েছি যে, নবি রসুলদের প্রতি আনুগত্যকে আল্লাহ তায়ালার প্রতি আনুগত্যের সঙ্গে সম্পর্কিত করে বিবেচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য রসুলদের আনুগত্য করা ব্যতীত অর্জিত হতে পারে না। কারণ, নবি সা. একজন রসুল হিসেবে যা বলেন বা করেন, তা তিনি আল্লাহ তায়ালার প্রত্যাদিষ্ট নির্দেশের মাধ্যমেই বলেন। সেজন্য নবি সা. যে কথা বলেন বা যে কাজ করেন, তা কুরআনে হুবুহু না থাকলেও কুরআনের মূলবক্তব্যের অনুপ্রেরণা ও শিক্ষার ভিত্তিতেই তিনি তা শিক্ষা দেন।

দুই ধরনের প্রত্যাদেশ

হযরত মুহাম্মদ সা. আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে দুইভাবে ওহি বা প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হয়েছেন।

ক. পবিত্র কুরআন, প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থ : ইসলামি পরিভাষায় কুরআনের প্রত্যাদেশকে বলা হয় 'আল ওহি আল মাতলু' (তেলাওয়াতকৃত ওহি যা সালাতে পাঠ করা হয়, এই ধরনের প্রত্যাদেশ কেবল কুরআনে রয়েছে)।

খ. প্রতিদিনের কার্যাবলিতে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি প্রাপ্তির প্রত্যাশায় বিশ্বনবি সা. যেভাবে আচরণ করেছেন এবং কুরআনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী তিনি যে জীবনভাষ্য দিয়েছেন–এই ধরনের প্রত্যাদেশ কে 'ওহি গায়ের আল মাতলু' (অ-আবৃত্তিকৃত

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

ওহি (আল ওহি আল মাতলু হলো কুরআন; যা নামাজে পাঠ করা হয়; ওহি গায়ের আল মাতলু হলো হাদিস; যেগুলোকে নামাজের মধ্যে পাঠ করা হয় না; এজন্য অ-আবৃত্তিকৃত ওহি বলা হয় -অনুবাদক) বলা হয়। মৌখিকভাবে জনগণের কাছে এ প্রত্যাদেশকে পৌঁছে দেয়া হয় না। এটি হযরত মুহাম্মদ সা.-এর কথা ও কাজের মাধ্যমে নির্দেশিত হয়েছে।

দ্বিতীয় ধরনের প্রত্যাদেশ কুরআন কর্তৃক প্রমাণিত

১. দ্বিতীয় ধারার ওহি পবিত্র কুরআনে না থাকলেও কুরআন স্বয়ং এটির ব্যাপারে প্রণোদনা দেয় এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যে এর বক্তব্যকে নির্দেশিত করে। নিম্নের কিছু আয়াতের মাধ্যমে এটি স্পষ্ট হচ্ছে যে, প্রত্যাদেশ শুধু পবিত্র কুরআনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; অন্য এক ধরনের ওহি আছে, যা পবিত্র গ্রন্থের আঙ্গিকের মধ্যে নেই; যদিও তা সর্বশক্তিমান আল্লাহ থেকে প্রত্যাদিষ্ট। কুরআন বলছে :

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ

আর যে কেবলার দিকে আপনি ছিলেন, তা তো শুধু এইজন্য ছিল, যেন আমার নিকট প্রকাশ পায় কে রসুলকে অনুসরণ করে আর কে পশ্চাৎপদ হয় (সুরা বাকারা, ২ : ১৪৩)।

এই আয়াতটি বুঝতে হলে, কোন পটভূমিতে এটি প্রত্যাদিষ্ট হয়েছিল, তা জানা প্রয়োজন।

মদিনা জীবনের প্রাথমিক পর্বে, হযরত মুহাম্মদ সা.-এর হিজরতের পর, মুসলমানরা নির্দেশিত হয়েছিলেন নামাজের সময় বাইতুল মোকাদ্দাস (জেরুজালেম) এর দিকে মুখ করার জন্যে। যা মুসলমানদের জন্য কিবলাহ হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। সতেরো মাস পর্যন্ত বাইতুল মোকাদ্দাসই মুসলমানদের কেবলা ছিলো। সতেরো মাস পরে কুরআন পূর্বোক্ত আদেশকে বাতিল করে মক্কার পবিত্র মসজিদের দিকে নামাজের সময় মুসলামানদের কেবলাকে নির্দিষ্ট করল। নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ নতুন কিবলাকে নির্দেশিত করে :

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

> তাই তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডলকে মসজিদুল হারামের (মক্কার মসজিদ) দিকে ফিরাও (সুরা বাকারা, ২ : ১৪৪)।

এই নতুন আদেশটি কিছু অবিশ্বাসী (কাফির) দ্বারা সমালোচিত হয়েছিল। তারা অভিযোগ উত্থাপন করেছিলো যে, তাহলে এতদিন কেন বাইতুল মোকাদ্দাসকে কিবলা হিসেবে মান্য করা হলো। উপর্যুক্ত আয়াতটি (সুরা বাকারা, ২ : ১৪৩) তাদের অভিযোগের জবাব দেয়ার জন্যেই অবতীর্ণ হয়েছিল। উত্তরটি হলো, পূর্বোক্ত কিবলাকে তাঁরা রসুল সা.-এর নির্দেশ মোতাবেক অনুসরণ করে কিনা-তা পরীক্ষা করার জন্যেই বাইতুল মোকাদ্দাসকে কিবলা হিসেবে নির্ধারিত করা হয়েছিল। আয়াতটি আবারও উদ্ধৃত করছি :

> বাইতুল মোকাদ্দাসকে কিবলা হিসেবে নির্দিষ্ট করার কারণ হলো, তোমরা রসূলের নির্দেশ মান্য করো কিনা-তা পরীক্ষা করা (সুরা বাকারা, ২ : ১৪৩)।

পূর্বেকার কেবলা বাইতুল মোকাদ্দাস যে আল্লাহ তায়ালার নির্দেশের ভিত্তিতেই ছিলো, তা এই আয়াতটি প্রমাণ করে। কিন্তু এই নির্দেশ কুরআনের কোথাও নেই; এবং কুরআনে এমন কোন আয়াতও নেই যেখানে বাইতুল মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআনের কোন আয়াতের নির্দেশিকা ছাড়াই হযরত মুহাম্মদ সা. মুসলমানদেরকে এই নির্দেশ দিয়েছিলেন। যদিও, পবিত্র কুরআন কর্তৃক উপর্যুক্ত আয়াতে এই নির্দেশের কথা উল্লিখিত হয়েছে। যা ছিল আল্লাহ তায়ালারই নির্দেশ। কুরআনে 'নবি সা. করেননি' এ কথার পরিবর্তে 'আমরা কিবলাকে নির্দিষ্ট করিনি' বাক্যটি এ বিষয়টি পুরোপুরি স্পষ্ট করে দিয়েছে।

পবিত্র কুরআনের এই ভাষ্য স্পষ্টত প্রমাণ করে যে, পূর্ববর্তী আদেশ যা নবি সা. কর্তৃক দেয়া হয়েছিল-তা কুরআনের প্রত্যাদেশ অনুযায়ীই ছিল; কিন্তু যা কুরআনের সরাসরি অংশ ছিলো না। এবং এটি এজন্যই 'অপঠিত প্রত্যাদেশ।' উপরে উদ্ধৃত কুরআনের আয়াতটি (সুরা বাকারা, ২ : ১৪৩) নিম্নোক্ত সত্যকে প্রমাণিত করে :

ক. পবিত্র নবি সা. কিছু প্রত্যাদেশ পেতেন, যা কুরআনের সরাসরি অংশ নয়।

খ. এ সব প্রত্যাদেশ যেহেতু সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে ছিলো; সেজন্য সে ওহির ভাষ্য আল্লাহ তায়ালার সংগে সম্পর্কিত করা হয়েছে।

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

গ. প্রথম প্রকারের ওহি হলো কুরআন। দ্বিতীয় ধারার এই ওহির আদেশ বিশ্বাসীদের কাছে প্রথম প্রকারের ওহির আদেশের মতোই বাধ্যতামূলক।

ঘ. এই ধরনের আদেশ দেয়া হয় মুসলমানদের পরীক্ষা করার জন্যে, যে তাঁরা নবি সা.-এর নির্দেশনাকে কুরআনে না থাকলেও একই গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে কিনা।

২. ইসলামের প্রথম দিকে রোযার ব্যাপারে বিধি ছিলো যে, ইফতারের শেষে সামান্য ঘুমানোর পর জাগ্রত হলে স্ত্রীর সাথে যৌন-সহবাস করা যাবে না। এই নিয়মটি কুরআনে বর্ণিত ছিলো না। এটি রসুল সা.-এর নির্দেশনা ছিলো। কিন্তু কোনো কোনো মুসলমান ইফতার-উত্তর ঘুমিয়ে জাগ্রত হবার পর তাঁদের স্ত্রীদের সঙ্গে সঙ্গমে লিপ্ত হয়ে পড়ায় বিধিটি লঙ্ঘিত হচ্ছিল। এই প্রসঙ্গে কুরআন তাঁদেরকে ভর্ৎসনা করেছে, যারা এই আদেশকে লঙ্ঘন করেছিলো। অতঃপর এই নিয়মটি বাতিল করে আল্লাহ তায়ালা কুরআনে ঘোষণা করেছেন যে, ইফতারের পর সামান্য ঘুমিয়ে জেগে ওঠার পর সেহরির আগে স্বামী-স্ত্রীরা পরস্পরের সাথে মিলিত হতে পারবে। এ প্রসঙ্গে কুরআন বলছে :

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

রোযার রাত্রে তোমাদের জন্য স্ত্রী-সম্ভোগ বৈধ করা হয়েছে। তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ। আল্লাহ জানেন যে, তোমরা নিজেদের প্রতি অবিচার করছিলে। অতঃপর তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হয়েছেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করেছেন। সুতরাং এখন তোমরা তাদের সাথে সঙ্গত হও এবং আল্লাহ যা তোমাদের জন্যে বিধিবদ্ধ করেছেন, তা কামনা কর। আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ রাত্রির কৃষ্ণ রেখা হতে উষার শুভ্ররেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়। অতঃপর নিশার আগমন পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর (সুরা বাকারা, ২ : ১৮৭)।

এই আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনাযোগ্য :

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

ক. এই আয়াত স্পষ্টায়িত করে যে, ইসলামের প্রাথমিক পর্বে রোজার রাতে স্ত্রী-সঙ্গম বৈধ ছিলো না।

খ. যারা এই আয়াতটি নাজিলের পূর্বে রোযার রাতে স্ত্রীসঙ্গম করতো; তাদের বিষয়টি এখানে প্রকাশিত হয়ে গেলো; এবং তাদেরকে কুরআন ভৎর্সনা করেছে। এবং কুরআন এও বলেছে যে, তারা নিজেরাই নিজেদের উপর অবিচার করছিলো।

গ. তিনি তোমাদের প্রতি কোমল হয়েছেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করেছেন-এ কথাগুলো নির্দেশ করে যে, তাদের পূর্বেকার যৌন-কার্যাবলি ছিল একটি পাপকর্ম; কারণ 'কোমল হওয়া' ও 'ক্ষমা করা' বিষয়গুলো একজন ব্যক্তির পাপ সংঘটিত হবার পরই ব্যবহৃত হয়।

ঘ. 'এখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সঙ্গে যৌনসঙ্গমে লিপ্ত হতে পার'-বাক্যটি স্পষ্ট নির্দেশ করে যে, এখন থেকেই রমজানের রাতে স্ত্রী-সঙ্গমকে বৈধতা দেয়া হলো।

এই সমস্ত বিষয় এই সত্যকেই নিশ্চিতি দেয় যে, রমজানের রাতে স্ত্রী-সঙ্গমের নিষেধাজ্ঞা একটি বৈধ শক্তিশালী নির্দেশের মাধ্যমেই হয়েছে এবং মুসলমানরাও তা মানতে বাধ্য ছিলো।

কিন্তু কুরআনের এই নিষেধাজ্ঞা-সম্পৃক্ত আয়াতকে বোধগম্যভাবে পৌঁছানোর জন্যে কুরআনে অন্য কোনো আয়াত নেই। এ নির্দেশ পবিত্র নবি সা. কর্তৃকই নির্দেশিত ছিল। বস্তুতপক্ষে, কুরআন এই আয়াতকে শুধু নিশ্চিতভাবে গ্রহণই করে নি; বরং কুরআনের অর্ন্তগত নির্দেশনার মধ্যেই এটি ছিল–এই স্পষ্টতাও এখানে ঘোষিত হয়েছে। এটি এই কারণে যে, নবি সা. নিজের এখতিয়ার থেকে এই নিষেধাজ্ঞা জারি করেন নি; বরং তা সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার প্রত্যাদেশের ভিত্তিতেই ছিলো; যা কুরআনের সরাসরি অর্ন্তভুক্ত ছিল না।

এইভাবে স্পষ্ট হয়ঃ কুরআনের এই আয়াতটি একদিকে প্রমাণ করে যে, এই প্রত্যাদেশটি পবিত্র কুরআনের অংশভুক্ত নয়; অন্যদিকে, এটি এও নিশ্চিত করে যে, নবি সা. আইনের আদেশ দাতা হিসেবে কর্তৃপক্ষীয় ক্ষমতাবান। এবং হযরত মুহাম্মদ সা.-এর আদেশ, হোক সেটি আদেশমূলক বা নিষেধবোধক–দুটোই মুলসলানরা মানতে বাধ্য।

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

৩. ওহুদ যুদ্ধের সময়ে কুরআনের এমন কিছু আয়াত নাযিল হয়েছিল; যা তাঁদেরকে বদরের যুদ্ধের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলো। কীভাবে আল্লাহ তায়ালা তাঁদেরকে ফেরেস্তা পাঠিয়ে সাহায্য করেছিলেন, সে বিষয় সম্পর্কে। এই সম্পর্কিত ভাষ্য উল্লেখযোগ্য :

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (123) إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ (124) بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ (125) وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

আর বদরের যুদ্ধে যখন তোমরা হীনবল ছিলে, আল্লাহ তোমাদিগকে সাহায্য করেছেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। স্মরণ কর, যখন তুমি মুমিনদিগকে বলেছিলে, এটি কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের প্রতিপালক প্রেরিত তিন-হাজার ফেরেস্তা দ্বারা তিনি তোমাদের সহায়তা করবেন? হ্যাঁ, নিশ্চয়, যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং সাবধান হয়ে চলো; তবে তারা দ্রুতগতিতে তোমাদের উপর আক্রমণ করলে, আল্লাহ পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফিরেস্তা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবেন। এই সুসংবাদ দিয়ে তো আল্লাহ তোমাদের চিত্ত-প্রশান্ত করেছেন। সর্বশক্তিশালী আল্লাহ ব্যতীত কেউ সাহায্যকারী নেই (সুরা আলে ইমরান, ৩ : ১২৩-১২৬)।

কুরআনের উপর্যুক্ত বাক্যটিতে সর্বশক্তিমান আল্লাহ কর্তৃক ফেরেস্তা পাঠিয়ে সাহায্য প্রদানের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বদর যুদ্ধের সময়ে দেয়া এ সুসংবাদের উল্লেখ পবিত্র কুরআনের কোথাও নেই। অন্য কথায় বলতে গেলে, বদরের যুদ্ধের সময় নাযিলকৃত এমন কোনো আয়াত নেই, যেখানে এই সুসংবাদের উল্লেখ আছে। উপরে উদ্ধৃত বিষয়টি শুধু একটি প্রসঙ্গ হিসেবে এসেছে এবং এই সুসংবাদটি যে নবি সা. বিশেষভাবে জ্ঞাত করিয়েছেন তা – আয়াতটিতে প্রকাশ্যভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে। যদিও সংবাদটি আল্লাহ তায়ালার গুণক্রিয়া হিসেবে গণ্য।

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

এভাবে, এটি হলো অন্য একটি দৃষ্টান্ত, যা নবি সা.-এর কথা যে আল্লাহ তায়ালার ভাষ্যেরই সমান্তরাল-তা স্পষ্টীকৃত করে। এটির কারণ এই যে, নবি সা.-এর বাণী হলো আল্লাহ-কর্তৃক প্রদত্ত অনুপ্রেরণাজাত ভাষ্য, যা কুরআনের সরাসরি অর্ন্তভুক্ত নয় এবং এজন্য এটিই হলো : 'অপঠিত প্রত্যাদেশ।'

৪. বদর যুদ্ধের অন্য একটি ঘটনার প্রাসঙ্গিকতায় কুরআনে বর্ণিত হয়েছে :

وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ

> আল্লাহ তোমাদের প্রতিশ্রুতি দেন যে, দুই দলের একদল তোমাদের আয়ত্ত্বে আসবে (সুরা আন'ফাল, ৮ : ৭)।

দুই দলের একটি ছিলো, আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বাধীন বাণিজ্যিক মরুযাত্রীদল, যারা সিরিয়া থেকে ফিরছিলো। অন্য দলটি ছিলো, আবু জাহেলের নেতৃত্বাধীন মক্কার অবিশ্বাসী (কাফির) সৈন্যবাহিনী। উপর্যুক্ত ভাষ্যে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ বিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে অঙ্গীকার করেছেন যে, তিনি দুই দলের একটির উপর বিশ্বাসীদের বিজয়ী করবেন। মুসলমানরা এই অঙ্গীকার মোতাবেক, আবু জাহেলের বাহিনীর বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করেছিলো।

এখন বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে, আল্লাহ যে দুই দলের একদলের উপর মুসলমানদের বিজয়ী হবার অঙ্গীকার করেছেন, তা কুরআনে উল্লিখিত হয় নি। কুরআনের কোনো ভাষ্য ছাড়াই এই অঙ্গীকারের কথা আল্লাহ তায়ালা হযরত মুহাম্মদ সা.-এর মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে পৌছে দিয়েছেন। উপর্যুক্ত আয়াতটিও আল্লাহ তায়ালার প্রতিজ্ঞার সঙ্গে সম্পর্কিত।

এই জন্য এখান থেকে এই উপসংহারেই আসা যায় যে, আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা নবি সা. পেয়েছিলেন 'অ-পঠিত ওহি'র মাধ্যমে। আবার এ বিষয়টি আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয়েছে। এ প্রত্যাদেশের নির্দেশনায় নবি সা. তার সাহাবিদের কাছে তা পৌছে দিয়েছেন।

এভাবে, এটি অন্য এক ধরনের প্রত্যাদেশের প্রমাণবাহী যা কুরআনে উল্লেখিত না থাকলেও, তা 'অ-পঠিত ওহি' হিসেবে প্রামাণ্যভাবে বিবেচিত।

৫. একদা নবি সা. একটি গোপন কথা তাঁর একজন স্ত্রীকে বলেছিলেন। তিনি সে গোপন কথা কারো নিকট প্রকাশ করে দিলেন। যখন নবি সা. জানতে পারলেন যে, সেই গোপন কথা তাঁর স্ত্রী প্রকাশ করে দিয়েছেন, তখন তিনি তাঁর কাছে সে ব্যাপারে ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন। তাঁর স্ত্রী নবি সা.-এর কাছে

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

জানতে চাইলেন যে, কিভাবে, কার মাধ্যমে রসুল সা. তা জেনেছেন। হযরত মুহাম্মদ সা. বললেন যে, তিনি সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার মাধ্যমে তা জানতে পেরেছেন।

এই ঘটনাটি পবিত্র কুরআনে নিম্নোক্তভাবে উল্লিখিত হয়েছে :

وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ
عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا
قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ

আর যখন রসুল নিজের কোনো এক পত্নীর নিকট গোপনে একটি কথা বললেন, তৎপর সে যখন এটি (অন্য পত্নীর নিকট) বলে দিল, আর আল্লাহ তায়ালা (ওহির মাধ্যমে) রসুলকে তা জানিয়ে দিলেন, তখন তিনি কতক কথা বলে দিলেন, আর কতক কথা এড়িয়ে গেলেন, অতঃপর যখন তিনি ঐ স্ত্রীকে এটি জানালেন, তখন তিনি বললেন : কে আপনাকে এটি জানিয়ে দিলো? তিনি (নবি) বললেন, যিনি সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে ওয়াকিফহাল (সুরা তাহরীম, ৬৬ : ৩)।

উপর্যুক্ত কুরআন-ভাষ্য থেকে স্পষ্ট হয় যে, আল্লাহ স্বয়ং নবি সা.-কে সেই গোপন কথা প্রকাশ করে দিয়েছিলেন। এটিও কুরআনের অন্য কোথাও উল্লিখিত হয় নি। তাই এটিও একটি স্পষ্ট উদাহরণ যে, নবি সা. কুরআনে উল্লিখিত না হলেও কিছু প্রত্যাদেশ (ওহি) প্রাপ্ত হন। এটিই হলো : ‘অ-আবৃত্তিকৃত ওহি’।

৬. মদিনার বিখ্যাত ইহুদি-গোষ্ঠী বনি নজিরের আমলে কতিপয় মুসলমান দুর্গ থেকে কিছু খেজুর গাছ কেটে ফেলেছিলো; শত্রুপক্ষকে বাধ্যগত করার কৌশল হিসেবে। যুদ্ধ শেষ হবার পর গাছ কাটার ব্যাপারে কিছু ইহুদি অভিযোগ উত্থাপন করেছিলো। সেই অভিযোগের জবাবে পবিত্র কুরআন নিম্নোক্ত ঘোষণা দেয় :

مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ

যে খেজুর বৃক্ষগুলো তোমরা কেটে ফেলেছো কিংবা যেগুলোকে তাদের মূলসমূহের উপর দণ্ডায়মান থাকতে দিয়েছ; তা আল্লাহ তায়ালারই নির্দেশ অনুযায়ী হয়েছে (সুরা হাশর, ৫৯ : ৫)।

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

এই আয়াতে খুব সরাসরিভাবে বলা হয়েছে যে, মুসলমানরা আল্লাহ তায়ালার নির্দেশেই গাছগুলো কেটেছে। যুদ্ধ শুরু হবার পর গাছকাটার ব্যাপারে কোনো নির্দেশনার আয়াত কেউ কুরআন থেকে উদ্ধৃত করতে পারবে না। তাই প্রশ্ন হলো : তাহলে কোথা থেকে মুসলমানরা আল্লাহ তায়ালার এই নির্দেশ প্রাপ্ত হলো? এই প্রশ্নের অন্য কোন উত্তর নেই, এটি ছাড়া যে, আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ তাঁদের কাছে পৌঁছানো হয়েছে পবিত্র নবি সা.-এর দ্বারা এবং নবি সা. তা 'অপঠিত ওহি'র মাধ্যমে লাভ করেছিলেন।

৭. এটি সুপ্রসিদ্ধ যে, নবি সা. হযরত জায়েদ বিন হারিসকে তার পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি যাহশের কন্যা জয়নাবকে বিয়ে করেছিলেন। বিয়ের কিছুদিন পর তাদের সম্পর্কের মধ্যে টানাপোড়েন সৃষ্টি হয়; অবশেষে তিনি তাঁকে তালাক দেন। অন্ধকার যুগে একজন পালিত পুত্র সব দিক থেকেই একজন প্রকৃত পুত্র হিসেবে বিবেচিত হতো। অন্যদিকে, পবিত্র কুরআন ঘোষণা করলো যে, পালিত পুত্রকে আসল পুত্র মনে করা যাবে না।

জাহিলি ধারণাকে দূর করার উদ্দেশ্যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ নবি সা.-কে নির্দেশ দিলেন তাঁর পালিত পুত্র জায়েদ বিন হারিসের পত্নী তালাকপ্রাপ্তা জয়নাবকে বিয়ে করার জন্যে। হযরত মুহাম্মদ সা. এ ব্যাপারে অনিচ্ছুক ছিলেন, যেহেতু পালিত পুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে করা সমাজে লজ্জাজনক মনে করা হতো। কিন্তু যখন নবি সা. আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে স্পষ্ট নির্দেশ পেলেন; তখন তিনি জয়নাবকে বিয়ে করলেন।

www.muslimdmcom

এ ঘটনাটি পবিত্র কুরআনে নিম্নোক্তভাবে উল্লেখিত হয়েছে :

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا (37) مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

যখন আপনি সেই ব্যক্তিকে (জায়েদ বিন হারিস) - আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন এবং আপনিও যাকে অনুগ্রহ করেছেন-বলছিলেন যে, তুমি নিজ স্ত্রীকে তোমার বিবাহাধীনে থাকতে দাও এবং আল্লাহকে ভয় করো; আর আপনি স্বীয় অন্তরে সেই কথা গোপন রাখলেন, আল্লাহ্ যার প্রকাশকারী ছিলেন এবং আপনি মানুষ (এর দুর্নাম করা) কে ভয় করছিলেন, আর আল্লাহই হচ্ছেন অধিকতর যোগ্য যে, আপনি তাকে ভয় করেন; অতঃপর যখন তার (জয়নাবের) প্রতি জায়েদ বিতৃষ্ণ হয়ে গেলো (অর্থাৎ জয়নাবকে তালাক প্রদান করল); তখন (ইদ্দত পূর্ণ হবার পর) আমি আপনার সহিত তার বিবাহ করিয়ে দিলাম, যেন মুমিনদের জন্যে তাদের পোষ্যপুত্রদের স্ত্রীগণ সম্বন্ধে কোন সঙ্কীর্ণতা না থাকে; যখন তারা (পোষ্যপুত্রগণ) তাদের প্রতি বিরাগী হয়ে যায়; আর আল্লাহ তায়ালার এই হুকুম তো ছিল পূর্ব নির্ধারিত (সুরা আহযাব, ৩৩ : ৩৭)।

'আপনি স্বীয় অন্তরে সেই কথা গোপন রাখলেন, আল্লাহ যার প্রকাশকারী ছিলেন' - ভাষ্য মধ্যদিয়ে আল্লাহ তায়ালা এই সত্যকেই নবি সা.-এর কাছে স্পষ্ট করেছিলেন যে, জায়েদ কর্তৃক জয়নাবকে তালাকদানের পর নবি সা. তাঁকে বিয়ে করবেন। হযরত মুহাম্মদ সা. জেনেছেন যে, জায়েদ তাঁকে (জয়নাব) তালাক দিতে যাচ্ছে; কিন্তু লজ্জার জন্যে তিনি তা প্রকাশ করতে পারছিলেন না; এবং জায়েদ তাঁর সাথে এ বিষয়ে আলাপ করলো; তখন নবি সা. তার স্ত্রীকে তালাক দিতে নিষেধ করলেন।

এ থেকে এটি স্পষ্ট হয় যে, নবি সা. আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক জেনে গিয়েছিলেন যে, জয়নাব তাঁর স্বামী কর্তৃক তালাকপ্রাপ্ত হতে যাচ্ছেন। কিন্তু এই তথ্যটি কুরআনে উল্লিখিত নেই। এটি নবি সা.-কে 'অপঠিত ওহি'র মাধ্যমে জানানো হয়েছিল।

এই পরিপ্রেক্ষিত থেকে এই বিষয়টি স্পষ্টযোগ্য যে, আল্লাহ বলেছেন : "আমি আপনার সহিত তার বিবাহ করিয়ে দিলাম"। এখানে সর্বশক্তিমান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে, নবি সা. ও জয়নব রা.-এর মধ্যকার বিবাহ আল্লাহ তায়ালার নির্দেশেই সম্পাদিত হয়েছে। এই আদেশটি কুরআনের কোথাও নেই। কিন্তু কুরআনের অন্য ভাষ্য এটিকে নিশ্চিত করে। এটি অন্য একটি আদেশের নিশ্চিতকরণ, যা নবি সা.-কে আল্লাহ 'অপঠিত ওহি'র মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছিলেন।

৮. পবিত্র কুরআন মুসলমানদেরকে নামাজ কায়েমের জন্যে বারবার নির্দেশ দিয়েছে এবং নামাজে দৃঢ়চিত্ত হতে বলেছে। নিম্নোক্ত আয়াতে, একই আদেশের পুনরাবৃত্তি করে পবিত্র কুরআন যুদ্ধ সময়ের নামাজের ক্ষেত্রে যখন

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

তাঁরা শত্রুর আক্রমণে ভীতসন্ত্রস্ত থাকে, তখন ঘোড়ায় বা উটে চড়া অবস্থায় অথবা হাঁটা অবস্থার মধ্যেও অর্থাৎ যেভাবেই তাঁরা নামাজ সম্পাদনে সমর্থ, সেভাবে পড়ার জন্যে বিশেষ সুযোগ প্রদান করেছে। কিন্তু শত্রুর বিপদ থেকে মুক্ত হবার পর যথানিয়মে নামাজ আদায়ের জন্য তাঁদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এই বিধানটি নিম্নোক্তভাবে কুরআন ঘোষণা করেছে :

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (238) فَإِنْ

خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ

তোমরা সংরক্ষণ করো সমস্ত নামাজ এবং মধ্যবর্তী নামাজ। আর দণ্ডায়মান হও আল্লাহ তায়ালার সম্মুখে বিনয়ী অবস্থায়! আর যদি তোমরা ভয়ের বা আক্রমণের আশঙ্কায় থাকো, তবে জমিনে দাঁড়িয়ে বা আরোহী অবস্থায় নামাজ আদায় করে নাও। অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ হয়ে যাও, তখন আল্লাহ তায়ালার স্মরণ সেভাবে করো, যেভাবে তিনি তোমাকে শিখিয়েছেন - যা তোমরা জানতে না (সুরা বাকারা, ২ : ২৩৯-২৪০)।

এ আয়াতের ব্যাপারে কয়েকটি বিষয় লক্ষযোগ্য : প্রথমত এই আয়াতটি প্রকাশ করে যে, মুসলমানদের জন্যে একের অধিক বাধ্যতামূলক নামাজ রয়েছে। কিন্তু এই আয়াতে এবং কুরআনের অন্য আয়াতেও নামাজের সঠিক সংখ্যার কথা জানানো হয় নি। পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের কথা হযরত মুহাম্মদ সা.-এর মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। 'সব নামাজের প্রতি যত্নশীল হও' – কুরআনের এ আয়াতের মধ্যদিয়ে নবি সা. যেভাবে নামাজ পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন, সেভাবে নামাজ আদায় করার ব্যাপারটিই কুরআন এখানে নিশ্চিত করেছে।

দ্বিতীয়ত : আয়াতটি মধ্যবর্তী নামাজের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে; কিন্তু সেটিকে নির্দেশিত করে নি। সেই নির্দেশনার দায়িত্ব হযরত মুহাম্মদ সা.-এর উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

তৃতীয়ত : আমাদের বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাক্যটি হচ্ছে "অতঃপর যখন তোমরা শান্তির অবস্থায় থাকো, তখন আল্লাহকে স্মরণ করো, যেভাবে স্মরণ করা আল্লাহ তোমাদেরকে শিখিয়েছেন"।

পবিত্র কুরআন মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেয় যে, শান্তির অবস্থায় তারা যথানিয়ম অনুসরণ করে, যা আল্লাহ শিখিয়েছেন সেভাবে প্রার্থনা (নামাজ) করবে। এটি

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

স্পষ্ট যে, নামাজের স্বাভাবিক পদ্ধতি আল্লাহ তায়ালাই শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু কুরআনে এই সম্পর্কিত কোনো পদ্ধতি উল্লিখিত হয় নি। নামাজ সম্পাদনের খুঁটিনাটি বর্ণনা করে কুরআনে কোনো আয়াত নাজিল হয় নি। মহানবি সা. মুসলমানদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন, কিভাবে নামাজ পড়তে হবে। নবি সা.-এর শিক্ষাকে আল্লাহ নিজের শিক্ষা বলেই কুরআনে মত দিয়েছেন। এর অর্থ এটিই যে, আল্লাহ নবি সা.-কে নামাজ পড়ার পদ্ধতি সম্পর্কে শিখিয়েছেন, 'অলিখিত ওহি'র (ওহি গায়ের মাতলু) মাধ্যমে; যার উল্লেখ কুরআনে নেই। এবং নবি সা. মুসলমানদেরকে আল্লাহ্ তায়ালার শেখানো পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষা দিয়েছেন। এভাবে নবি সা.-এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা মুসলমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। অধিকন্তু নবি সা.-এর শিক্ষাকে আয়াতটিতে আল্লাহ্ তায়ালার শিক্ষা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে; কারণ এটি 'অপঠিত ওহি'র ভিত্তিতে ছিল।

৯. নবি সা.-এর সঙ্গে কিছু মুনাফিক হুদায়বিয়ার সন্ধিতে যোগদান করেনি। খায়বারের যুদ্ধে তাঁদেরকেই নবি সা. যেতে সম্মতি দিলেন, যারা হুদায়বিয়াতে নবি সা.-এর সাথী ছিলেন। যে মুনাফিকরা হুদায়বিয়াতে যোগদান করেনি, তাঁরাও খায়বার যুদ্ধে অংশগ্রহণের উৎসাহ প্রকাশ করল; কারণ তারা তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা অনুযায়ী ধারণা করেছিলো যে, তারা সেখানে যুদ্ধলব্ধ অনেক সম্পদ অর্জনে সমর্থ হবে। কিন্তু তারা অনুরোধ করা সত্ত্বেও নবি সা. তাদেরকে যুদ্ধে যেতে অনুমতি দেন নি। এই প্রসঙ্গটি পবিত্র কুরআনে নিম্নোক্তভাবে উল্লিখিত হয়েছে :

سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ

أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ

যারা পশ্চাতে ছিল, অচিরেই তারা বলবে, যখন তোমরা (খায়বারের) গণিমতের মাল আহরণ করতে রওয়ানা হবে, তখন আমাদিগকেও তোমাদের সঙ্গে যাবার অনুমতি দিও; তারা (মুনাফিকরা) এটি চায় যে, আল্লাহ তায়ালার নির্দেশকে পরিবর্তন করে ফেলে; আপনি বলে দিন, তোমরা কখনো আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে না, আল্লাহ্ তায়ালা পূর্বেই এটি বলে দিয়েছেন (সুরা ফাতহ, ৪৮ : ১৫)।

কুরআনের ভাষ্য এটিই স্পষ্ট করে যে, আল্লাহ চেয়েছিলেন মুনাফিকরা যাতে খায়বার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে না পারে। কিন্তু এ ধরনের ভাষ্য কুরআনের অন্য

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

কোথাও নেই। এটি ছিলো নবি সা.-এর নবুওতি নির্দেশ। সর্বশক্তিমান আল্লাহ এটিকে নিজের বক্তব্য বলেই প্রকাশ করেছেন। কারণটি খুব স্পষ্ট। নবি সা.-এর নির্দেশনা আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ অনুযায়ীই ছিলো; যার বর্ণনা কুরআনে পাওয়া যায় না; যা নবি সা. 'অপঠিত ওহি'র মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে জানতে পেরেছিলেন। এটি আল্লাহ তায়ালার বাণীর মতই গুরুত্বপূর্ণ।

১০. নবুওয়তের প্রথম দিকে নবি সা.-এর উপর কোনো আয়াত নাজিল হলে তিনি তা বারবার আবৃত্তি করতেন, যাতে তিনি তা ভুলে না যান। এটি নবি সা.-এর জন্য একটি কঠিন পরিশ্রমের কাজ ছিলো; কারণ একই সাথে নাজিলকৃত আয়াত শ্রবণ করা, বুঝা এবং হৃদয়ঙ্গম করা একটি জটিল বিষয় বটে। আল্লাহ তায়ালা নিম্নোক্ত আয়াত নাজিলের মাধ্যমে নবি সা.-এর বোঝাকে এভাবে হালকা করে দেন :

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (১৬) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (১৭) فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (১৮) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (১৯)

হে রসুল! আপনি কুরআনের ব্যাপারে স্বীয় জিহ্বা চালাবেন না, এটি ত্বরিত আয়ত্ব করার জন্যে। এটি একত্রিত করা ও পাঠ করিয়ে দেয়া আমার দায়িত্ব। অতএব যখন আমি এটি পাঠ করতে থাকি, তখন আপনি এটির অনুসরণ করতে থাকুন। অতঃপর এটি বিশ্লেষণ করিয়ে দেয়া আমার দায়িত্ব (সুরা কিয়ামা, ৭৫ : ১৬-১৯)।

সর্বশেষ বাক্যটিতে সর্বশক্তিমান আল্লাহ নবি সা.-কে আয়াত বিশ্লেষণ করে দেবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন। এটি ঠিক যে, পবিত্র কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যার চেয়ে এটি কিছু স্বতন্ত্র। এটি কুরআন নয়। এটি কুরআনের ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য। অবশ্যই এটি কুরআনের আয়াত থেকে স্বতন্ত্র ধারার হবে এবং 'অপঠিত ওহি' দ্বারা এটিকেই বুঝানো হচ্ছে। কিন্তু এ দু'ধরনের ওহি - যদিও তাদের অবয়বে আলাদা; এগুলো নবি সা.-এর উপরই অবতীর্ণ হয়েছে এবং উভয় ধরনের ওহি-ই মুসলমানদের যুগপৎ বিশ্বাস করতে হবে এবং মেনে চলতে হবে।

১১. পবিত্র কুরআন নবি সা. কে বলেছে যে :

وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

> আল্লাহ তায়ালা আপনার প্রতি নাজিল করেছেন কিতাব ও জ্ঞানের বিষয় এবং আপনাকে এমন সকল বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন, যা আপনি জানতেন না। এবং আপনার প্রতি আল্লাহ তায়ালার অসীম অনুগ্রহ রয়েছে (সুরা নিসা, ৪ : ১১৩)।

এই আয়াতে 'জ্ঞানের প্রত্যাদেশ' কে আসমানি গ্রন্থের ওহির চেয়ে স্বতন্ত্র ধরা হয়েছে। এই জ্ঞানটি কুরআনের জ্ঞানের সাথে নতুনভাবে যুক্ত হয় এবং এটি আল্লাহ কর্তৃকই নবি সা.-এর উপর নাযিল হয়েছে। কুরআন এ ব্যাপারে আরো বলছে :

> আল্লাহ তোমাদেরকে সেটিই শিখিয়েছেন, যা তোমরা জানতে না।

এটির অর্থ হলো : আল্লাহ তায়ালা শুধু কিতাবই নাজিল করেন নি; এবং জ্ঞানও অবতীর্ণ করেছেন এবং হযরত মুহাম্মদ সা.-কে আল্লাহ তা শিখিয়েছেন; যা তিনি জানতেন না। এই শিক্ষটি আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নবি সা.-কে দেয়া সকল ধরনের নির্দেশনাকেই বুঝায়, যা আল্লাহ নবি সা.-কে কুরআনের মাধ্যমে অথবা 'অপঠিত ওহি'র মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন-যে দিকনির্দেশনার মাধ্যমে নবি সা. রসুল হিসেবে তাঁর কার্যাবলি সম্পাদন করে গিয়েছেন।

১২. বিভিন্ন ধরনের ওহিকে কুরআন নিম্নোক্তভাবে উল্লেখ করেছে :

> وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا
> فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ

> কোন মানুষেরই অবস্থা এইরূপ নহে যে, আল্লাহ তার সঙ্গে কথা বলেন, কিন্তু ওহি'র মাধ্যমে কিংবা পর্দার অন্তরাল হতে অথবা তিনি কোনো ফেরেস্তাকে প্রেরণ করেন যে, সে আল্লাহ তায়ালার আদেশে বাণী তারই ইচ্ছানুযায়ী পৌঁছে দেন (সুরা আশ শুরা, ৪২ : ৫১)।

এ তিনটি পদ্ধতির মধ্য হতে কুরআন তৃতীয়টির মাধ্যমে নাজিল হয়েছে; একজন ফেরেস্তার দ্বারা, যাকে 'সংবাদবাহক' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। আরো কিছু আয়াতেও বিষয়টি স্পষ্টভাবে এসেছে :

> قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

আপনি বলুন, যে ব্যক্তি শত্রুতা রাখে জিব্রাঈলের সহিত (সে রাখুক); তিনি পৌঁছিয়েছেন এ কুরআনকে আপনার অন্তঃকরণ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার হুকুমে (সুরা বাকারা, ২ : ৯৭)।

وإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٩٢) نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (١٩٣) عَلَى قَلْبِكَ

لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ (١٩٤) بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ

এ কুরআন সারা বিশ্বের প্রতিপালকের অবতারিত; এটিকে বিশ্বস্ত ফেরেস্তা (জিব্রাঈল) নিয়ে এসেছে আপনার অন্তরে যেন আপনি সতর্ককারীদের অর্ন্তভুক্ত হন-পরিষ্কার আরবি ভাষায় (সুরা আশ-শুআরা, ২৬ : ১৯২-১৯৫)।

কুরআনের আয়াতগুলো এ ব্যাপারে স্পষ্ট যে, পবিত্র কুরআন জিব্রাইলের মাধ্যমে নাজিল হয়েছে। যিনি বিশ্বাসী আত্মা। কিন্তু ওহি নাজিলের (সুরা আশ শুরা, ৪২ : ৫১) আরো দুটো পদ্ধতি আছে। এ দুটো পদ্ধতিও নবি সা.-এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। এটি স্পষ্টভাবে বুঝাচ্ছে যে, নবি সা.-এর কাছে যে ওহি আসতো, তা শুধু কুরআনের মাধ্যমেই আসতো না; অন্য ধরনের ওহিও ছিলো। এ ওহিগুলোকেই বলা হচ্ছে 'অপঠিত ওহি'।

এই ষোলটি আয়াত 'অ-আবৃত্তিকৃত ওহি'কে শুধু নিশ্চিতই করে না; বরং এটির নির্ভরযোগ্যতা ও প্রামাণিকতাকেও নির্দেশিত করে। কুরআনের সমস্ত আয়াতকে এর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যাবে না। 'অ-আবৃত্তিকৃত ওহি'র কিছু গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে। আরো অগ্রসর হবার পূর্বে আলোচ্য বিষয়গুলো স্মরণ করে, কুরআনের আলোকে তাঁর একটি সারাংশ এভাবে দাঁড় করানো যেতে পারে :

ক. অন্যান্য নবিদের মত নবি সা.-এর কাজ শুধু কিতাবের বাণী পৌঁছে দেয়া নয়। কিতাবটির জ্ঞান লোকদেরকে শিখিয়ে দিয়ে তাঁদেরকে বাস্তবিকভাবে পরিশুদ্ধ করে তোলাও তাঁর দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

খ. আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করার মতোই নবি সা.-এর আনুগত্য করতে হবে; কারণ আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের বিষয়টি কুরআনে সবসময়েই নবি সা.-এর আনুগত্যের সঙ্গে সম্পর্কিত করে বর্ণনা করা হয়েছে।

গ. রসুলের সা. আনুগত্যই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য। নবি সা.-এর আনুগত্য ব্যতীত আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যকে বাস্তবে রূপ দেয়া যাবে না।

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

ঘ. মুসলমানরা শুধু নবি সা.-এর আনুগত্য করতেই বাধ্য নয়; বরং তাঁরা নবি সা.-কে অনুসরণ করতেও বাধ্য।

ঙ. মহানবি সা. রসুল হিসেবে যা বলেন বা করেন; তা আল্লাহ তায়ালার ওহির দ্বারা নির্দেশিত ও প্রমাণিত।

চ. যে ওহি কুরআনে আছে, সেটিকে বলা হয় পঠিত বা আবৃত্তিকৃত ওহি এবং মাঝে মাঝে কুরআনের অতিরিক্ত বিবৃতি হিসেবে নবি সা. কর্তৃক বিবৃত হয় সেটিকেই বলা হয়েছে 'অ-আবৃতিকৃত ওহি'।

একজন প্রশাসক থেকে একজন নবির আনুগত্যের স্বাতন্ত্র্য

কুরআনের বক্তব্যের সাথে সুন্নাহ্র বক্তব্যকে সমান্তরাল গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে। মাঝে মাঝে এটি বলা হয় যে, কুরআনে নবি সা.-এর আনুগত্যকে শাসক বা রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে দেখতে হবে, নবুওতি দায়িত্ব হিসেবে নয়। এই বক্তব্যটি ঠিক নয়। যেহেতু নবি সা. একজন প্রশাসক ছিলেন, সেজন্য শাসক হিসেবেও নবি সা.-এর আনুগত্য করতে হবে এবং অনুসরণ করতে হবে। কিন্তু তাঁর বিদায়ের পর তাঁর ব্যক্তিগত কার্যাবলিকে অনুসরণ না করলেও চলে। (তবে যাঁরা নবি সা.-এর প্রতি অধিক ভালোবাসা রাখেন, তাঁরা নবি সা.-এর বৈষয়িক বিষয়ও ভালোবাসার সাথে অনুসরণ করেন - অনুবাদক)। শাসকের দায়িত্বে নিযুক্ত ব্যক্তিকে অবশ্যই নবি সা.-এর আনুগত্য করতে হবে। এটি একটি বিভ্রান্তি যে, নবি সা.-কে শুধু শাসক হিসেবে অনুসরণ করতে হবে; বরং শাসক ও নবি - উভয় ক্ষেত্রেই রসুল সা.-কে অনুসরণ করতে হবে। এই সম্পর্কে ভুল-ধারণা ভাঙ্গার জন্যে নিম্নোক্ত যুক্তিসমূহ স্মরণযোগ্য :

ক. যখনই কুরআনে নবি সা.-এর আনুগত্যের কথা বলা হয়েছে, তখনই সেটিকে নবি হিসেবে আনুগত্যকেই বুঝানো হয়েছে। শাসক বা ব্যক্তি মুহাম্মদ সা.-এর আনুগত্যের কথা সেখানে বলা হয় নি। এটি স্পষ্ট যে, নবি সা.-কে তাঁর নবুয়তের কারণে এবং তিনি রসুল হবার কারণেই তাঁকে অবশ্য মান্য করতে হবে।

যখন আমরা কাউকে বলি, তোমার পিতাকে মান্য কর; এর অর্থ এই যে, পিতা হবার কারণে তাঁকে মান্য করা। শিক্ষককে মান্য করার মূল কারণই হলো তিনি শিক্ষক। নবি সা. প্রেরিতত্ত্ব বা নবুয়ত প্রাপ্তির কারণেই মান্য হয়েছেন।

খ. এ সম্পর্কে একটি বিভ্রান্তির জবাব কুরআনে বর্ণিত হয়েছে :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

হে ইমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য কর ও তার রসুলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যে যারা উপরস্থ বা কর্তৃত্বশীল, তাদেরও (সুরা নিসা, ৪ : ৫৯)।

এখানে রসুল সা.-এর আনুগত্যকে শাসকের আনুগত্য থেকে স্বতন্ত্রভাবে দেখা হয়েছে। রসুল এবং প্রশাসক উভয়ের আনুগত্য স্ব স্ব ক্ষেত্রের প্রাসঙ্গিকতায় সম্পন্ন হবে।

তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো এই যে, রসুল সা.-এর ক্ষেত্রে শাসক এবং নবি - উভয় ক্ষেত্রকে সমন্বিত করে বিবেচনা করা হয়েছে। নবি সা. নবি ছিলেন যেমন সত্য; তিনি শাসক ছিলেন, এটিও সমানভাবে সত্য। কুরআনের যদি এমন ইচ্ছা থাকত, যে শুধু জীবিতকালেই নবি সা.-কে অনুসরণ করতে হবে, তাহলে কুরআনে বর্ণিত থাকত মুহাম্মদ সা.-কে অনুসরণ কর। কিন্তু কুরআন এভাবে না বলে বরং নবি হিসেবে ও শাসক হিসেবে নবি সা.-এর দায়িত্বকে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করেছে। একটির সঙ্গে অন্যটির সাংঘর্ষিক ও সংশয়মূলক অবস্থাকে কুরআন স্পষ্টভাবে নিষেধ করেছে।

এই আয়াত অনুযায়ী আরেকটি বিষয় লক্ষ করতে হবে। আয়াতটিতে 'রসুল' কে একবচন হিসেবে; কিন্তু উপরস্থ বা কর্তৃপক্ষীয়দের ক্ষেত্রে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। এটি এজন্য যে, নবি সা. ই সর্বশেষ নবি এবং তাঁর পর অন্য কোন নবি আসবেন না। সেজন্য নবি সা.-এর আনুগত্যকে শুধু তাঁর জন্যেই সর্বদা নিবদ্ধ রাখতে হবে। ভবিষ্যতে নবি সা.-এর আনুগত্যের ক্ষেত্রে কাউকে অংশীদার করা যাবে না। তিনিই কিয়ামত পর্যন্ত একক আনুগত্য পাবার দাবিদার। অন্যপক্ষে, শাসকবর্গ সংখ্যায় হবে অনেক এবং তাঁরা একের পর এক আসতে থাকবে। এই আনুগত্য শুধু তখনকার সাম্প্রতিক সময়ের জন্যে নয়; পরবর্তী অনাগত সময়ের জন্যেও এই আনুগত্যকে বহমান রাখতে হবে।

গ. এটি ইতিপূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, রসুল সা.-এর প্রতি আনুগত্য আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত 'অপঠিত ওহি'র মাধ্যমে প্রমাণযোগ্যতা লাভ করেছে। সেজন্যই নবি সা.-এর আনুগত্য করাকে আল্লাহ তায়ালা নিজের আনুগত্য হিসেবেই গণ্য করেছেন। অন্যপক্ষে, কোনো শাসক বা রাষ্ট্রপ্রধান-কেহ-ই কোনো প্রকার ওহি'র দাবি করতে পারে না।

এটি এজন্য যে, একজন শাসক তার বিষয়ের উপর কর্তৃত্বশীলতা প্রকাশ করতে পারে; কিন্তু তিনি শরিয়তের বিধান দিতে পারেন না। তার আদেশ প্রশাসনিক আদেশ, যা নাগরিকরা মেনে চলবে। কুরআন ও সুন্নাহ্‌র কোনো নীতিকে তিনি

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

অগ্রাহ্য করতে পারেন না। শরিয়তের আইনের মতো তাঁর দেয়া আইন নির্ভরযোগ্য গ্রহণযোগ্যতা পাবে না। কারণ সেটি ওহি বা প্রত্যাদেশের ভিত্তিতে নয়। শাসক সেখানেই তার বিচক্ষণতা খাটাতে পারেন; যে বিধান সম্পর্কে কুরআন-সুন্নাহ্ স্পষ্টভাবে কিছু নির্দেশ দেয় নি।

নবি সা.-এর বিষয়টি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। নবি সা. রসুল হিসেবে আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে পঠিত (কুরআন) ও অপঠিত (হাদিস)-উভয় ওহি'ই লাভ করেছেন। সেজন্য তাঁর নির্দেশনা শুধু ব্যক্তি হিসেবে নয়; বরং নবি ও ব্যক্তি - উভয় হিসেবেই মান্য করতে হবে। তা ওহি'র ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত অথবা ওহি দ্বারা নিশ্চিতভাবে সমর্থিত যাই হোক না কেন। উভয় বিষয়ে এখন আমার ব্যাখ্যা আমি উপস্থাপন করছি।

'অপঠিত ও পঠিত'-উভয় ওহিই প্রকৃত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এভাবে এটি শরিয়তের বিধানকে গঠন করে।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে আদেশের উৎস ওহি নয়। তা নবি সা.-এর নিজস্ব বিশ্লেষণের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু পরবর্তী নির্দেশনা দ্বারা কুরআন কর্তৃক তা নিশ্চিত করা হয়েছে। এই নিশ্চিতকরণও দুই রকম। কখনো এটি স্পষ্টভাবে ঘটে, যেখানে নবি সা.-এর সিদ্ধান্ত ওহি'র মাধ্যমে প্রযোজ্যতা পায়। মাঝে মাঝে এটি ঘটনার মাধ্যমে নিশ্চিতি পায়। আল্লাহ যদি নবি সা.-এর কোনো কার্যে দ্বিমত পোষণ না করে কোনো আয়াত নাজিল না করেন, তবেই তা নিশ্চিত হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা পায়।

কারণটি খুব স্পষ্ট। আল্লাহ তায়ালার নবি হলেন আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা বর্ণনাকারী এবং তিনি আল্লাহ তায়ালার স্বর্গীয় তত্ত্বাবধানে সবসময় থাকেন। নবি যা বলেন বা করেন, তা যদি সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির অর্ন্তভুক্ত না হয়, তবে আল্লাহ তায়ালা সে বিষয়ে নবি সা.-কে সতর্ক করে দেন। কুরআনে কিছু আয়াত এমন আছে, যেগুলোর মধ্যে নবি সা.-এর কাজ ও ইচ্ছার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা অসম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। সেজন্য বলা যায়, নবি সা.-এর সকল কার্যই আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক পরীক্ষিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

এই কারণে অবশ্যই বলা যায়, নবি সা. যদি কোনো কাজ করে থাকেন অথবা কোনো কাজের ব্যাপারে কোনো নির্দেশনা দিয়ে থাকেন এবং সে ব্যাপারে পঠিত বা অপঠিত কোনো ওহি-ই নাজিল না হয়ে থাকে, তাহলে বলতে হবে তা সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। তা যদি সত্য ও সঠিক না হয়ে থাকে, তাহলে সেই ভুল সংশোধনের জন্যে অবশ্যই কোনো আয়াত নাজিল হতো; সে ব্যাপারে আল্লাহ অবশ্যই নীরব থাকতেন না। যেহেতু কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংশোধনের জন্যে বাণী কুরআনে এসেছে।

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

এজন্য বলা যায়, একজন নবি হিসেবে তিনি যা করেন বা বলেন, এবং তা যদি প্রত্যাদেশের (ওহি) বহির্ভূত না হয়ে থাকে, তবে তা আল্লাহ অবশ্যই গ্রহণ করেন। নবি সা.-এর বলা কথা বা কাজের বিপরীতে যদি কোনো ওহি নাযিল না হয়, তাহলে ধরে নিতে হবে নবি সা.-এর সেই কথা বা কাজ আল্লাহ কর্তৃক নিশ্চিতভাবে গৃহীত হয়েছে।

সেজন্য এটিই সঠিক বক্তব্য যে, নবি সা.-এর সকল আদেশ ও কর্ম ওহির ভিত্তিতে নির্দেশিত বা ওহি দ্বারা অন্তর্নিহিতভাবে স্পষ্ট ব্যাখ্যাকৃত।

অন্য কোনো শাসকের আদেশ নবি সা.-এর আদেশের থেকে অগ্রগামী নয়; যেহেতু নবি সা.-এর আদেশ ওহি দ্বারা সমর্থিত। সেজন্যই কুরআন অন্যান্য শাসকদের চেয়ে নবিদের আনুগত্য করাকে স্বতন্ত্র ও শ্রেষ্ঠ হিসেবে বিবেচনা করে থাকে।

এই তিনটি প্রেক্ষাপট থেকে এটি স্পষ্ট হয় যে, নবিদের আনুগত্য করার সাথে শাসকদের আনুগত্যকে এক করে ফেলার ভুল ধারণা করার কোনো সুযোগ নেই। নবি সা.-এর আনুগত্য এজন্য করতে হবে যে, তিনি আল্লাহ তায়ালার নবি এবং তাঁর আদেশ ও কর্ম–আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টিরই প্রতিনিধিত্ব করে। এজন্য সুন্নাহ্ হলো নবি সা.-এর কাজ ও কথা - যেগুলোকে মান্য করা সকল মুসলমানের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

দ্বিতীয় অধ্যায়

নবি সা.-এর ক্ষমতার সীমা

নবি সা.-এর সুন্নাহ্‌র নির্ভরযোগ্যতা ও প্রামাণিকতার ব্যাখ্যার জন্য পূর্বোক্ত অধ্যায়গুলোতে যুক্তিযুক্ত কারণ দর্শানো হয়েছে। ইসলামি আইনের উৎস হিসেবে সুন্নাহ্ যে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান-তা এখানে দেখানো হয়েছে। কুরআন শুধু নবি সা.-এর আনুগত্যের ব্যাপারে নিয়ম বা বিধিই উল্লেখ করেনি; বরং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইসলামি বিধানকে কিভাবে বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে তা - নবি সা.-এর মাধ্যমে দেখিয়ে দিয়েছে। কুরআন কীভাবে জীবনের সর্বক্ষেত্রে নবি সা.-কে অনুসরণের কথা বলে, সে ব্যাপারে দৃষ্টান্ত দিয়ে, এ অধ্যায়ে আলোকপাত করা হবে।

নবি সা. কর্তৃক আইনের বিধান দেয়ার এখতিয়ার

কুরআনের কতিপয় আয়াত নবি সা. কে আইন প্রণেতা বা আইনজ্ঞ হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। সেগুলো থেকে নিম্নে কিছু উল্লিখিত হলো :

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ (১৫৬) الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

আমার অনুগ্রহ সকল বস্তুকে পরিবেষ্টন করে আছে। অতএব, সেই অনুগ্রহ তো তাদের জন্য অবশ্যই লিখবো, যারা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে এবং যাকাত প্রদান করে এবং যারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

ইমান আনয়ন করে। যারা অনুসরণ করে এমন রসুলের সা. যিনি উম্মি, যার উল্লেখকে তারা লিখিত পায় নিজেদের নিকটে থাকা তাওরাত ও ইঞ্জিলে, তিনি তোমাদেরকে সৎ কাজের আদেশ করেন এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধ করেন আর পবিত্র বস্তুগুলোকে তাঁদের জন্য হালাল করেন এবং অপবিত্র বস্তুগুলোকে তাদের জন্য হারাম করে দেন, এবং তাদের উপর যে গুরুভার ও বেড়ি ছিলো, তা তাঁদের থেকে বিদূরিত করেন। অতএব, যারা এই নবির প্রতি ইমান আনয়ন করে ও তাঁর সহযোগিতা করে এবং সেই নূর (কুরআন) এর অনুসরণ করে, যা প্রেরিত হয়েছে তার সাথে–এইরূপ লোকই পূর্ণ সফলকাম (সুরা আ'রাফ, ৭ : ১৫৬-১৫৭)।

উপর্যুক্ত আয়াতে এ সত্যকেই বিশেষায়িত করে যে, মহানবি সা.-এর একটি কাজ হলো, 'তিনি পবিত্র বস্তুগুলোকে তাঁদের জন্য বৈধ করেন এবং অপবিত্র বস্তুগুলোকে তাঁদের জন্যে নিষেধ করে দেন। এই কাজটিকে সৎকাজের আদেশ' দান ও অসৎ কাজে নিষেধ করা থেকে স্বতন্ত্রভাবে বিবেচনা করা হয়েছে। কারণ, অসৎ কাজে নিষেধ করার ব্যাপারটি এজন্যই যে, তা অসৎ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। অন্যপক্ষে, সৎ কাজে আদেশ করার বিষয়টি কাজের অনুমোদন বা নিষেধ করা নিয়ে নতুন আইনকে প্রণোদিত করে। এখানে ধর্মের ব্যাপারে নতুন আইনের নির্দেশনা দানের প্রসঙ্গটি পবিত্র কুরআন থেকে বরং নবি সা.-এর প্রদেয় আইনের উপরই নির্ভর করছে। সেজন্য, আইনি আদেশ দান ও নিষেধকরণের বিষয়টি শুধু কুরআনের ঘোষণার উপরই নির্ভর করে না; কারণ আইন তৈরির বিষয়টি আইনের ব্যাপারে ঘোষণা দেয়া থেকে স্বতন্ত্র প্রসঙ্গ।

তাছাড়া, প্রতিষ্ঠিত বিধানের ঘোষণা নিম্নোক্ত বাক্যে দেয়া হয়েছে : "তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ দাও ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ কর।" পরবর্তী বাক্যের বিষয়টি নতুন আইন সৃষ্টি করা প্রসঙ্গে।

আয়াতটি নবি সা. কে গভীরভাবে বিশ্বাস করার উপরও জোর দিচ্ছে। বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতটি হলো এই যে, কোনো কিছুকে বৈধ বা অবৈধ ঘোষণা করাসহ নবি সা.-এর সমস্ত কাজের উপর বিশ্বাস স্থাপন করার কথাই এখানে বুঝানো হয়েছে।

এ আয়াতটি অধিকন্তু যে আলো (নূর অর্থাৎ কুরআন) নবি সা.-এর কাছে এসেছে, তার নির্দেশনা মানতে প্রণোদিত করে। এখানেও কুরআনের বক্তব্য এবং অপঠিত ওহি'র ভাষ্যকে নবি সা.-এর আদেশ ও কার্যের সম্পূরক বিবেচনা করা হয়েছে।

এখানে এ বিষয়টিই স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, নবি সা. তাঁর অপঠিত ওহি'র মাধ্যমে নতুনতর আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা রাখেন।

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করো যারা আল্লাহ তায়ালা ও পরকালে বিশ্বাস করে না; আল্লাহ ও তার নবি যেগুলোকে নিষেধ করেছেন, সেগুলোকে অনুসরণ করো না (সুরা তাওবা, ৯ : ২৯)।

আয়াতগুলো এটিই নির্দেশ করছে যে, আল্লাহ ও রসুল সা. যা নিষেধ করেছেন, তা থেকে দূরে থাকা জরুরি। আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছাকে অনুসরণ করে মহানবিও সা. এই বিধির চর্চা করেন। আল্লাহ তায়ালার ক্ষমতা এবং নবি সা.-এর এখতিয়ারের অবশ্যই পার্থক্য রয়েছে। আল্লাহ তায়ালার ক্ষমতা স্বাধীন, অর্ন্তনিহিত এবং স্ব-অস্তিত্বধারী। অন্যদিকে নবি সা.-এর ক্ষমতা আল্লাহ তায়ালার ওহি-র উপর নির্ভরশীল। এটিও চরম সত্য যে, নবি সা.-এর নিজস্ব ক্ষমতা রয়েছে এবং বিশ্বাসীদের উচিত আল্লাহ তায়ালার প্রতি তাঁদের নিজেদেরকে সমর্পণ করা।

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ
مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

কোনো ইমানদার পুরুষ ও কোনো ইমানদার নারীর পক্ষে সম্ভব নয় যে, যখন আল্লাহ ও তার রসুল কোনো কাজের নির্দেশ প্রদান করেন, তখন সেই কাজ তাদের ইচ্ছানুযায়ী করার অধিকার তাদের থাকে না (সুরা আহযাব, ৩৩ : ৩৬)।

এখানে আল্লাহ এবং রসুল সা. - উভয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিশ্বাসীদের জন্য অবশ্য মান্য কাজ সাব্যস্ত করা হয়েছে।

এটি উল্লেখ করা উত্তম যে, আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর নবি সা.-কে বুঝাতে 'এবং' শব্দটির ব্যবহার যুগপৎ সংযোজক ও বিয়োজক হিসেবে গণ্য। আল্লাহ ও তাঁর রসুল সা.– উভয়ের বক্তব্যের অন্তর্নিহিত ভাবকে গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করতে হবে।

সেজন্য 'এবং' সংযুক্ত করার বিষয়টি সংযোজক ও বিয়োজক উভয় অর্থে ব্যবহৃত হবে। এর অর্থ এই যে, যখন আল্লাহ বা নবি সা. অথবা উভয়ে অথবা দু'জনের একজন কোনো সিদ্ধান্ত দেন বিশ্বাসীরা তা মানতে বাধ্য। এজন্য এটি স্পষ্ট যে, নবি সা.-এর যৌক্তিক ক্ষমতা আছে, সমষ্টিগত ও ব্যক্তিক – উভয় সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষেত্রে – বিশ্বাসীরা যে সিদ্ধান্ত মানতে অবশ্য বাধ্য।

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

> নবি যা বলেন, তা তোমরা করো, এবং যা থেকে তিনি নিষেধ করেন, তা তোমরা বর্জন করো (সুরা হাশর, ৫৯ : ৭)।

যদিও এই আয়াতটি যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বন্টনের ব্যাপার নিয়ে নাযিলকৃত; তবুও কুরআনের এটিও সর্বজনমান্য ব্যাখ্যা যে, অন্যান্য সাধারণ নীতি-নির্ধারণের ক্ষেত্রেও এই মূলনীতিকে গ্রহণ করা যাবে।

এটি ইসলামের একটি মূলনীতি যে, নবি সা. যা করতে বলবেন, তা করা এবং যা করতে নিষেধ করবেন, তা না করা - বিশ্বাসীদের অবশ্যই মেনে চলতে হবে। এভাবে কুরআন নবি সা.-এর আদেশ মানা, নবি সা. কর্তৃক আইনি-বিধান তৈরি করা এবং রসুল সা.-এর নিষেধাজ্ঞাকে বর্জন করার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে।

নবি সা.-এর প্রিয় সাহাবি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ রা. একজন নারীর উদ্দেশ্য যে একটি প্রাজ্ঞ উত্তর দিয়েছেন, সেই বিষয়টি এখানে উল্লেখ্য। আসাদ গোত্রের একজন নারী এসে আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ রা. কে বললেন : আমি জানতে পেরেছি যে, আপনি কিছু বিষয় বর্জন করে চলছেন। আমি আল্লাহ তায়ালার সমস্ত কিতাব পাঠে এ সমস্ত নিষেধাজ্ঞা পাই নি। আবদুল্লাহ বিন মাসুদ উত্তর করলেন: তুমি কিতাব পড়ে থাকলে, তা অবশ্যই পেতে। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

> নবি যা বলেন, তা তোমরা করো; এবং যা থেকে তিনি নিষেধ করেন, তা তোমরা বর্জন করো (সুরা হাশর, ৫৯ : ৭)।

www.muslimdmcom

এই আয়াতের মাধ্যমে আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ রা. বুঝালেন যে, এ আয়াতটি এমন ব্যাখ্যাসাধ্য যে, এতে নবি সা.-এর আদেশ ও নিষেধের বিধান রয়েছে। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে :

> فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

> কেউ ইমানদের হতে পারবে না, যে পর্যন্ত না তাদের মধ্যে যেসব ঝগড়া-বিবাদ সংঘটিত হয়, তার মীমাংসা আপনার দ্বারা করিয়ে নেয়; অতঃপর আপনার এই মীমাংসায় তারা নিজেদের অন্তরে কোনোরূপ সংকীর্ণতা বোধ না করে এবং পুরোপুরি মেনে নেয় (সুরা নিসা, ৪ : ৬৫)।

এ আয়াতদৃষ্টে নবি সা.-এর আইন দেয়ার ক্ষমতার ব্যাপারে তাঁর বিচারপূর্বক রায় দেয়ার বিষয়টি আপাতভাবে মনে হতে পারে। কিন্তু আয়াতটির গভীরতর অর্থ

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

অনুধাবন করলে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয় যে, নবি সা.-এর এ ক্ষমতা একজন বিচারকের চেয়ে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। একজন বিচারকের অবশ্যই তার বিচার করার অধিকার আছে এবং বিচার-প্রার্থীও বিচারকের রায় মেনে নিতে পারে; কিন্তু এ বিচারকে মেনে নেয়া তার মুসলমান হবার শর্ত নয়। কেউ যদি বিচার মেনে না নেয়, এটি তার খারাপ আচরণ হিসেবে গণ্য হবে, একটি বড় অপরাধ বটে এটি; সেজন্য সে শাস্তিও পেতে পারে; তবে এ অপরাধের জন্যে সে ইসলামের সীমানার বাইরে চলে গেছে, এটি বলা যাবে না। সে অবিশ্বাসী হিসেবে গণ্য হবে না।

অন্য পক্ষে, আয়াতটি স্পষ্টভাবে বলছে যে, যদি কোনো ব্যক্তি নবি সা.-এর রায়কে মেনে না নেয়; তবে সে তাঁর ইমান হারাবে। এ তীব্র বক্তব্যটি এটিই স্পষ্ট করে যে, নবি সা.-এর রায় প্রদান অন্যান্য সাধারণ বিচারকের রায় প্রদানের মতো নয়। নবি সা.-এর বিচারকে না মানার অর্থ অবিশ্বাসী হিসেবে গণ্য হওয়া। সাধারণ বিচারকের রায় থেকে নবি সা. কর্তৃক প্রণীত আইন প্রত্যাদেশের ভিত্তিতে এবং তা পঠিত বা অপঠিত ওহি-র প্রেক্ষাপটে নির্মিত এবং আল্লাহ কর্তৃক অনুমোদিত। তাই বিশ্বনবি সা.-এর রায়কে অগ্রাহ্য করার অর্থ স্বর্গীয় আদেশকেই লঙ্ঘন করা এবং যে তা লঙ্ঘন করে, ইসলামের গণ্ডি থেকে সে নিজেকে দূরে সরিয়ে নেয়।

তাই এই আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত হচ্ছে যে, নবি সা. শুধু বিচারকই নন; বরং আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা আল্লাহ রসুল সা.-কে দিয়েছেন।

وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (৪৭) وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ (৪৮) وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ (৪৯) أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (৫০) إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (৫১) وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

তারা (মুনাফিকরা) দাবি করে যে; তারা আল্লাহ ও রসুল সা.-এর প্রতি ইমান এনেছে এবং তাদের অনুগত হয়েছে; আবার এরপর তাদের মধ্যকার একদল আদেশ অমান্য করে। আসলে এরা একবারেই ইমান

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

> রাখে না। আর যখন তাদেরকে আল্লাহ ও তার রসুলের দিকে এজন্য ডাকা হয় যে, রসুল তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবেন; তখন তাদের মধ্যকার একদল বিমুখ হয়ে যায়। যদি তাদের প্রাপ্য হয়, তবে তারা একান্ত অনুগত হয়ে তার (নবি) দরবারে চলে আসে। তাদের অন্তরে কি কোনো ব্যাধি রয়েছে : নাকি তারা (নবুয়্যাত সম্পর্কে) সন্দেহের মধ্যে রয়েছে; না-কি তারা এই আশঙ্কা করে যে, আল্লাহ ও তার রসুল তাদের প্রতি অবিচার করবেন। বরং এরাই অবিচারপ্রবণ লোক। মুসলমানদের কথা তো এটাই যে, যখন তাদেরকে আল্লাহ ও তার রসুলের দিকে আহ্বান করা হয়, তাদের মীমাংসার জন্যে, তখন তারা বলে দেয়, আমরা শুনলাম এবং আদেশ মেনে নিলাম এবং এরূপ লোকরাই সফলকাম হবে (সুরা নূর, ২৪ : ৪৭-৫২)।

এই আয়াতগুলোও প্রমাণ করে যে, মুসলমান হতে হলে নবি সা.-এর রায় এর প্রতি নিজেকে সমর্পণ করতে হবে। যারা তা করে না, কুরআন অনুযায়ী এটি প্রমাণিত হয় যে, তাদেরকে অবিশ্বাসী হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। আল্লাহ এবং রসুল সা.-এর উপর বিশ্বাসী হবার মূল উপকরণ এটিই যে, নবি সা.-এর বিচার ও ক্ষমতাকাঠামোকে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে হবে। নবি সা.-এর মতকে তাকে পরিপূর্ণভাবে মেনে নিতে হবে এবং রসুল সা. কৃত আইন তাকে বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ করতে হবে।

www.muslimdmcom

কুরআন ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে নবি সা.-এর অধিকার

দ্বিতীয় ধরনের ক্ষমতা যা নবি সা.-কে দেয়া হয়েছে, সেটি হলো, পবিত্র কুরআনকে ভাষান্তরিত ও ব্যাখ্যা করার অধিকার। কুরআন বিশ্লেষণের ব্যাপারে নবি সা. হলেন চূড়ান্ত অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তি। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে :

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

> আপনার প্রতি এ কুরআন নাজিল করেছি; যেন আপনি সেই সমস্ত বিষয় মানুষের নিকট প্রকাশ করে দেন, যা তাদের জন্য পাঠানো হয়েছে এবং যেন তারা ভেবে দেখে (সুরা নাহল, ১৬ : ৪৪)।

এটি সন্দেহমুক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত বক্তব্য যে, নবি সা.-এর প্রধান কাজ হলো কুরআন বর্ণনা করা এবং নবি সা.-এর কাছে আগত ওহি-কে বিশ্লেষণ করা। এটিও ঠিক যে, মক্কার আরবদেরকে বিশ্বনবি সা. সরাসরি কুরআন বর্ণনা করেছেন। তাদের মাতৃভাষা আরবিতে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছিল। তারা অশিক্ষিত হলেও তাদের ভাষা

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

ও সাহিত্যের উপর তাদের অধিকার ছিল। আরবি সাহিত্যের সমৃদ্ধির প্রমাণ রয়েছে তাদের চমৎকার কবিতাবলিতে, তাদের অলঙ্কৃত বক্তব্য এবং অনন্যসাধারণ সংলাপসমূহে। কুরআনের বক্তব্য তাদেরকে বুঝিয়ে না বললেও হতো। তারা কুরআনের বক্তব্যকে ভালোভাবেই বুঝতো।

এটি স্পষ্ট হওয়া দরকার যে, কুরআনের আক্ষরিক অর্থের চেয়ে নবি সা. কর্তৃক শেখানো ভাষ্যে অধিকতর গভীরতম অর্থগত অনিবার্যতা ছিল। নবি সা. কুরআনের সেই ব্যাখ্যাই দিয়েছেন, যা আল্লাহ তায়ালা চেয়েছেন এবং রসুল সা. তা খুঁটিনাটিভাবে তাদেরকে হৃদয়ঙ্গম করিয়েছেন। এ ব্যাপক ব্যাখ্যা নবি সা. আল্লাহ তায়ালা হতে প্রাপ্ত 'অপঠিত ওহি'র (যে ওহি কুরআনের মত নামাজে পাঠ করা হয় না অর্থাৎ যা অপঠিত ওহি অর্থাৎ হাদিস) মাধ্যমেই লাভ করেছেন। এ প্রসঙ্গে কুরআনে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে :

ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ

> অতঃপর এটি (কুরআন) বর্ণনা করিয়ে দেয়া আমার দায়িত্ব (সুরা কিয়ামা, ৭৫ : ১৯)।

এ আয়াতটি এই বিষয়ের ক্ষেত্রে স্ব-ব্যাখ্যাত। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা নবি সা.-কে নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে, তিনি স্বয়ং রসুল সা.-কে কুরআন ব্যাখ্যা করে দেবেন। তাই নবি সা. কুরআনের যে ব্যাখ্যা দেন, সেটি আল্লাহ তায়ালার দেয়া ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করেই তিনি দেন। নবি সা. যেহেতু কুরআনের চূড়ান্ত ব্যাখ্যাদাতা, সেজন্য রসুল সা. কর্তৃক এর ব্যাখ্যা কুরআনের সর্ববিষয় নিয়ে বিবৃত হয়। রসুল সা.-এর ব্যাখ্যাই এ ব্যাপারে সর্বশেষ ব্যাখ্যা।

নবি সা. কৃত কুরআনের ব্যাখ্যা

বিশেষ অর্থগত গভীরতাকে স্পষ্ট করার প্রয়োজনে আমি কুরআনের কতিপয় বিষয়ের বাস্তব দৃষ্টান্ত দেব, যেগুলো স্বয়ং নবি সা. দিয়েছেন। এই উদাহরণসমূহ নবি সা.-এর সুন্নাহ্‌কে অনুসরণ না করলে যে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে, তাও স্পষ্ট করে দেয়।

ক. সালাত (নামাজ) আল্লাহ তায়ালার ইবাদতের অবিতর্কিত মাধ্যম ইমানের পর ইসলামের প্রথম স্তম্ভ হিসেবে বিবেচিত। পবিত্র কুরআন ৭৩ বারের অধিক বার নামাজ পড়ার জন্য আমাদেরকে আদেশ করেছে। এত সংখ্যক আয়াতে নামাজের জন্য সরাসরি নির্দেশ দেয়া হলেও; কীভাবে নামাজ আদায় করতে হবে, সে ব্যাপারে কুরআন কিছু বলেনি।

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

নামাজের কিছু উপকরণ, যেমন : রুকু, সেজদা, দাঁড়ানো প্রভৃতির কথা অবশ্য কুরআন বলেছে। কিন্তু নামাজ পড়ার পরিপূর্ণ পদ্ধতিটি কুরআন বাতলে দেয়নি। আমরা শুধু নবি সা.-এর সুন্নাহ্‌র মাধ্যমেই নামাজ আদায় করার কায়দাকানুন শিখেছি। সুন্নাহ্‌কে যদি গুরুত্ব দেয়া না হয়, তবে নামাজ পড়ার পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা অজ্ঞ থেকে যাই। শুধু তাই নয়, সুন্নাহ্ ব্যতীত কারো পক্ষেই শুধু কুরআন অনুসরণ করে পরিপূর্ণভাবে নামাজ আদায় করা সম্ভব হবে না।

এটি তাৎপর্যপূর্ণ যে, কুরআন ৭৩ বার এর অধিক নামাজের কথা বললেও; এটি কিন্তু কিভাবে আদায় করতে হবে তা বলে নি। এটির পেছনে নিশ্চয়ই জ্ঞানগত কারণ আছে। সচেতনভাবে মানুষ যাতে নবি সা.-এর সুন্নাহ্‌র উপর নির্ভর করে সেজন্যই কুরআন নামাজ পড়ার নিয়ম প্রকাশ করে নি।

কুরআন নামাজের ব্যাপারে শুধু মৌলিক নীতিমালা দিয়েছে। খুঁটিনাটি বর্ণনা নবি সা.-এর ব্যাখ্যার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

খ. অধিকন্তু কুরআনে উল্লিখিত হয়েছে যে, নামাজ পড়া নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সম্পর্কিত। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

অবশ্যই নামাজ বিশ্বাসীদের জন্যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পড়া বাধ্যতামূলক (সূরা নিসা, ৪ : ১০৩)।

এ আয়াত থেকে এটি স্পষ্ট হয় যে, নামাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পড়তে হবে। কিন্তু সে সময় কখন থেকে কখন পর্যন্ত তা কুরআনে উল্লিখিত হয় নি। এমন কি পাঁচ ওয়াক্ত বাধ্যতামূলক নামাজের সংখ্যার কথাও কুরআনে বলা হয় নি। আমরা শুধু নবি সা.-এর সুন্নাহ্‌র মাধ্যমে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সংখ্যা এবং নির্দিষ্ট সময়ের কথা জানতে পেরেছি।

গ. প্রতিটি নামাজ কত রাকাতের হবে তাও আমরা নবি সা.-এর সুন্নাহ্‌র মাধ্যমেই জেনেছি। ফজর নামাজ ২ রাকাত, জোহর, আছর এবং এশা ৪ রাকাত। এটি কুরআনের কোথাও বলা হয় নি; নবি সা.-এর সুন্নাহ্‌র মধ্যেই এ বিষয়গুলো উল্লিখিত হয়েছে।

নবি সা.-এর সুন্নাহ্‌কে যদি বিশ্বাস করা না হয়; তবে ইসলামের প্রথম স্তম্ভ নামাজের খুঁটিনাটি জানা আমাদের পক্ষে সম্ভব হতো না। বাস্তবে নামাজ আদায় করাও সম্ভবপর হতো না।

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

ঘ. যাকাতের ব্যাপারেও একই কথা, যা ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ হিসেবে চিহ্নিত। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনে নামাজের সঙ্গে যাকাতের কথাও উল্লিখিত হয়েছে। যাকাত দেয়ার নির্দেশের কথা কুরআন শরীফে ৩০বারেরও অধিক বলা আছে। কিন্তু কার উপর যাকাত ফরজ? কত টাকা হারে বা কিভাবে যাকাত দিতে হবে? কী পরিমাণ সম্পদ থাকলে তার যাকাত দিতে হবে? কোন সম্পদের যাকাত দিতে হবে না? এ সবগুলো প্রশ্নই উত্তরহীন থেকে যাবে, যদি না নবি সা.-এর সুন্নাহ্‌কে গুরুত্ব দেয়া হয়। হযরত মুহাম্মদ সা. ই যাকাতের ক্ষেত্রে খুঁটিনাটিভাবে সব কিছু বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করেছেন।

ঙ. রমজানের রোযা হলো ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ। রোযা সম্পর্কেও কুরআনে শুধু মৌলিক নীতিমালাই পাওয়া যায়। অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ খুঁটিনাটি নবি করিম সা.-এর উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে; যা তিনি তাঁর কাজ ও বক্তব্য-বাণীর মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেছেন। রোযা রাখলে খাওয়া, পানকরা ও যৌনসহবাস ব্যতিরেকে আর কি কি বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে বা কোন কোন বিষয়ের অনুমোদন আছে? কোন শর্তে একজন রোযাদার দিনে তাঁর রোযা ভাঙতে পারে? রোযা রাখাকালে কি ধরনের-চিকিৎসা গ্রহণ করা যেতে পারে? এসমস্তসহ আরো অন্যান্য বিষয়ের খুঁটিনাটি প্রসঙ্গ নবি সা.-এর কথা ও কাজের মধ্যে উল্লিখিত আছে।

চ. ওজু করার ব্যাপারে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে :

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

যদি তোমরা অপবিত্র থাকো; তোমরা সঠিকভাবে পবিত্রতা অর্জন করো (সুরা মায়েদা, ৫ : ৬)।

কুরআনে এটিও বলা হয়েছে যে,

অপবিত্র অবস্থায় নামাজ আদায় করা যাবে না (সুরা নিসা, ৪ : ৪৩)।

কিন্তু অপবিত্রতার সংজ্ঞা কুরআনে দেয়া হয় নি এবং কিভাবে একজন পূর্ণ পবিত্রতা অর্জন করবে, সে ব্যাপারেও কুরআনে কিছু উল্লেখ নেই। নবি সা. তাঁর সুন্নাহ্‌র মধ্যে এসমস্ত প্রশ্নের ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং এ বিষয়ের খুঁটিনাটি হুকুম নির্ধারণ করেছেন।

ছ. ইসলামের চতুর্থ স্তম্ভ হজ্জ সম্পর্কে কুরআনের নির্দেশ নিম্নোক্ত বাণীতে উল্লিখিত :

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

এবং আল্লাহ তায়ালার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে মুসলমানদের উপর হজ্ব বাধ্যতামূলক করা হয়েছে; যাদের সেখানে যাবার সামর্থ্য আছে (সুরা আলে ইমরান, ৩ : ৯৭)।

জীবনে কতবার হজ্ব করা বাধ্যতামূলক একথা এখানে বলা হয় নি। নবি সা. বলেছেন, জীবনে একবার হজ্ব পালন করলেই কোনো ব্যক্তি হজের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত হবে।

জ. কুরআন বলছে :

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহ তায়ালার পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও (সুরা তাওবা, ৯ : ৩৪)।

এখানে স্বর্ণ ও রৌপ্য বা সম্পদের পুঞ্জীভূতকরণকে নিষিদ্ধ এবং খরচ করাকে উৎসাহিত করা হয়েছে। কিন্তু ঐ দুটো বস্তুর একটিরও কী পরিমাণে যাকাত দিতে হবে সে ব্যাপারে কিছু বলা হয় নি। একজন লোক কতটুকু সম্পদ রাখতে পারবে এবং কতটুকুর যাকাত দেয়া বাধ্যতামূলক? উভয় বিষয়েরই ব্যাখ্যা নবি সা.-এর বিশ্লেষণের উপর নির্ভরশীল এবং এ ব্যাপারে তিনি সম্প্রসারিত বিধি-বিধান প্রদান করেছেন।

ঝ. স্বজনদের মধ্যে যে নারীদেরকে বিয়ে করা যাবেনা এবং কুরআন একই সাথে দুই বোনকে বিয়ে করার ব্যাপারে যে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে সে সম্পর্কে কুরআনের ভাষ্য :

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ

তোমাদের জন্য দুই ভগ্নিকে একত্রে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে (সুরা নিসা, ৪ : ২৩)।

এ আয়াতের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে নবি সা. বলেছেন, শুধু দুই ভগ্নিকে বিয়ে করার ব্যাপারেই নিষেধাজ্ঞাটি সীমাবদ্ধ নয়। পিতৃ ও মাতৃসংক্রান্ত চাচি ও খালা এবং ভাই ঝি ও বোন ঝি - এদেরকে বিয়ে করার ব্যাপারেও নিষেধাজ্ঞা এ আয়াতে বর্ণিত আছে।

ঞ. কুরআন ঘোষণা করছে :

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ

আজ তোমাদের জন্য সমস্ত ভালো জিনিসকে বৈধ করা হলো (সুরা মায়েদা, ৫ : ৫)।

এখানে 'ভালো জিনিস' বলতে কি বুঝায় তার ব্যাখ্যা দেয়া হয় নি। যে সমস্ত খাবার হালাল ও যেগুলো হারাম সেগুলোর ব্যাপারে নির্দেশনা নবি সা. আমাদেরকে দান করেছেন। যদি নবি সা. এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা দান না করতেন; তাহলে মানুষ নিজের মতো করে 'ভালো জিনিস' এর ব্যাখ্যা প্রদান করতো। তখন ওহি'র প্রত্যাদেশ অনুযায়ী ভালো ও মন্দের ব্যাপারে পার্থক্যের বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হতে পারতো না। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতো। যে নিজের মতো করে ভালো ও মন্দের ব্যাখ্যা দিতে থাকলে; ওহি ও নবি-রসুলের বক্তব্য সঠিক গুরুত্ব পেতো না। আল্লাহ তায়ালার কিতাব এবং নবি সা.-এর হাদিসের মাধ্যমে এই ভালো-মন্দের বিষয়টি স্পষ্টভাবে নির্ধারিত হয়েছে।

এ ব্যাপারে আরো অনেক দৃষ্টান্ত দেয়া যেতো। কিন্তু উপরে বর্ণিত দৃষ্টান্তসমূহ, যা নবি সা. দিয়েছেন; সেগুলো-ই যথেষ্ট, যেখানে ইসলামি বিধানের অপরিহার্যতাকে কুরআনের পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

কুরআনের কি ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে?

একটি প্রসঙ্গ উত্থাপিত হচ্ছে যে, কুরআনের বিষয়বস্তুর কি ব্যাখ্যার দরকার আছে? কুরআনের কিছু কিছু জায়গায় কুরআন দাবি করেছে যে, এ বাণী স্বয়ং ব্যাখ্যাত এবং এর অর্থ বুঝা কঠিন নয়, বরং সহজ। সেজন্য কোনো বাহ্যিক ব্যাখ্যার দরকার হওয়া উচিত নয়। তবুও কেন নবি সা.-এর দেয়া ব্যাখ্যার উপর এত জোর দেয়া হচ্ছে?

স্বয়ং কুরআনের মধ্যে এ প্রশ্নের উত্তর রয়েছে। কুরআনের পরস্পর সম্পর্কিত আয়াতসমূহের সমন্বিত পাঠের মাধ্যমে এটি স্পষ্ট হয় যে, পবিত্র কুরআন মূলত দুটো প্রধান বিষয় নিয়ে কাজ করে। একটি হলো সরল বাস্তবতার সাধারণ বর্ণনা; এটি অতীত নবিদের ঐতিহাসিক ঘটনা বিবৃত করে এবং তাদের জাতিসমূহেরও বর্ণনা দেয়। মানবজাতির জন্যে আল্লাহ তায়ালার মহাদানের কথা, স্বর্গ ও পৃথিবী সৃষ্টির কথা, স্বর্গীয় শক্তি ও জ্ঞানের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কিত প্রসঙ্গ, জান্নাতের সুখ এবং জাহান্নামের শাস্তি এগুলোসহ সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে এ সমস্ত আয়াতের মধ্যে বর্ণনা উপস্থাপিত হয়েছে। অন্য যে প্রসঙ্গটি নিয়ে কুরআন আলোকপাত করে সেটি হলো শরিয়তের বিভিন্ন বিষয় : যেমন ইসলামি আইনের বিভিন্ন পদ্ধতি, বিভিন্ন

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রসঙ্গাবলি, কিছু নির্দিষ্ট হুকুম ও বিধানের জ্ঞান এবং অন্যান্য একাডেমিক বিষয়াবলি।

কুরআনে জিকির (পাঠ বা উপদেশ) হিসেবে যেটিকে বুঝানো হয়েছে, তার অর্থ থেকে একজন অশিক্ষিত মানুষও কারো সাহায্য ছাড়া উপকার লাভ করতে পারে। এ ব্যাপারে কুরআনের ভাষ্য :

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ

কুরআন আমি সহজ করে দিয়েছি উপদেশ (জিকির) গ্রহণের জন্যে; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি? (সুরা ক্বামার, ৫৪ : ২২)

'জিকির' (পাঠ গ্রহণ করা) শব্দের মাধ্যমে কুরআন যে সহজভাবে বুঝা যায়, সেকথা বুঝানো হয়েছে। আয়াতটির মূল প্রতিপাদ্য হলো কুরআন থেকে আসলেই কিছু শিক্ষা গ্রহণ করার মানসিকতা তৈরি হওয়া। সেজন্যই কুরআন সহজভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। কুরআনের আয়াতে এটি নির্দেশিত হচ্ছে যে, নবি সা. কর্তৃক কুরআনকে 'শিক্ষা' দিতে হবে এবং 'ব্যাখ্যা' দিতে হবে। যাতে তা স্পষ্টভাবে লোকদের কাছে পৌঁছে। যে সমস্ত আয়াতের ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে, সে ব্যাপারে কুরআন ঘোষণা করেছে :

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ

এই সকল দৃষ্টান্ত আমি মানুষের জন্য দেই; কিন্তু কেবল জ্ঞানী ব্যক্তিরাই এটি বুঝে (সুরা আনকাবূত, ২৯ : ৪৩)।

এভাবে বুঝা যায়, কুরআন সহজ এটি যেমন সত্য; আবার কুরআন হৃদয়ঙ্গম করার জন্যে এবং কুরআনের আইনি ও বাস্তবসম্মত বিষয়াবলিকে স্পষ্টায়িত করার নিমিত্তে যে একজন নবির অবশ্যই প্রয়োজন রয়েছে, তাও এখানে বলা হচ্ছে।

নবি সা.-এর ক্ষমতার সময়সীমা

নবি সা.-এর ক্ষমতা ও অপরিহার্যতার ব্যাপারে আমরা দুটো বিষয় উল্লেখ করেছি। একটি হলো : কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যার মাধ্যমে নবি সা. যে নতুন আইনি বিধান দিতে পারেন, সে বিষয়ে এবং অন্যটি হলো : কুরআনের হুকুমকে ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও সম্প্রসারিত করার ব্যাপারে নবি সা.-এর ক্ষমতা ও অপরিহার্যতা।

প্রসঙ্গান্তরে যাবার পূর্বে, নবি সা.-এর ক্ষমতার অন্য একটি বিষয় অনুধাবন করা জরুরি।

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

কেউ যদি নবি সা.-এর আইনি ও বিধান দানের ক্ষমতা শুধু নবি সা.-এর জীবনসীমার মধ্যে সীমিত রাখার কথা ভাবেন, তাহলে তারা বিরাট ভুলের মধ্যে নিপতিত আছেন। নবি সা.-এর সাহাবিগণ তাঁর সরাসরি নিয়ন্ত্রণ ও পর্যবেক্ষণের মধ্যে ছিলেন। সেজন্য, তখন নবি সা.-এর অপরিহার্যতা শুধু তাঁদের জন্যে ছিলো।

নবি সা.-এর ক্ষমতা ও অপরিহার্যতা শুধু তাঁর জীবন-পরিসরের মধ্যে, না-কি কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্যে এ দুটো বিষয়ে বিভিন্ন প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়।

ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে, নবি সা. কোনো পার্থিব শাসকের মতো নন; তিনি যেহেতু নবি; সে কারণে তাঁর নবুওতি ক্ষমতায় তিনি সাধারণ প্রশাসকের চেয়ে অধিক ক্ষমতা রাখেন। সেজন্য, নবি সা.-এর ক্ষমতা যেহেতু 'শাসন কর্তৃপক্ষ' এর মতো নয়; নবি হিসেবে যেহেতু তাঁর অবস্থান, তাই; নবি হিসেবে তাঁর সময় অতিবাহিত হয়ে যাবার পর পরবর্তী সময়েও তাঁর অপরিহার্যতা বিরাজমান থাকবে।

নবি সা. নির্দিষ্ট জাতি এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নবি ছিলেন কিনা, সে প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। তিনি মানবজাতির উদ্দেশ্যে সর্বসময়ের জন্য নবি হিসেবে এসেছেন–এটি কুরআনে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। কুরআনে ঘোষণা করছে :

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

আপনি বলুন! হে মানবজাতি, আমি তোমাদের সকলের জন্যে নবি হিসেবে প্রেরিত হয়েছি (সুরা আ'রাফ, ৭ : ১৫৮)।

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا

আমি তো তোমাকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি (সুরা সাবা, ৩৪ : ২৮)।

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

আমি তো তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমত রূপেই প্রেরণ করেছি (সুরা আম্বিয়া, ২১ : ১০৭)।

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا

কত মহান তিনি যিনি তার বান্দার প্রতি ফোরকান (কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন; যাতে সে বিশ্বজগতের জন্যে সতর্ককারী হতে পারে (সুরা ফুরকান, ২৫ : ১)।

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا

তোমাকে (নবিকে) মানুষদের জন্য রসুলরূপে প্রেরণ করেছি; সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট (সুরা নিসা, ৪ : ৭৯)।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

হে মানব! রসুল তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে সত্য এনেছেন; সুতরাং তোমরা ইমান আন; এটি তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে। এবং তোমরা অস্বীকার করলেও আসমান ও যমিনে যা আছে, সব আল্লাহ তায়ালারই এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় (সুরা নিসা, ৪ : ১৭০)।

প্রথম পাঁচটি আয়াতের ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। এতে এটিই স্পষ্ট হয়েছে যে, নবি সা.-কে আল্লাহ তায়ালা সমগ্র মানবজাতির জন্যে প্রেরণ করেছেন এবং তিনি নির্দিষ্ট কোনো লোকের জন্যে প্রেরিত হন নি। নবি সা.-এর নবুওয়াত সময় ও স্থানের দ্বারা সীমিত নয়।

পঞ্চম আয়াতটি সমস্ত মানবজাতিকে সম্বোধন করে উচ্চারিত এবং তাদের সকলের উদ্দেশ্যে নবি সা.-কে আল্লাহ তায়ালার রসুল হিসেবে বিশ্বাস করার আহবান জানানো হয়েছে। কারো বলা উচিত নয় যে, নবি সা. শুধু তাঁর জীবদ্দশার জন্যই নবি হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। এ আয়াত অনুযায়ী সকল মানুষকে সকল কালের জন্য হযরত মুহাম্মদ সা.-এর নবুওয়াতকে বিশ্বাস করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে এটিও উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবি সা. হলেন সর্বশেষ নবি এবং তাঁর পরে কোনো নবি আসবেন না। কুরআনের বাণী :

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

হযরত মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহ তায়ালার রসুল এবং সর্বশেষ নবি। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ (সুরা আহযাব, ৩৩ : ৪০)।

এ আয়াতটি এটিই স্পষ্ট করে যে, নবি সা. নবুওয়তের ধারার সর্বশেষ রসুল। পূর্ববর্তী নবিগণ শুধু একটি নির্দিষ্ট জাতি এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে অবতীর্ণ হতেন।

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

কিন্তু হযরত মুহাম্মদ সা.-এর পরে আর কোনো নবি আসবেন না। সে জন্য, নবি সা.-এর নবুওয়াত সকল জাতি ও সকল সময়ের জন্য সম্প্রসারিত ও নির্ধারিত। এই সম্পর্কে বুখারি শরীফে (অধ্যায় : ৫০; হাদিস : ৩৪৫৫) নবি সা. বলেন :

كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبيا، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون.

ইস্রাইল জাতি নবুওয়াতের ব্যাপারে অগ্রগামী ছিল। একজন নবি অতিক্রান্ত হলে অন্য নতুন নবি আসতেন। কিন্তু আমার পরে কোনো নবি নেই। কিন্তু আমার উত্তরাধিকারীগণ সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি হবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, রসুল প্রেরণ ছাড়া তিনি কোনো জাতিকে শাস্তি প্রদান করেন না। নবি সা.-এর পরে আর যেহেতু কোনো নবি নেই; সেজন্য নবি সা.-এর নবুওয়াত কিয়ামত পর্যন্ত জারি থাকবে।

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহের ভাষ্য থেকে সন্দেহমুক্তভাবে একথাটি বলা যায় যে, নবি সা.-কে সকল জাতি ও সবসময়ের জন্যে নবি হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে।

এই বিষয়ে আরো কিছু বিষয় বিবেচনা গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথম অধ্যায়ে অনেক যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণ করা হয়েছে যে, আল্লাহ কোনো নবি ব্যতীত কোনো স্বর্গীয় কিতাব নাযিল করেন নি। আল্লাহ তায়ালা এও স্পষ্ট করেছেন যে, নবিগণ প্রেরিত হয়েছেন আসমানি কিতাব শিক্ষা দেয়া ও ব্যাখ্যা করার জন্যে। আমরা এটাও প্রমাণ করেছি যে, নবি সা.-এর সুন্নাহ্র সাহায্য ব্যতীত এমনকি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ কিভাবে সঠিকভাবে পড়া যাবে তাও আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব হতো না।

নবি সা. ধর্ম সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা শুধু তৎকালীন আরবদের জন্যই প্রযোজ্য ছিলো না। আমাদের তুলনায় তখনকার আরববাসীরা আরবি ভাষা সম্পর্কে অনেক সতর্ক ছিলো। তারা কুরআনের শৈলীর সঙ্গে অধিক পরিচিত ছিলো। তারা কুরআন নাজিল হবার সময় বর্তমান ছিলো এবং কুরআন নাজিলের বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক বিষয় সম্পর্কে তাদের ব্যক্তিগতভাবে অনেককিছু জানা ছিলো। তারা নবি সা.-এর মুখ থেকে কুরআনের বাণী শুনেছে। এবং একটি গ্রন্থকে সঠিকভাবে বুঝার ক্ষেত্রে তারা খুব সতর্ক ছিলো। এখনো রসুল সা. কর্তৃক দেয়া ব্যাখ্যার তারা মুখাপেক্ষী।

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

সাধারণ প্রত্যক্ষণের একজন মানুষ, আধুনিক সময়ে যার বাস, কেমন করে ভাবতে পারে যে, নবি সা. কৃত ব্যাখ্যার এখন প্রয়োজন নেই? তারা আরবি ভাষাতে খুব অভিজ্ঞ ছিলো, কুরআনের শৈলী সম্পর্কে তাদের গভীর জ্ঞান ছিলো এবং কুরআন নাজিলের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে, তাদের ব্যক্তিগতভাবে অনেক কিছু জানা ছিলো যা আমাদের জানা নেই। তাদেরই যেহেতু কুরআন ব্যাখ্যার জন্যে নবি সা.-এর নির্দেশনার প্রয়োজন ছিলো; সেজন্য এ ব্যাপারে তাঁর নির্দেশনা তো আমাদের জন্যে আরো বেশি প্রয়োজন।

কুরআনের যেমন কোনো সময়সীমা নেই, কুরআন যেমন পরবর্তী সব প্রজন্ম ও পরবর্তী সমস্ত সময়ের জন্যে নির্ধারিত; তেমনি নবি সা.ও সমস্ত অনাগত মানুষ ও সময়ের জন্যে নবি হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। নবি সা.-এর আনুগত্যের কথা বলতে গিয়ে কুরআন শুধু মক্কা ও মদিনার অধিবাসীদেরকেই সম্বোধন করে নি। এটি সমস্ত বিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যেই বলা হয়েছে। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা আল্লাহ্ ও তার রসুলের অনুসরণ করো (সুরা নিসা, ৪ : ৫৯)।

আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য ও রসুলের সা. আনুগত্য সম্পর্কে কুরআনে যেহেতু একইসাথে বিশেষ জোর দিয়ে বলা হয়েছে; সেজন্য এ দুটো বিষয়কে আলাদা করার কোনো প্রশ্নই আসে না। আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য যেহেতু সকল সময়ের জন্যে; সেজন্যে নবি সা.-এর আনুগত্যও সর্বসময়ের জন্যেই। কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে নয়। আল্লাহ ও তাঁর রসুলের সা. আনুগত্যের ব্যাপারে একজনকে বাদ দিয়ে অন্যজনকে অনুসরণের বিষয়ে কুরআন নিম্নোক্তভাবে সতর্ক করে দিয়েছে:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (150) أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا

যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে ও তার রসুলদিগকেও এবং আল্লাহ ও রসুলের মধ্যে ইমানের ব্যাপারে তারতম্য করতে চায়; এবং বলে আমরা কতককে বিশ্বাস করি ও কতককে অবিশ্বাস করি; আর তারা মধ্যবর্তী কোনো পথ অবলম্বন করতে চায়; এরাই প্রকৃত কাফির এবং কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি (সুরা নিসা, ৪ : ১৫০-১৫১)।

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

সেজন্য নবি সা.-এর ক্ষমতা ও অপরিহার্যতার উপর নিজেকে সমর্পণ করা তাঁর নবুওয়াতকে বিশ্বাস করার অপরিহার্য উপাদান। যা তাঁর কাছ থেকে কখনোই আলাদা করা যাবে না। নবি সা.-এর নবুওতি ক্ষমতা ও অপরিহার্যতাকে ইসলামের প্রাথমিক যুগে বিশ্বাস করা ও পরবর্তী সময়ে তাঁকে অস্বীকার করা-ইসলামি জ্ঞান ও যুক্তির কোনো বিষয়ই কখনো সমর্থন করতে পারে না।

দুনিয়াবি বিষয়ে নবি সা.-এর অপরিহার্যতা

কোনো কোনো পাশ্চাত্য পণ্ডিত নবি সা.-এর অপরিহার্যতাকে সর্বসময়ের মানুষের জন্য মেনে নিলেও; নবি সা.-এর ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে তারা শুধু ইবাদত ও মতবাদকেন্দ্রিকতার সাথে সম্পর্কিত করে থাকেন। তাদের মতে নবির কাজ শুধু তাঁর অনুসারীদের ধর্মীয় মতবাদ শিক্ষা দেয়া এবং আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করার মধ্যে সীমাবদ্ধ। পার্থিব বিষয়াদির ব্যাপারে নবি সা.-এর কর্তৃত্বের গুরুত্ব তারা মেনে নেয় না। পার্থিব কার্যক্রম বলতে তারা সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক বিষয়কে বুঝিয়ে থাকে। এগুলোর উপযোগিতা নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সম্পর্কিত বলে এগুলোকে তারা নবুওতি ক্ষমতা থেকে দূরে ভাবে। এ সমস্ত বিষয়ে নবি সা. কিছু নির্দেশনা দিলেও; এগুলোকে তারা রসুল সা.-এর ব্যক্তিগত মতামত হিসেবে ধরে নিয়ে নবি হিসেবে পার্থিব বিধান দেয়ার ব্যাপারে তারা নেতিবাচক ধারণা পোষণ করেন। তাই এগুলোকে মুসলিম উম্মার নির্দেশনা হিসেবে তারা গুরুত্ব দেয় না।

এ বিষয়টিকে প্রমাণ করার জন্যে হাদিস থেকে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি উল্লেখ করা হয়। নবি সা. তাঁর সাহাবিদের বলেছেন :

أنتم أعلم بأمور دنياكم

তোমরা তোমাদের পার্থিব বিষয় সম্পর্কে অধিক জানো।

এ বিষয়টি উল্লেখ করার পূর্বে এ সম্পর্কিত পরিপ্রেক্ষিতটি বিবেচনায় আনা জরুরি।

সত্যিকার অর্থে উপর্যুক্ত হাদিসটিকে ইসলামি বিধিমালার ব্যাপারে একটি ভুল ধারণার উপর স্থাপন করা হয়েছে। সেই ভুল ধারণাটি হচ্ছে, ইসলামকে অন্যান্য ধর্মের মতো শুধু কিছু প্রথাচার ও মতবাদের মধ্যে সীমিত রাখার প্রচেষ্টা। মানবজীবনের দৈনন্দিনতার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। শুধু কিছু প্রথাচার ও মতবাদ মেনে নিয়ে অন্যান্য বিষয়ে স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের ব্যাপারে গুরুত্ব না দিলে চলে বলে তারা মনে করে। সেজন্য তাদের এই সিদ্ধান্ত ইসলামকে শুধু কিছু ধর্মমতবাদ ও প্রথা অনুশাসনের সঙ্গেই সম্পর্কিত করে থাকে।

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

এটি একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, ইসলাম অন্যান্য ধর্মের মতো নয়। শুধু মতবাদী সিদ্ধান্ত ও প্রথাচার নয়; বরং জীবনের সামগ্রিক ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে ইসলাম সহাবস্থান করতে সমর্থ।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা জীবনের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা নয় শুধু; ধর্মভিত্তিক বিষয়াবলি নিয়েও যোগ্যতার সাথে কাজ করে থাকে। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ

> হে মুমিনগণ! রসুল যখন তোমাদিগকে এমন কিছুর দিকে আহবান করে যা তোমাদেরকে প্রাণবন্ত করে, তখন আল্লাহ ও রসুলের আহবানে সাড়া দিবে (সুরা আন'ফাল, ৮ : ২৪)।

এর অর্থ এই যে, আল্লাহ এবং তাঁর রসুল সা. মানুষদেরকে জীবনের দিকে ডাকেন। এটি কিভাবে কল্পনা করা যায় যে, আল্লাহ ও রসুলের সা. আইন ব্যতীত জীবন সম্ভব হয়? যাদের কুরআন সম্পর্কে জ্ঞান আছে তাঁরা এটি কিছুতেই স্বীকার করবে না যে, কুরআনের শিক্ষা শুধু ইবাদত ও প্রথাচারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কুরআনে ব্যবসা-বাণিজ্য, বেচাকেনার ধার, বন্ধক, অংশীদারি কারবার, ফৌজদারি দণ্ডবিধি, উত্তরাধিকার আইন, বৈবাহিক সম্পর্ক, রাজনৈতিক বিষয়াদি, যুদ্ধের কারণে সমস্যা, এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অন্যান্য বিষয়াবলি নিয়ে বিশেষভাবে নির্দেশনা রয়েছে। ইসলাম যদি শুধু ধর্ম-মতবাদ ও প্রথাচারের ধর্মই হতো, তাহলে কুরআনে উপর্যুক্ত পার্থিব বিষয়াবলি নিয়ে ইসলামি আইনের এত প্রসঙ্গ থাকত না।

নবি সা.-এর সুন্নাহ্‌র মধ্যেও অর্থনীতি, সমাজ, রাজনীতি ও আইনি সমস্যা নিয়ে বিশদ আলোচনা রয়েছে বলেই হাদিস নিয়ে বহু খণ্ডের বই রচিত হয়েছে। এটি কিভাবে সম্ভব হতে পারে যে, কুরআনে এ সমস্ত বিষয় না থাকলে হাদিস বিচারব্যবস্থা ও জীবনের সামগ্রিকতা নিয়ে এত আলোকপাত করতে পারে? কুরআন ও হাদিসের বিধি-নিষেধাবলি এমন চূড়ান্ত, অনুজ্ঞাসূচক, আদেশমূলক, কর্তৃত্বব্যঞ্জক যেএগুলোকে আইনি বিধি ছাড়া শুধু ব্যক্তিগত উপদেশ হিসেবে গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

আমরা কুরআনের অনেক সংখ্যক আয়াত উদ্ধৃত করেছি, যেখানে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের সা. আনুগত্য যাতে বিশ্বাসীরা করে, সে ব্যাপারে বিশেষভাবে বলা হয়েছে।

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

এই বাধ্যবাধকতা ও আনুগত্য শুধু নির্দিষ্ট কোনো ক্ষেত্রের জন্যে নয়। এটি একটি সর্বতোমুখী আনুগত্য, বিশ্বাসীরা জীবনের সর্বক্ষেত্রে যেটির অনুসরণ করবে।

কুরআন ও সুন্নাহ্ জীবনের সর্বক্ষেত্রের ব্যাপারে কিছু মৌলনীতি প্রদান করেছে। সমসাময়িক যুগ-প্রয়োজনের ভিত্তিতে ইসলামি বিধিকে বিশ্লেষণের সূক্ষ্ম উপাদান কুরআন ও হাদিসে রয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, কুরআন ও সুন্নাহ্ অমানবিকতা, ইতিহাসের অস্থিরতা ও যৌক্তিক মতবাদের নামে আত্মঘাতী এবং অসৎ প্ররোচনামূলক কর্মকাণ্ডকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য দাঁড়াবে না। অবশ্যই দাঁড়াবে।

খেজুর গাছকে ফলবান করার ঘটনা

আমি একটি হাদিস উল্লেখ করছি, যেটি বিভ্রান্তিকর কিছু বুঝাতে প্রায়ই উদ্ধৃত করা হয়। মদিনার আরববাসীরা তাদের তালগাছগুলোকে পরাগায়ন করতে চেষ্টা করত, যাতে সেগুলো বেশি ফল দেয়। এই ব্যাপারটিকে 'তাবির' বলা হতো; যে বিষয়টিকে ই. ডব্লিউ লেন নিম্নোক্তভাবে বিশ্লেষণ করেন :

> 'সে একটি পুরুষ খেজুরগাছের শুক্রাণু দ্বারা একটি স্ত্রী তালগাছকে উর্বর করেছিলো, যা ছিলো বিচূর্ণিত এবং স্ত্রী-খেজুর ভ্রুণ দ্বারা ছিটানোকৃত। একটি নারী তালগাছের জরায়ুতে পুরুষ-তালগাছের পুষ্পদণ্ড স্থাপন করে স্ত্রী-তালগাছের ভ্রুণের পরাগ ঝাঁকুনি দেয়ার মাধ্যমে এটি করা হয়েছিল'*।

সহিহ মুসলিম (কিতাবুল ফাজাইল ২পৃ. ২৬৪) শরীফের ২য় খণ্ডে ইমাম মুসলিম কর্তৃক এ সম্পর্কিত একটি হাদিস স্মর্তব্য :

> হযরত তালহা বলেছেন; 'আমি কিছু লোকসমাগম থেকে আসলাম, যেখানে নবি সা.ও ছিলেন এবং সেখানে তাঁরা কয়েকজন খেজুরগাছের উপরে ছিলো। নবি সা. জিজ্ঞেস করলেন : 'তাঁরা কি করছে?' কিছু লোক বলল: তাঁরা গাছটিকে পরাগায়ন করছে। তাঁরা স্ত্রীগাছের মধ্যে পুরুষ গাছ প্রতিস্থাপন করছে এবং এভাবে গাছটি পরাগায়ন হবে। নবি সা. বললেন : 'আমি মনে করি না এটিতে কোনো কাজ হবে।' যারা গাছটিকে পরাগায়ন করছিলো, তাঁরা নবি সা.-এর বক্তব্য সম্পর্কে জেনেছিলো। তাই তাঁরা সে অস্ত্রোপচার বন্ধ করলো। তাঁরা যে

* Lane, E.W. Arabic. English exicon.

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

অস্ত্রোপচার বন্ধ করলো, তা নবি সা. জানতে পারলেন। এ ব্যাপারে নবি সা. বললেন : এটি যদি তাঁদের জন্য প্রয়োজনীয় বোধ হয়, তাহলে তাঁরা তা করতে পারে; কারণ আমি শুধু এ ব্যাপারে আন্দাজ করেছিলাম। তাই আমার অনুমানে অনুরক্ত হয়ো না। কিন্তু যখন আমি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে কিছু বলি, তখন তা তোমরা দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করবে; কারণ আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে বললে আমি কখনো ভুল বলবো না** ।

হযরত আনাস রা. বলেছেন, এ সম্পর্কে নবি সা. আরো বলেছেন :

أنتم أعلم بأمور دنياكم

তোমরা তোমাদের পার্থিব বিষয় সম্পর্কে অধিক জানো।

এই হাদিসটির মর্মার্থ হলোঃ নবি সা. গাছকে পরাগায়ন করার ব্যাপারে চূড়ান্ত কোনো নিষেধাজ্ঞা জারি করেন নি। এটি বৈধ না অবৈধ - এ বিষয়ে কোনো প্রশ্ন নেই। নবি সা. এ সম্পর্কে যা বলেছেন, তা কোনো নির্দেশও ছিলো না, বা আইনি ও ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞাও ছিলো না; অথবা এটি ছিলো না কোনো নৈতিক বাধাদান। এটি এমনকি কোনো তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণও ছিলো না। এটি শুধু একটি তৎক্ষণাৎ দেখা ও সাধারণ মন্তব্য ছিলো। এটিকে আইনি বা ধর্মীয় কোনো পর্যবেক্ষণ হিসেবে দেখা ঠিক হবে না। সেজন্য নবি সা. এ ঘটনাটিকে লোকজনের কাছে পৌছে দেয়ার জন্য বলেন নি। অন্য লোকজনদের মাধ্যমে নবি সা.-এর মন্তব্য সম্পর্কে জনগণ জানতে পেরেছিলো।

যদিও এই মন্তব্যটি আদেশসূচক ছিলো না; তবুও আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহপ্রাপ্ত সাহাবিগণ নবি সা.-এর প্রতি অধিক ভালোবাসার কারণে এটিও তারা মনে প্রাণে মেনেছে, যেহেতু তাঁরা নবি সা.-এর সবকিছুই অনুসরণ করত। আইনি অথবা ধর্মীয় বিধানের ভিত্তিতে যদিও এটি ছিলো না; তবুও সাহাবিগণ তা মন থেকে মেনে নিয়েছে। তাই তাঁরা গাছের উপর অস্ত্রোপচার করা বাদ দিয়ে দিলো। যখন নবি সা. জানতে পারলেন যে, তাঁর মন্তব্যের কারণে তাঁরা তা করা বন্ধ করে দিয়েছে; তখন তিনি কোনো ভুল-বুঝাবুঝির ব্যাপারকে এড়িয়ে চলার জন্যে তাঁদেরকে বললেন।

এই স্পষ্টীকরণের সারমর্ম এই যে, নবি সা.-এর কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকে মান্য করা মুসলমানদের জন্যে বাধ্যতামূলক; কারণ সে বক্তব্য নবি হিসেবে তিনি সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে বলেন। নবি সা.-এর ব্যক্তিগত অনুমানের উপর

** সহিত মুসলিম, খণ্ড : ২, পৃ. ২৬৪, কিতাবুল ফাজায়েল।

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

নির্ভরশীল হয়ে বলা কথা, যা তিনি চূড়ান্তভাবে বলেন নি; সেটিকে সঠিকভাবে সম্মান জানাতে হবে; কিন্তু এটিকে শরিয়তের অংশ হিসেবে গণ্য করা ঠিক হবে না।

পার্থিব জীবনের কিছু কিছু অংশ যেগুলোকে জনগণ তাদের প্রয়োজন ও উপযোগিতা অনুযায়ী জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা খাটিয়ে কাজে লাগাতে পারে, সেটি তাঁরা নৈতিকভাবে করতে পারে। এটি উষর ভূমিকে পরাগায়ন করার জন্যে কি ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হবে? কিভাবে চারাগাছগুলো স্বাস্থ্যকর হবে? আত্মরক্ষার জন্যে কি ধরনের সরঞ্জাম ব্যবহার করতে হবে? কি ধরনের ঘোড়া চড়ার জন্য বেশি উপযোগী? কিছু নির্দিষ্ট রোগের জন্য কি ধরনের ঔষধ ব্যবহার করতে হবে? এ ধরনের প্রশ্নোত্তরগুলোর ব্যাপারে শরিয়ত কোনো সুনির্দিষ্ট উত্তর দেয় নি। এ সমস্ত বিষয় ও এ ধরনের অন্যান্য বিষয়ের ব্যাপারে মানুষের কৌতূহল ও প্রচেষ্টার উপর সেগুলোর সমাধান ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

জায়েজ ক্ষেত্রের ব্যাপারে নবি সা. এজন্য বলেছেন : 'তোমরা তোমাদের দুনিয়াবি ব্যাপারে ভালোই জানো'। কিন্তু কুরআন ও হাদিস যে ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট নিয়ম ও ইতিবাচক নির্দেশনা বাতলে দিয়েছে, সে ব্যাপারে এগুলো কার্যকর হবে না। সেজন্যই খেজুরগাছ সংক্রান্ত ব্যাপারে বলতে গিয়ে নবি সা. বলেছেন, যখন আমি তোমাদেরকে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে কিছু বলি, তা তোমরা দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করো।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হই যে, নবি সা.-এর সুন্নাহ্ ইসলামি আইনের দ্বিতীয় উৎস। নবি সা. হিসেবে তিনি যা বলেছেন, তা পালন করা উম্মতের জন্য বাধ্যতামূলক। আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে নবি সা. যে ওহি লাভ করেছেন, তাঁর ভিত্তিতে সুন্নাহ্ প্রতিষ্ঠিত। কুরআনের আয়াতের ভিত্তিতে যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেগুলোকে তো বাদ দেয়া যাবে না; অধিকন্তু সেগুলোর অধিকার ও কর্তৃত্বকে ছাটাই করা যাবে না।

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

তৃতীয় অধ্যায়

সুন্নাহ্র প্রামাণিকতা : ঐতিহাসিক দিক

সুন্নাহ্র অনন্যসাধারণ যুক্তি ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণে কেউ কেউ সুন্নাহ্র ঐতিহাসিক প্রমাণিকতার ব্যাপারে সন্দেহপরায়ণ হতে চায়।

তাদের মতে সুন্নাহ্র উপযোগিতা যেহেতু অনাগত সময়ের জন্য প্রযোজ্য; সুন্নাহ্র সংরক্ষণের ব্যাপারে বিশ্বাসযোগ্য পদ্ধতি গৃহীত হয় নি। কুরআন বাদে একটি বইও নেই যেখানে নির্ভরযোগ্য সব হাদিস আছে। এমন অনেক হাদিস আছে যেগুলো একটির সাথে আরেকটি সাংঘর্ষিক। এবং সেই কিতাবগুলো হিজরি তৃতীয় শতকে সংকলিত হয়েছিল। যেজন্য হিজরি প্রথম তিন শতাব্দীর প্রতিবেদনগুলোর উপর তাঁরা বিশ্বাস রাখতে পারছে না।

এই বক্তব্যগুলো কতিপয় ভুল বক্তব্য ও ভুল ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই অধ্যায়ে আমরা ইন্শাআল্লাহ দেখাব যে, হিজরি তৃতীয় শতকে হাদিস সংকলিত হয়েছে-এই দাবিটিই ভুল। সুন্নাহ্র ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ নিয়ে বিবেচনার পূর্বে এর যৌক্তিক পরিপ্রেক্ষিত আমাদের পর্যবেক্ষণ করা দরকার।

মহানবি সা.-এর সুন্নাহ্ অনাগত কাল পর্যন্ত মুসলমানদের দ্বারা গৃহীত হওয়া বাধ্যতামূলক; কিন্তু যে সমস্ত হাদিস অনির্ভরযোগ্য সেগুলোকে মান্য করার ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা নেই। যৌক্তিকভাবে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, নবি সা.-এর আনুগত্য করা আল্লাহ আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক করেছেন। আল্লাহ আমাদেরকে এমন কিছু করতে নির্দেশ দেন না; যা করার সাধ্য আমাদের নেই। কুরআন ঘোষণা করছে :

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

> আল্লাহ কাউকে তাঁর সাধ্যের বাইরের কাজ চাপিয়ে দেন না (সুরা বাকারা, ২ : ২৮৬)।

যার অস্তিত্ব নেই এবং যে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় না-এমন কিছুর ব্যাপারে আল্লাহ নির্দেশ দেন না। নবি সা.-এর সুন্নাহ্-কে অনুসরণ করার নির্দেশ আল্লাহ

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

আমাদেরকে দিয়েছেন। নিচের বিষয়টিও আমাদের বিবেচনায় আনতে হবে। আল্লাহ কুরআনে একটি প্রতিজ্ঞা করেছেন :

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

> নিশ্চয়ই আমি এ কুরআন নাজিল করেছি; এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষণকারী (সুরা হিজর, ১৫ : ৯)।

এই আয়াতে আল্লাহ্‌ তায়ালা কুরআনকে সংরক্ষণের ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিয়েছেন। এর অর্থ এই যে, কুরআনের মধ্যে প্রক্ষিপ্তভাবে কিছু প্রবিষ্ট হবে না এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে কুরআন অবিকৃত ও প্রকৃত অবস্থায় জনগণের মধ্যে পৌঁছবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই ঐশ্বরিক সংরক্ষণ কী কুরআনের শব্দের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য? নাকি প্রকৃত অর্থের ক্ষেত্রেও। যদি কুরআনকে সঠিক ভাবে বুঝার জন্য নবি সা.-এর ব্যাখ্যা জরুরি হয় তাহলে কুরআনের শুধুমাত্র শব্দের সংরক্ষণের মাধ্যমে উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় না; যদি না নবি সা.-এর ব্যাখ্যাও সংরক্ষিত থাকে। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে :

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

> আমরা তোমার উপর জিকির নাজিল করেছি; যাতে তুমি তাঁদেরকে তা বুঝিয়ে দিতে পারো (সুরা হিজর, ১৫ : ৯)।

জিকির অর্থে এখানে কুরআনকে বুঝানো হয়েছে : যা (সুরা হিজর ১৫ : ৯) নম্বর আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এতে স্পষ্টভাবে বুঝানো হয়েছে যে, কুরআন থেকে মানুষ তখনই স্পষ্ট নির্দেশনা পেতে পারবে; যখন নবি সা.-এর দেয়া ব্যাখ্যা থেকে কুরআনের অর্থ স্পষ্টায়িত হবে।

প্রতিটি যুগের মানুষ যদি কুরআন থেকে উপকৃত হতে চায়, তবে নবি সা. কর্তৃক সুন্নাহ্‌র মাধ্যমে প্রদত্ত এই ব্যাখ্যা স্পষ্টায়িত হওয়া জরুরি। সেজন্য হাদিসের সংরক্ষণের ব্যাপারে এবং একে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষার জন্য সচেষ্ট হওয়া আবশ্যিক।

হাদিস কর্তৃক কুরআনের ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে; তাই কুরআন ব্যাখ্যায় হাদিসের অপরিহার্যতার বিষয়টিকে এখনো অতীব গুরুত্বের সাথে দেখতে হবে। সুন্নাহ্‌র অপরিহার্যতা একদিকে; অন্যদিকে এর সৃষ্টিশীলতাকে অসম্ভব মনে করা অবশ্যই স্ববিরোধী ব্যাপার। এটি স্বর্গীয় জ্ঞানকে নেতিবাচক ভাবারই সামিল। সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্‌ তায়ালা কর্তৃক তা গ্রহণযোগ্যতা পেতে পারে না।

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

এই অবরোহী সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হতে পারি যে, নবি সা.-এর সুন্নাহ্ গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হসুেন্নাহ্র অনন্যসাধারণ যুক্তি ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণে কেউ কেউ সুন্নাহ্র ঐতিহাসিক প্রমাণিকতার ব্যাপারে সন্দেহপরায়ণ হতে চায়।

তাদের মতে সুন্নাহ্র উপযোগিতা যেহেতু অনাগত সময়ের জন্য প্রযোজ্য; সুন্নাহ্র সংরক্ষণের ব্যাপারে বিশ্বাসযোগ্য পদ্ধতি গৃহীত হয় নি। কুরআন বাদে একটি বইও নেই যেখানে নির্ভরযোগ্য সব হাদিস আছে। এমন অনেক হাদিস আছে যেগুলো একটির সাথে আরেকটি সাংঘর্ষিক। এবং সেই কিতাবগুলো হিজরি তৃতীয় শতকে সংকলিত হয়েছিল। যেজন্য হিজরি প্রথম তিন শতাব্দীর প্রতিবেদনগুলোর উপর তাঁরা বিশ্বাস রাখতে পারছে না।

এই বক্তব্যগুলো কতিপয় ভুল বক্তব্য ও ভুল ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই অধ্যায়ে আমরা আল্লাহ তায়ালা চাহেত দেখাব যে, হিজরি তৃতীয় শতকে হাদিস সংকলিত হয়েছে-এই দাবিটিই ভুল। সুন্নাহ্র ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ নিয়ে বিবেচনার পূর্বে এর যৌক্তিক পরিপ্রেক্ষিত আমাদের পর্যবেক্ষণ করা দরকার।

মহানবি সা.-এর সুন্নাহ্ অনাগত কাল পর্যন্ত মুসলমানদের দ্বারা গৃহীত হওয়া বাধ্যতামূলক; কিন্তু যে সমস্ত হাদিস অনির্ভরযোগ্য সেগুলোকে মান্য করার ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা নেই। যৌক্তিকভাবে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, নবি সা.-এর আনুগত্য করা আল্লাহ আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক করেছেন। আল্লাহ আমাদেরকে এমন কিছু করতে নির্দেশ দেন না; যা করার সাধ্য আমাদের নেই। কুরআন ঘোষণা করছে :

> আল্লাহ তায়ালা কাউকে তাঁর সাধ্যের বাইরের কাজ চাপিয়ে দেন না (সুরা বাকারা, ২ : ২৮৬)।

যার অস্তিত্ব নেই এবং যে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় না-এমন কিছুর ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দেন না। নবি সা.-এর সুন্নাহ্-কে অনুসরণ করার নির্দেশ আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে দিয়েছেন। নিচের বিষয়টিও আমাদের বিবেচনায় আনতে হবে। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে একটি প্রতিজ্ঞা করেছেন :

এই আয়াতে আল্লাহ কুরআনকে সংরক্ষণের ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিয়েছেন। এর অর্থ এই যে, কুরআনের মধ্যে প্রক্ষিপ্তভাবে কিছু প্রবিষ্ট হবে না এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে কুরআন অবিকৃত ও প্রকৃত অবস্থায় জনগণের মধ্যে পৌঁছবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই ঐশ্বরিক সংরক্ষণ কী কুরআনের শব্দের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য? নাকি প্রকৃত অর্থের ক্ষেত্রেও। যদি কুরআনকে সঠিক ভাবে বুঝার জন্য নবি সা.-এর ব্যাখ্যা

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

জরুরি হয় তাহলে কুরআনের শুধুমাত্র শব্দের সংরক্ষণের মাধ্যমে উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় না; যদি না নবি সা.-এর ব্যাখ্যাও সংরক্ষিত থাকে। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে :

> আমরা তোমার উপর জিকির নাজিল করেছি; যাতে তুমি তাঁদেরকে তা বুঝিয়ে দিতে পারো (সুরা হিজর, ১৫ : ৯)।

জিকির অর্থে এখানে কুরআনকে বুঝানো হয়েছে : যা (সুরা হিজর, ১৫ : ৯) নম্বর আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এতে স্পষ্টভাবে বুঝানো হয়েছে যে, কুরআন থেকে মানুষ তখনই স্পষ্ট নির্দেশনা পেতে পারবে; যখন নবি সা.-এর দেয়া ব্যাখ্যা থেকে কুরআনের অর্থ স্পষ্টায়িত হবে।

প্রতিটি যুগের মানুষ যদি কুরআন থেকে উপকৃত হতে চায়, তবে নবি সা. কর্তৃক সুন্নাহ্‌র মাধ্যমে প্রদত্ত এই ব্যাখ্যা স্পষ্টায়িত হওয়া জরুরি। সেজন্য হাদিসের সংরক্ষণের ব্যাপারে এবং একে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষার জন্য সচেষ্ট হওয়া আবশ্যিক।

হাদিস কর্তৃক কুরআনের ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে; তাই কুরআন ব্যাখ্যায় হাদিসের অপরিহার্যতার বিষয়টিকে এখনো অতীব গুরুত্বের সাথে দেখতে হবে। সুন্নাহ্‌র অপরিহার্যতা একদিকে; অন্যদিকে এর সৃষ্টিশীলতাকে অসম্ভব মনে করা অবশ্যই স্ববিরোধী ব্যাপার। এটি স্বর্গীয় জ্ঞানকে নেতিবাচক ভাবারই সামিল। সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞানী আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক তা গ্রহণযোগ্যতা পেতে পারে না।

লই স্বর্গীয় নির্দেশনা কুরআনের মর্মার্থ অনুধাবন করা সম্ভব হবে। কারণ, কুরআন অনুধাবনের হাদিস ব্যতীত এমন নির্ভরযোগ্য মাধ্যম আর নেই। হাদিসের প্রামাণিকতার ইতিবাচকতার ব্যাপারে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। আমরা প্রকৃত সত্যকে উদঘাটন করার জন্যে মুসলিম উম্মাহ কর্তৃক হাদিস সংরক্ষণের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত এখানে উল্লেখ করছি। এটি একটি সংক্ষিপ্ত ও ভূমিকামূলক বক্তব্য। এ বিষয়ে হৃদয়গ্রাহী ও বহু খণ্ডে বিভক্ত গ্রন্থরাজি রয়েছে; আরবি ও অন্যান্য ভাষায়। আমার উদ্দেশ্য হলো সুন্নাহ্‌ সম্পর্কে কিছু মৌল বক্তব্য উপস্থাপন করা, যে গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণসমূহ হাদিসের প্রামাণিকতা সম্পর্কে প্রভাবশালী ভূমিকা রাখবে।

সুন্নাহ্‌র সংরক্ষণ

এটি বলা খুবই ভুল যে, নবি সা.-এর সুন্নাহ্‌ তৃতীয় শতাব্দীতে সংকলিত হয়েছিল। সত্যিকার অর্থে, নবি সা.-এর সময় থেকেই সুন্নাহ্‌র সংকলন শুরু হয়েছিল। যদিও সুন্নাহ্‌-কে লিখিত আকারে সংরক্ষণের ব্যাপারটি প্রধান হিসেবে ছিলো না। সুন্নাহ্‌

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

সংরক্ষণের নির্ভরযোগ্য আরো অনেক উৎস ছিলো। বিষয়টি স্পষ্টভাবে বুঝার জন্যে, আমাদের বিভিন্ন প্রকারের হাদিস সম্পর্কে জানতে হবে।

হাদিস প্রধানত তিন প্রকার

নবি সা.-এর সুন্নাহ্-কে বর্ণনা করার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত বিজ্ঞানকে বলা হয় হাদিস। উৎসের ভিত্তিতে হাদিসসমূহের প্রকারভেদ আবার প্রধান তিনটি ভাগে বিভক্ত। এগুলো হলো :

১. *মুতাওয়াতির* : নবি সা.-এর সময় থেকে আজ অবধি এমন হাদিস বর্ণনাকারী রয়েছেন যাদের সংখ্যা এত অধিক যে, তাদের সকলের ব্যাপারে একেবারে নির্ভেজাল তথ্য পাওয়া আসলেই খুব অসম্ভব।

হাদিসের এই প্রকারভেদ আরো দুটো উপ-শ্রেণিতে বিভক্ত :

ক. শব্দের মুতাওয়াতির : এই ধরনের হাদিসে অনেক সংখ্যক বর্ণনাকারী হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাঁরা সকলে একই শব্দ ব্যবহার করে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ঐকমত্যের ভিত্তিতে; বর্ণনাকারীদের মধ্যে মৌলিক কোনো অনৈক্য বা অমিল ছিলো না।

খ. অর্থের মুতাওয়াতির : এই হাদিসে বর্ণনাকারীগণ একই শব্দ ব্যবহার করে হাদিসটি বিবৃত করেন নি। বর্ণনাকারীদের ব্যবহৃত শব্দসমূহের মধ্যে ভিন্নতা আছে। এমনকি প্রতিপাদ্য ঘটনাটিও সবসময় একই ঘটনা নয়। কিন্তু সকল বর্ণনাকারীই হাদিসের মৌলিক ভাবনার ক্ষেত্রে একমত প্রকাশ করেছেন। সকল বর্ণনাকারীর মূল বক্তব্য যেখানে একই। সকলের ব্যবহৃত এই বিষয়ভিত্তিক সাধারণ ধারণাটিও মুতাওয়াতিরের ধারণা।

এই ব্যাপারে হযরত মুহাম্মদ সা.-এর একটি বাণীকে উদ্ধৃত করা যায়। তা হলো :

من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار

> যে ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধে সচেতনভাবে মিথ্যা আরোপ করে, সে তার স্থানকে দোজখে নির্ধারিত করে নেয়।

এটি হলো প্রথম ধারার একটি মুতাওয়াতির হাদিস; কারণ এর কমপক্ষে ৭৪জন বর্ণনাকারী রয়েছেন। অন্যভাবে বলতে গেলে বলা যায়, নবি সা.-এর ৭৪ জন সাহাবি প্রায় একই শব্দে বিভিন্ন ঘটনায় এই বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। এই ৭৪ জন সাহাবি খুবই মহৎ; কারণ তাঁরা অনেক লোককে এই প্রসঙ্গটি জানিয়েছেন। প্রতি

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

পরবর্তী প্রজন্মে এই হাদিসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা ক্রমে বেড়েই চলেছে। এই বর্ণনাকারীগণ, যাদের সংখ্যা এখন প্রায় একশত-এ ব্যাপারে একই শব্দে তাঁদের বিবৃতিকে প্রদান করেছেন।

অন্যপক্ষে, অনেক সংখ্যক বর্ণনাকারী বলেছেন যে, নবি সা. আমাদেরকে ফজরের দুই রাকাত, জোহর, আছর ও এশার চার রাকাত এবং মাগরিবের তিন রাকাত ফরজ নামাজ পড়ার জন্যে বলেছেন। কিন্তু রাকাত সংক্রান্ত সমস্ত বর্ণনাকারী একই শব্দে তাদের প্রতিবেদন বর্ণনা করেনি। তাদের শব্দগুলো ভিন্ন। এমনকি তাঁদের বিবৃতিকৃত ঘটনাগুলোও আলাদা। কিন্তু সব প্রতিবেদনেরই মূল বিষয় এক। রাকাতের প্রকৃত সংখ্যা-ই এখানে সাধারণ বিষয় বা মূল বিষয় এটিকেই অর্থগত মুতাওয়াতির বলা হচ্ছে।

২. *মাশহুর* : হাদিসের পণ্ডিতগণ কর্তৃক এই পরিভাষাটির সংজ্ঞা নিম্নোক্তভাবে দেয়া হয়েছে :

যে হাদিস মুতাওয়াতির নয়; যে কোনো প্রজন্মের মধ্যে এর বর্ণনাকারীর সংখ্যা তিন এর কম নয়[১]।

একই পরিভাষা ফিকাহর পণ্ডিতগণও ব্যবহার করেছেন; কিন্তু সংজ্ঞাটি একটু আলাদা। তাঁরা বলে : মাশহুর হাদিস হলো সেটি যা মুতাওয়াতির নয়-পবিত্র সাহাবিদের প্রজন্মের মধ্যে; কিন্তু তাঁদের পর থেকেই এটি মুতাওয়াতির হয়েছে[২]।

প্রত্যেক সংজ্ঞার পরিপ্রেক্ষিতেই মাশহুর হাদিস দ্বিতীয় ধারার মধ্যে পড়ে।

৩. *খাবরুল ওয়াহিদ* : যে কোনো প্রজন্মের মধ্যে এই হাদিস বর্ণনাকারীর সংখ্যা হবে তিনের কম।

প্রতিটি প্রকারভেদ এখন স্বতন্ত্রভাবে পর্যবেক্ষণ করা যাক।

প্রথম দু'প্রকার হাদিসের প্রামাণিকতা

মুতাওয়াতির এর প্রামাণিকতা সম্পর্কে কেউ প্রশ্ন উত্থাপন করে না। মুতাওয়াতিরের ধারার মাধ্যমে যে সত্য বর্ণিত হয়, তা একটি চরম সত্য হিসেবে সবসময়ই গৃহীত হয়, যদিও তা আমাদের প্রাত্যহিক জীবন সম্পর্কে হয়। মুতাওয়াতির বর্ণনার উপর ভিত্তি করে রচিত বক্তব্য যে কারো দ্বারাই নিঃসন্দেহভাবে গ্রহণযোগ্য হবে। আমি কখনো মস্কো শহরকে না দেখে থাকলেও; এটি সত্য যে মস্কো একটি বিরাট শহর

---

[১] Tadreeburrawi by Suyuti, p.181, 2.2, karalu 1972

[২] উসূলে সারাকছি (সারাকছি প্রণীত উসুল বা মূলনীতিশাস্ত্র)

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

এবং যা ইউএসএসআর এর রাজধানী হিসেবে চরম সত্য-যেটিকে অস্বীকারের কোন উপায় নেই। যারা এই শহরটি দেখেছে, এমন অনেক বর্ণনাকারীর বর্ণনা থেকে এই সত্য প্রমাণিত হয়েছে। এটি একটি অনবরত বর্ণনাকৃত বা মুতাওয়াতির সত্য-যেটিকে কোনোভাবেই অস্বীকার করা বা যার ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না।

আমি প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘটনাবলি দেখি নি। কিন্তু প্রকৃত সত্য হলো : এই দুটো যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, এবং প্রমাণিত হয়েছে, এ ব্যাপারে যে মুতাওয়াতির প্রতিবেদন রয়েছে তাঁর ভিত্তিতে এটি নিঃসন্দেহভাবে প্রমাণিতও হয়েছে।

কেউ এমন দাবি করতে পারবে না যে, এই যুদ্ধ সম্পর্কিত সকলের প্রতিবেদনই বিভ্রান্তিতে নিপতিত এবং কোন যুদ্ধই আসলে সংঘঠিত হয় নি। যুদ্ধের ঘটনার ব্যাপারে শক্তিশালী বিশ্বাসের ব্যাপারটি মুতাওয়াতির এর উপর ভিত্তি করে রচিত।

একইভাবে নবি সা.-এর সুন্নাহ্‌র বিষয়ে মুতাওয়াতির প্রতিবেদনের সত্যতাও সন্দেহবিমুক্তভাবে প্রামাণিকতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। কুরআন যেহেতু নবি সা.-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে, এই কুরআনের ব্যাপারেও একই কথা সত্য। এভাবে, মুতাওয়াতির হাদিস-হোক সেটি শব্দের বা অর্থের মুতাওয়াতির-পবিত্র কুরআনের মতোই প্রামাণিকতায় প্রতিষ্ঠিত; যেহেতু একই নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে উভয়েরই বিকাশ ঘটেছে।

যদিও প্রথম ধারার মুতাওয়াতির হাদিস অর্থাৎ শব্দগত মুতাওয়াতিরের সংখ্যা খুবই কম; কিন্তু দ্বিতীয় ধারার মুতাওয়াতির, যা হলো অর্থগত মুতাওয়াতির-এগুলোর সংখ্যা আবার অনেক। নবি সা.-এর অধিকাংশ হাদিস এই শ্রেণির মুতাওয়াতিরের অন্তর্ভুক্ত; যার প্রামাণিকতা সম্পর্কে কোনোরকম সন্দেহের অবকাশ নেই।

মাশহুর হাদিসের প্রামাণিকতার মানদণ্ড মুতাওয়াতিরের তুলনায় নিচে। প্রতিটি প্রজন্মে তিনের অধিক বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির প্রামাণিকতার উপর এটি প্রতিষ্ঠিত।

তৃতীয় প্রকার হলো খাবরুল ওয়াহিদ। এই প্রকারের হাদিসের প্রামাণিকতা বর্ণনাকারীদের সত্যবাদিতার উপর নির্ভরশীল। বর্ণনাকারী যদি বিশ্বাসযোগ্য হন, সবদিক বিবেচনায় তখনই তাঁর দ্বারা বিবৃত প্রতিবেদন গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু একজন বর্ণনাকারীর ব্যাপারেও যদি সন্দেহ থাকে; তবে সমস্ত প্রতিবেদনটি সন্দেহযুক্ত হয়ে ওঠে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে এই মূলনীতিটি অনুসরণ করা হয়। নবি সা.-এর প্রতিবেদনের ব্যাপারে এটি কেন প্রযুক্ত হবে না? হাদিসের ক্ষেত্রে এই মূলনীতিটি অধিকতর প্রয়োগযোগ্য; কারণ বর্ণনাকারীরা যা বর্ণনা করেছেন, সে ব্যাপারে তাঁরা পূর্বজ্ঞানপ্রাপ্ত। এটি কোনো সাধারণ ঘটনার কোনো সরল সংবাদ নয়;

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

বরং এটির একটি আইনি ও ধর্মীয় প্রভাব আছে। এটি এমন একটি সত্য ঘটনার বর্ণনা, যা লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছে। হাদিসের বর্ণনাকারীগণ এটি ভালো করে জানতেন যে, এটি নবি সা.-এর কাজ ও বাণীর উপর আরোপিত কোনো খেলা নয়। এসমস্ত বর্ণনায় কোনো স্বেচ্ছাকৃত ভুল অথবা এ ব্যাপারে কোনো অসচতেনতা ও অবজ্ঞা অবশ্যই তাঁদেরকে আল্লাহ তায়ালার ক্রোধের দিকে নিয়ে যাবে এবং দোজখের শাস্তির উপযোগী করবে। প্রতিটি বর্ণনাকারী নিম্নোক্ত সুপরিচিত মুতাওয়াতির হাদিসের ব্যাপারে সতর্ক ছিলেন। হাদিসটি হলো : যে আমার ব্যাপারে মিথ্যা আরোপ করে; সে তার আসন দোজখে নির্ধারিত করে।

এই হাদিসটি হাদিস বর্ণনাকারীদের অন্তরে দায়িত্বশীলতার এমন তীব্রতমবোধ সৃষ্টি করেছে যে, নবি সা.-এর কোনো হাদিস বর্ণনা করতে গিয়ে-তাঁরা ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে যেতো; তাঁদের কোনোভাবে কোনো ভুল হয়ে যায় কিনা– এই দুশ্চিন্তায়।

এই মৌলিক কারণেই হাদিস বর্ণনাকারীগণ হাদিস বর্ণনার এবং সংরক্ষণের জন্যে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতেন। কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণনায় এমন দৃষ্টান্তযোগ্য সতর্কতা অবলম্বনের কোনো নজির দেখা যায় না। একজন বর্ণনাকারীর সত্যবাদিতার উপর প্রতিবেদনের মান ও সত্যতা নির্ভর করে। হাদিস বর্ণনাকারীদের সত্যনিষ্ঠতা ও খোদাভীতি অবশ্যই সাধারণ ইতিহাস বর্ণনাকারীদের মতো নয়।

হাদিস সংরক্ষণের জন্যে উম্মাহ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদ্ধতির ব্যাপারে পর্যবেক্ষণ করা যাক।

হাদিস সংরক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতি

পরবর্তী সময়ে আমরা দেখবো যে, হাদিস লেখার সময়ে নবি সা.-এর সাহাবিগণ অনেক সংখ্যক হাদিস বাদ দিয়েছেন। যদিও লিখে রাখার পদ্ধতিই হাদিস সংরক্ষণের একমাত্র পথ ছিল না। আরো অন্যান্য পদ্ধতি ছিলো।

ক. স্মৃতিতে সংরক্ষণ

নবি সা.-এর সাহাবিগণ সর্বপ্রথমে হাদিসটি মনে প্রাণে শিখে নিতেন। নবি করিম সা. বলেছেন :

نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمع

আল্লাহ তায়ালা তাঁদের প্রতি অনুগ্রহশীল, যাঁরা আমার বাণীসমূহ শোনে এবং অন্তরের গভীর বোধদিয়ে তা শিখে নেয় এবং আমার বক্তব্যের হুবুহু অন্যদের নিকট পৌঁছে দেয়।

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

নবি সা.-এর সাহাবিগণ এই হাদিসটির ব্যাপারে খুব মনোযোগী ছিলেন; তাই হাদিস মুখস্থ করার বিষয়ে তাঁরা সময় নিয়ে তা স্মৃতিতে সংরক্ষণ করতেন। অনেক সংখ্যক সাহাবি তাঁদের ঘরে বসবাস না করে, মসজিদে গিয়ে থাকতে শুরু করেছিলেন; যাতে নবি সা.-এর মুখ থেকে সরাসরি সে বাণীটি তাঁরা শুনতে ও সংরক্ষণ করতে পারেন। হাদিসসমূহকে বিশেষভাবে মুখস্থ রাখার জন্যে তাঁরা প্রবলভাবে চেষ্টা করতেন। তাঁদেরকে বলা হতোঃ আসহাবে সুফ্‌ফা।

আরবদের স্মৃতিশক্তি এত প্রবল ছিলো যে, তাঁরা তাঁদের কবিদের শতশত উক্তি মনে রাখতে পারতো। তাঁদের অনেকেই কবিদের বংশলতিকা নয় শুধু; তাঁদের কয়টি উট ও কয়টি ঘোড়া ছিলো-তা-ও তাঁদের স্মৃতিতে রাখতে পারতো। এমনকি তাঁদের ছেলেমেয়েদেরও বিভিন্ন গোত্রের বংশতালিকা সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান ছিলো। হাম্মাদ আরবি কবিতার একজন বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী। তাঁর ব্যাপারে কথিত আছে যে, তাঁর তিন হাজার আটত্রিশটি কবিতা মুখস্থ ছিলো[৩]।

আরবরা তাঁদের স্মৃতিশক্তির ব্যাপারে এত গর্ব করতো যে, লিখে রাখার চেয়ে বরং মুখস্থ রাখার ব্যাপারে তাঁদের আত্মবিশ্বাস প্রবল ছিলো। কেউ কেউ কবিতাকে লিখে সংরক্ষণের ব্যাপারটিকে কলঙ্কজনক মনে করতো। তাঁরা বিশ্বাস করতো যে, কাগজে লিখলে তা উদ্দেশ্য প্রণোদিত হতে পারে, কিন্তু স্মৃতিতে সংরক্ষণ করলে তা বিকৃতি থেকে রক্ষা পাবে।

কোনো কবি কোনো কবিতা লিখে রাখলে লিখে রাখার বিষয়টিকে কারো কাছে প্রকাশ করতে চাইতো না; কারণ সেটিকে তাঁদের স্মৃতিশক্তির ঘাটতি হিসেবে বিবেচনা করা হতো[৪]।

নবি সা.-এর সাহাবিগণ হাদিস সংরক্ষণের ব্যাপারে তাই স্মৃতিশক্তিকে কাজে লাগাতেন এবং এটিকে তাঁরা পবিত্র কুরআনের পর আল্লাহ্ তায়ালার দিকনির্দেশনার একমাত্র উৎস হিসেবে মনে করতেন। এটি খুবই স্মরণযোগ্য যে, সাহাবিগণের কাছে কবিতা ও সাহিত্য সংরক্ষণ করার চেয়ে হাদিস সংরক্ষণের ব্যাপারটি গভীরতমভাবে গুরুত্ব পেতো। সেজন্য তাঁরা হাদিস সংরক্ষণের ব্যাপারে তাদের স্মৃতিশক্তিকে খুবই সজীবতা ও সতর্কতার সাথে ব্যবহার করতেন।

নবি সা.-এর বিখ্যাত সাহাবি এবং ৫৩৭৪ হাদিসের বর্ণনাকারী আবু হুরায়রা রা. বলেছেন :

---

[৩] Al-A'lam by Zrikli 2 : 131

[৪] See Al-Aghani V. 61 p. 611

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

আমি আমার রাত্রিকে তিনভাগে ভাগ করেছি। রাত্রির এক তৃতীয়াংশ আমি নামাজ পড়ি, এক তৃতীয়াংশ আমি ঘুমাই এবং রাত্রির বাকি এক তৃতীয়াংশ আমি নবি সা.-এর হাদিস মুখস্থ করি[৫]।

ইসলাম গ্রহণ করার পর সৈয়্যেদেনা আবু হুরায়রা রা. তাঁর জীবনকে হাদিস শেখার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে দিয়েছেন। নবি সা.-এর সাহাবিগণের মধ্যে তিনি সবচেয়ে বেশি সংখ্যক হাদিস বর্ণনা করেছেন।

মদিনার গভর্নর মারোয়ান একবার তাঁর স্মৃতিশক্তি পরীক্ষা করে দেখতে চাইলো। তিনি তাঁর বাড়িতে তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁর কাছে হাদিস শুনতে চাইলো। একইসাথে মারওয়ান তাঁর সচিব আবু জুয়াইজিয়াহ কে পর্দার পেছনে বসে গোপনে আবু হুরায়রা রা. কর্তৃক বর্ণিত হাদিসসমূহকে লিখতে বলে দিলেন। সচিব হাদিসগুলোকে লিখে রাখলেন। একবছর পর আবার তিনি আবু হুরায়রা রা. কে ডাকলেন এবং গত বছর যে হাদিসগুলো তিনি বর্ণনা করেছিলেন, সেগুলো আবার বর্ণনা করতে বললেন। সচিবকেও পর্দার আড়ালে বসে তাঁর একবছর পূর্বে লিখিত ভাষ্যের সাথে তা মিলাতে ও তুলনা করতে বললেন। আবু হুরায়রা রা. হাদিসগুলো পুনরাবৃত্তি করতে থাকলেন এবং আবু জুয়াইজিয়াহ মিলাতে থাকলেন। সচিব দেখলেন যে, আবু হুরায়রা রা. একটি ছোট শব্দও বাদ দেন নি; এবং তিনি পূর্ব বৎসরের বর্ণনা থেকে কোনো শব্দ পরিবর্তন করেও বলেন নি[৬]।

এ ধরনের আরো অসংখ্য দৃষ্টান্ত হাদিসশাস্ত্র থেকে দেয়া যেতে পারে, যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, হাদিস বর্ণনাকারীগণ আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। যা হাদিস সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক ছিলো। আল্লাহ যে ব্যাপারে কুরআনের মধ্যেও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তা অবশ্য কুরআন সংরক্ষণের ব্যাপারে। কুরআনের অর্থের সংরক্ষণশীলতার ব্যাপারে সহিহ হাদিসের ভূমিকাও অনন্য-সাধারণ।

পরে আমরা দেখতে পাবো যে, হাদিস-বিজ্ঞানের পণ্ডিতগণ আসমাউর রিজাল নামে যে শাস্ত্রের উদ্ভাবন করেছিলেন, তাঁর মাধ্যমে হাদিস বর্ণনাকারীদের স্মৃতিশক্তি পরীক্ষার কার্যকরী ব্যবস্থা তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা এমন হাদিস গ্রহণ করতেন না, যে বর্ণনাকারীদের স্মৃতিশক্তির উচ্চমানের ব্যাপারে সন্দেহ ছিলো।

---

[৫] সুনানে দারমি, খণ্ড ১, পৃ. ৮২; খতিব বাগদাদি, আল জামে লিআখকির রাবি, পৃ. ১৮০।

[৬] ইবনে কাছির, আল বেদায়া ওয়ান্নেহায়া, খণ্ড ৮, পৃ. ১০৬; আল্লামা জাহবি, সিয়ারু আলামিন্নুবালা, খণ্ড ৩, পৃ. ৪৩১।

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

সেজন্য হাদিস বিজ্ঞানে স্মৃতিশক্তির ব্যাপারটি একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বর্ণনাকারীদের সত্যবাদিতা প্রমাণের এটি একটি উল্লেখযোগ্য মাপকাঠি ছিলো। আসমাউর রিজাল এবং জারহ ও তাদিল শাস্ত্রের পণ্ডিতগণ এই মাপকাঠিতে হাদিস বর্ণনাকারীদের স্মৃতিশক্তিকে পর্যবেক্ষণের জন্যে তাঁদের জীবনকে নিবেদিত করেছিলেন। তাঁদের কাজ ছিলো প্রতিটি বর্ণনাকারীর স্মৃতিশক্তিকে পরীক্ষা করা এবং তাঁদের সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ মতামত লিপিবদ্ধ করা।

হাদিস বর্ণনাকারীদের স্মৃতিশক্তি আজকালকার ঘটনা সংঘটন ও ঘটনা শ্রবণের অপেশাদার ব্যক্তিদের সঙ্গে কিছুতেই তুলনা করা যাবে না। কারণ তাঁদের মতো কচিৎ মনোযোগী এবং ঘটনার শুদ্ধ বর্ণনার ক্ষেত্রে অসতর্ক ব্যক্তি হাদিস বর্ণনাকারীগণ ছিলেন না। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত পর্যবেক্ষণগুলো লক্ষণীয় :

ক. হাদিস বর্ণনাকারীগণ যা বর্ণনা করতেন, সে ব্যাপারে তাঁদের মনোযোগ ও দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতা খুব স্পষ্ট ছিলো। তাঁরা মনে প্রাণে এটি বিশ্বাস করতেন যে, যেকোনো ভুল বক্তব্য বা অসতর্কতা ও অবজ্ঞা তাঁদেরকে ইহজগৎ ও পরজগৎ–উভয় জায়গাতেই অপরাধী করবে। তাঁদের এই বিশ্বাস তাঁদেরকে প্রবলভাবে দায়িত্বশীল করে তোলে। দায়িত্বশীলতার এমন তীব্রতা একজনকে অবশ্যই প্রকৃত প্রতিবেদনটি প্রস্তুতে সাহায্য করে। একজন সাংবাদিক একটি সাধারণ দুর্ঘটনার খুঁটিনাটি বর্ণনার ব্যাপারে খুব সূক্ষ্মভাবে সচেতন থাকেন না। কিন্তু দেশের প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রীর দুর্ঘটনা হলে তিনি বিশেষ মনোযোগ দিয়ে তাঁর প্রতিবেদনটি পরিশ্রম, সতর্কতা ও যোগ্যতার সাথে সম্পন্ন করেন। সাংবাদিক একই ব্যক্তি হলেও প্রথম দুর্ঘটনার চেয়ে দ্বিতীয় দুর্ঘটনার বর্ণনায় তিনি অধিক সূক্ষ্মদর্শী; কারণ ঘটনাটির ধরন তাঁকে অধিকতর দায়িত্বশীল ও সচেতন করেছে।

এটি অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, নবি সা.-এর সাহাবিগণ, এবং সেই সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ নবি সা.-এর হাদিসের ব্যাপারে কত গভীর মনোযোগী ছিলেন এবং যেকোনো সাধারণ প্রতিবেদনের চেয়ে তাঁদের বর্ণনাবৃত্তান্ত ছিলো অতি মনোযোগ ও সতর্কতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তাঁরা এটি বিশ্বাস করতেন যে, এটি হলো ইসলামি আইনের এমন এক উৎস-যা অনাগতকালের মুসলিম উম্মাহ-কে পরিচালিত করবে। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, তাঁদের যেকোনো রকম অমনোযোগ ও অসতর্কতা-তাদেরকে দোজখের শাস্তির উপযোগী করবে। সেজন্য, তাঁদের দায়িত্বশীলতাঁর বোধ অবশ্যই একজন সাংবাদিকের দেশ-প্রধান সম্পর্কিত রিপোর্টের চেয়েও অধিক গুরুত্বপ্রদায়ী হবে।

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

খ. একটি প্রতিবেদন সঠিক হবার ব্যাপারে প্রতিবেদকের ঔৎসুক্য ও তাঁর বিষয়বস্তুটি বুঝার যোগ্যতাও সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিবেদক যদি উদাসীন ও অমনোযোগী থাকে, তবে প্রতিবেদনের ব্যাপারে তাঁর খুব সামান্যই নির্ভরযোগ্যতা থাকে। কিন্তু প্রতিবেদক যদি সৎ, সংবেদনশীল ও বুদ্ধিমান হন এবং তিনি যদি বিষয়টির ব্যাপারেও উৎসাহী ও সম্পর্কিত থাকেন; তবে তাঁর প্রতিবেদনের উপর অবশ্যই নির্ভর করা যাবে।

কোর্টের বিধিবিধানের ব্যাপারে প্রতিবেদন তৈরি একটি স্বতন্ত্র বিষয় বটে। কোর্টে উপস্থিত থাকা একজন অপেশাদার লোকের কাছ থেকে একটি প্রতিবেদন গ্রহণ করা হয়েছিল। তাঁর সেই আইনের ব্যাপারে উৎসাহ ও জ্ঞান কোনোটিই ছিলো না। সে একটি সামান্য রেখাচিত্র পেয়েছে ঘটনাটির এবং তাই সে বর্ণনা করেছে। এই ধরনের রিপোর্টের উপর নির্ভর করা যেমন যাবে না; তেমনি সেটিকে প্রামাণিক হিসেবেও বিবেচনা করা যাবে না। এই রিপোর্টটি ভুলে ভরা হতে পারে; কারণ প্রতিবেদকের বিষয়ের ব্যাপারে যেমন জানাশোনা নেই; তেমনি তাঁর দায়িত্বশীলতাকেও সে সঠিকভাবে সে ঘটনাটির প্রতি নিবদ্ধ করে নি। এ ধরনের প্রতিবেদক প্রতিবেদনে ভুল করেন এবং খুব কম সময়ের মধ্যে তা ভুলেও যান।

এ ব্যাপারে একজন অপেশাদার লোক থেকে একজন সাংবাদিকের সচেতনতা অবশ্যই বেশি হবে। কারণ অপেশাদারের তুলনায় সাংবাদিকের এ ব্যাপারে জ্ঞান ও বুঝার ক্ষমতা অধিকতর বেশি। সেজন্য এই সাংবাদিকের রিপোর্টটি প্রথম প্রতিবেদকের তুলনায় অধিক শুদ্ধ হবে। যদিও তাঁদের উৎসাহ ও জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও; তাঁরা বিষয়টির কৌশলগত ও আইনি ব্যাপারে তত সমঝদার ছিলো না। এ জন্য তাঁদের দেয়া প্রতিবেদন খুব গভীরমাপের গ্রহণযোগ্যতা পাবে না।

এই বিষয়ে আইনজ্ঞ ছিলো; যারা এ ব্যাপারে বিতর্কে অংশগ্রহণ করেছিলো। তাঁরা আইনি বিষয় সম্পর্কে সচেতন ছিলো। অন্য আইনজ্ঞ ও বিচারকের সমস্ত কথাই তাঁরা বুঝতে পেরেছিলো। এটি ঠিক যে, আইনজ্ঞদের দেয়া বক্তব্য অবশ্যই বেশি প্রামাণ্য হবে। তাঁদের এ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ও বুঝার শক্তি থাকার কারণে; তাঁদের পক্ষে ঘটনাটি ভুলে যাওয়া বা এ ব্যাপারে ভুল বক্তব্য দেয়া সম্ভব নয়। রিপোর্টের সময় তাঁরা বিষয়টির মৌলিক ও বক্তব্যগত বিষয়টির প্রতি মনোযোগী বলে।

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

হযরত মুহাম্মদ সা.-এর সাহাবিগণ নবি সা.-এর কথা ও কাজকে তো গুরুত্ব দিতেনই; অধিকন্তু রসুল সা.-এর ইঙ্গিত ও ইশারাকেও তাঁরা মনোযোগ দিয়ে অনুসরণ করতেন। তাঁরা যা বুঝতেন, সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। কারণ কোন পরিপ্রেক্ষিতে ও কোন পরিবেশে নবি সা. কি কথা বলেছেন বা কোন কাজ করেছেন-সে ব্যাপারে তাঁদের জানা ছিলো।

গ. হাদিস শাস্ত্রের পণ্ডিতগণ হাদিস বর্ণনাকারীদের স্মৃতির উচ্চমাপ সম্পর্কে নিশ্চিত হবার জন্যে সুগভীর নিয়ম অনুসরণ করতেন। বর্ণনাকারীর যদি স্মৃতিশক্তির বিশেষ উচ্চতা না থাকতো; তবে তাঁর হাদিস নির্ভরযোগ্য হিসেবে গ্রহণ করা হতো না।

ঘ. স্মৃতি দিয়ে মনে রাখার ব্যাপারে প্রধান উপকরণ হলো বিষয়টির ব্যাপারে গভীর আগ্রহ থাকা। কোনো একটি উদ্দেশ্য নিয়ে সেটিকে মনে রাখা এবং স্মৃতিতে সার্বক্ষণিক তা জাগ্রত রাখার প্রচেষ্টার উপরসংশ্লিষ্টদের দৃষ্টিভঙ্গি নির্ভর করে।

আমি যখন আরবি পড়েছি, তখন আমার শিক্ষক আমাকে অনেক কথা বলেছেন, যেগুলোর অনেক কিছুই আমার মনে নেই। কিন্তু আমি আমার শিক্ষকের কাছে যে শব্দভাণ্ডার শিখেছি, তা আমার মনে জাগ্রত আছে। কারণটি খুব স্পষ্ট। ঘটনার চেয়ে শব্দপ্রয়োগের ব্যাপারে আমার মনোযোগ বেশি ছিল বলে এটি সম্ভব হয়েছে।

নবি সা.-এর সাহাবিগণ ঘটনাক্রমে তাঁর বাক্য শ্রবণ করেন নি; বরং গভীর মনোযোগের সাথে তাঁরা তা শুনেছেন। প্রতিদিন তাঁরা নির্দিষ্ট ব্যাপক সময় ব্যয় করতেন হাদিস মুখস্থ করার জন্যে। আবু হুরায়রা রা.-এর দৃষ্টান্ত ইতিমধ্যে দেয়া হয়েছে। তিনি প্রতি রাতের তিনভাগের একভাগ সময় ব্যয় করতেন নবি সা.-এর কাছ থেকে তিনি যে হাদিস শুনেছেন, তা পাঠ ও পুনরাবৃত্তি করার জন্যে।

স্মৃতিতে মনে রাখা বা হাদিসসমূহকে মুখস্থ করে হাদিস সংরক্ষণের বিষয়টি কোনো দুর্বল উৎস নয়। যারা এ সম্পর্কে জানতো না; তারাই এরূপ মনে করত। হাদিস বর্ণনাকারীদের স্মৃতিশক্তির নির্ভরযোগ্যতা পরবর্তী সময়ে হাদিস সংকলনে বিশেষ কাজ দিয়েছে।

খ. আলোচনা

নবি সা.-এর সাহাবিগণের মধ্যে হাদিস সম্পর্কে পারস্পরিক আলোচনা-পর্যালোচনা করার বিষয়টি হাদিস সংরক্ষণের দ্বিতীয় উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। যখনই তাঁরা একটি নতুন সুন্নাহ্ সম্পর্কে জেনেছেন; তখনই তাঁরা এ ব্যাপারে অন্যের সঙ্গে

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

আলোচনা করেছেন। এভাবে সমস্ত সাহাবির মধ্যে প্রতিটি হাদিসের জ্ঞান বিস্তৃত হয়েছিল। নবি সা.-এর বিশেষ নির্দেশনা তাঁরা এভাবে গভীরতীক্ষ্ণতায় মেনে নিয়েছেন। এ সম্পর্কে কয়েকটি হাদিস উল্লেখ্য :

ليبلغ الشاهد الغائب

যারা অনুপস্থিত, তাঁদেরকে যারা উপস্থিত তারা-আমার সুন্নাহ্ পৌঁছে দিও[৭]।

بلغوا عني ولو آية

আমার একটি বাক্য হলেও আমার পক্ষ থেকে অন্যের নিকট পৌঁছে দিও[৮]।

نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره

তাঁর উপর আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ, যে আমার বাণীসমূহ শুনে এবং মনেপ্রাণে তা শিখে নেয় এবং অন্যের নিকট তা পৌঁছে দেয়[৯]।

تسمعون ويسمع منكم، ويسمع ممن يسمع منكم

তোমরা আমার বাণী শ্রবণ করছ; অন্যেরা তোমাদের কাছ থেকে শুনবে এবং তাঁদের কাছ থেকে আবার অনাগতজন শুনবে[১০]।

ما أفاد المسلم أخاه فائدة أحسن من حديث حسن بلغه فبلغه

একজন মুসলমান তাঁর ভাইয়ের কাছে নবি সা.-এর বাণী পৌঁছে দিয়ে তাঁর সবচেয়ে বেশি উপকার করতে পারে[১১]।

---

[৭] বুখারি, অধ্যায় : হজ্জ, অনুচ্ছেদ : মিনারদিনে খুৎবা (খুৎবাদান প্রসঙ্গ)।

[৮] বুখারি, অধ্যায় : আম্বিয়া, অনুচ্ছেদ : বনিইসরাঈল প্রসঙ্গ।

[৯] তিরমিজি, অধ্যায় : জ্ঞান, হাদিস নম্বর ২৬৫৮; আবু দাউদ, হাদিস ৩৬৬০।

[১০] আবু দাউদ, অধ্যায়; জ্ঞান, অনুচ্ছেদ : জ্ঞানপ্রচারের গুরুত্ব, হাদিস ৩৬৫৯।

[১১] ইবনে আবদুলবার, জামেউ বয়ানিল ইলম, খণ্ড ১, পৃ. ৪৩।

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

মহানবি সা. কর্তৃক দেয়া উপর্যুক্ত নির্দেশনাবলিই যথেষ্ট, তাঁর সাহাবিদের জন্যে হাদিসের জ্ঞান অর্জন ও তা বিতরণের ব্যাপারে। নবি সা. তাঁর সাহাবিদের হাদিস অধ্যয়নের ব্যাপারে প্রণোদিত করতেন।

এই পঠনের জন্য যে শব্দটি ব্যবহৃত হয়, তা হলো তাদারুস : যার অর্থ হলো একে অপরকে শিক্ষা দেয়া। পরস্পরের মধ্যে হাদিস নিয়ে আলোচনার উদ্দেশ্য হলো হাদিসগুলোকে সঠিকভাবে শিক্ষা করা। একে অপরের পাঠ শুনবে; এবং ভুল থাকলে তা শুধরে নেবে। একে অপরকে শিক্ষা দেয়া - বক্তব্যের মধ্য দিয়ে যে মূল কাজটি সম্পন্ন হতো তা হলো : হাদিসটি যত দৃঢ়ভাবে সম্ভব মনের মধ্যে স্থাপন করে ফেলা। এই জ্ঞান অর্জনের পদ্ধতিকে নবি সা. আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক সৃষ্টির উপায় হিসেবে নির্দেশ করেছেন। নবি সা. বলেন :

تدراس العلم ساعة من الليل خير من إحيائها

রাতের একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে জ্ঞানের চর্চা[১২] করা সমস্ত রাত্রি জাগরিত থেকে ইবাদত[১৩] করার চেয়ে উত্তম।

অধিকন্তু নবি সা. আরো সতর্ক করে দিয়েছেন যে, জ্ঞানের কথা কেউ জিজ্ঞেস করলে জ্ঞানের কথা গোপন করা একটি বড় পাপ হিসেবে গণ্য।

من سئل علما يعلمه فكتمه ألجم بلجام من النار

কাউকে জ্ঞানের কোনো বিষয় জিজ্ঞাসা করা হলে, তা যদি সে জানে এবং জানার পর তা গোপন করে, তবে দোজখে তাকে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেয়া হবে[১৪]।

অন্য একটি ঘটনায় নবি সা. বলেছেন, জ্ঞান গোপন করা একটি বড় পাপ। কেউ সে ব্যাপারে জানতে না চাইলেও; যে সে তথ্যটি জানে, তাঁকে তা প্রকাশ করতে হবে। নবি সা. বলেছেন :

من كتم علما ينتفع به جاء يوم القيامة ملجما بلجام من النار

১২ জ্ঞান অর্থে নবি সা.-এর যুগে কোরআন ও হাদিসের জ্ঞানকেই বুঝানো হতো।

১৩ প্রাগুক্ত।

১৪ তিরমিজি, অধ্যায় : জ্ঞান, হাদিস ২৬৫১।

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

> যে জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষের উপকার হতে পারত; এমন জ্ঞানকে যে গোপন রাখে; তাঁকে শেষ বিচারের দিন আগুনের লাগাম পরিয়ে দেয়া হবে[১৫]।

হাদিসটি এই বিষয়ে স্পষ্ট ঘোষণা দেয় যে, জ্ঞানের বিস্তার ঘটানো যেকোনো জ্ঞানীব্যক্তির জন্য বাধ্যতামূলক। কেউ তাঁকে সে বিষয়ে জিজ্ঞেস করুক বা না করুক।

সুন্নাহ্‌র জ্ঞানকে সাহাবিগণ যেহেতু জ্ঞানের সর্বোচ্চ শাখা হিসেবে বিবেচনা করতেন; সেজন্য তাঁরা সেই জ্ঞানকে অপরের নিকট পৌঁছে দেয়াকে অপরিহার্য বাধ্যবাধকতা হিসেবে মেনে নিয়েছেন।

সেজন্য নবি সা.-এর সাহাবিগণের একটি প্রিয় সখ এটিই ছিলো যে, যখনই তাঁরা বসে কোনো বিষয়ে কথা বলতেন; তখন অর্থহীন কথাবার্তা না বলে নবি সা.-এর বাণী ও কর্ম নিয়েই আলোচনা করতেন। প্রত্যেকেই নতুন যা কিছু শিখেছেন, তা পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা করতেন; যাতে অন্যরাও হাদিসের নতুন জ্ঞান লাভ করতে পারে। এবং তখন তাঁরা সাথে সাথে সে হাদিসটি মুখস্থ করে ফেলতেন।

হাদিস নিয়ে বারবার আলোচনার এই বিষয়টি সুন্নাহ্ সংরক্ষণে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। এই আলোচনার মাধ্যমে হাদিস একজন থেকে আরেকজনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ত। এভাবে বর্ণনাকারীদের বৃত্তটি বেড়ে যেতো। হাদিস নিয়ে কোনো দ্বিমত থাকলে তাঁরা তখন সরাসরি নবি সা.-এর বাণী শুনে তা শুধরে নিতেন। এভাবে হাদিসের জ্ঞান সাহাবিদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ত। এতে হাদিসের জ্ঞানের যেমন বিস্তৃতি ঘটেছে; তেমনি বর্ণনাকারীদের ভুলগুলোও সংশোধিত হয়ে যেত। কারণ কেউ যদি হাদিসের কিছু অংশ ভুল যেত; তবে অন্যজন ভুলে যাওয়া অংশটুকু সংযোজন করে দিত এবং তাঁর ভুলটি সংশোধিত হয়ে যেত।

গ. চর্চা : ব্যক্তি জীবনে হাদিসের প্রয়োগ

হাদিস সংরক্ষণের তৃতীয় পদ্ধতিটি ছিলো হাদিসটিকে বাস্তবে রূপায়িত করা। সুন্নাহ্‌র জ্ঞান শুধু তাত্ত্বিক বা দর্শনতাত্ত্বিক ছিলো না। বরং তা ছিলো ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত। নবি সা. শুধু উপদেশ দান ও শিক্ষা প্রদানের মধ্যেই তাঁর কাজকে সীমাবদ্ধ রাখেন নি; বরং তিনি তাঁর সাহাবিদেরকে বাস্তবভিত্তিকভাবে তাঁর প্রশিক্ষণ

---

[১৫] ইবনে আবদুল বার, জামিউ বয়ানিল এলম।

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

দিতেন। সাহাবিগণ যখন নবি সা.-এর কাছে কিছু শিখতেন; তখন তা বাস্তবে প্রতিফলিত করতে প্রচেষ্ট হতেন। প্রত্যেক সাহাবি নবি সা.-এর সুন্নাহ্-কে অনুসরণের ব্যাপারে এমন গভীরভাবে আগ্রহী ছিলেন যে, তাঁরা এমনকি নবি সা.-এর ব্যক্তিগত অভ্যাসকেও অনুসরণ করতে প্রয়াসী হতেন।

এভাবে পুরো পরিবেশটিই ছিলো সুন্নাহ্-কে অনুসরণের জন্য উৎসুক। সুন্নাহ্ শুধু মৌখিক প্রতিবেদন নয়; বরং ব্যক্তিজীবন ও সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে তা বাস্তবে প্রতিফলিত করার বিষয়। যদি একজন গণিতের ছাত্র অংকের সূত্র মুখস্থ করে, তবে তা সে ভুলে যাবে। তবে সে যদি অংকের মধ্যে সে সূত্রাবলির প্রয়োগ ঘটায়, তাহলে তা সে মনে রাখতে পারবে।

একইভাবে, সুন্নাহ্ সাহাবিদের জন্য শুধু মৌখিক বিষয় ছিলো না। তাঁরা তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনে সুন্নাহ্‌র প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। তাঁদের সমস্ত কাজকর্মের কেন্দ্রবিন্দু ছিল নবি সা.-এর সুন্নাহ্। তাঁরা কিভাবে সুন্নাহ্-কে ভুলে যাবে? তাঁদের সমস্ত জীবনবৃত্তই ছিলো সুন্নাহ্‌কে কেন্দ্র করে আবর্তিত।

সাহাবিদের বাস্তব জীবনে সুন্নাহ্‌কে গভীরভাবে অনুসরণের ফলে সুন্নাহ্ সংরক্ষণে নির্ভরযোগ্যতা সৃষ্টি হয়েছে। কারণ তাঁদের অনুসরণই সুন্নাহ্‌র মধ্যে বিভ্রান্তি ঢুকতে দেয়নি।

ঘ. লেখনী

হাদিস সংরক্ষণের চতুর্থ পদ্ধতি হলো হাদিসের লিখিত রূপ। অনেক সংখ্যক সাহাবি নবি সা.-এর বাণী শোনার পর সেই কথাসমূহ লিখে রাখতেন।

নবি সা. প্রথম দিকে তাঁর কিছু সাহাবিকে হাদিস নয়; শুধু কুরআনের আয়াত লিখে রাখতে বলেছিলেন। হাদিসের কর্তৃপক্ষীয় ক্ষমতা অবশ্যই ছিল এবং আছে। নবি সা. হাদিসসমূহকে মৌখিকভাবে বর্ণনা করার ব্যাপারে তখন অনুমোদন দিয়েছিলেন। এই সম্পর্কিত হাদিসটির পূর্ণরূপ নিম্নে দেয়া হলো :

> তোমরা যা আমার কাছ থেকে শুনেছো, তা লিখে রেখো না। কেউ আমার কথা শুনে লিখে রেখে থাকলে, তা তোমরা মুছে ফেলো। আমার কথা তোমরা মৌখিকভাবে অন্যের নিকট বর্ণনা কর। কিন্তু যে ব্যক্তি সচেতনভাবে আমার উপর মিথ্যা আরোপ করে; সে তাঁর আসনকে দোজখের মধ্যে নির্ধারিত করে নেয়[১৬]।

---

[১৬] See Sahih of Muslim V. 2, p-414

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

নবি সা. তাঁর বাণীকে মৌখিকভাবে পৌঁছে দেয়ার কথা হাদিসটিতে বলায় সুন্নাহ্‌র অপরিহার্যতা যে অপরিসীমতাই স্পষ্টায়িত হয়। কুরআন যেহেতু স্বতন্ত্র কোনো বই আকারে নাযিল হয়নি এবং নবুওয়াতের প্রথমদিকে সাহাবিগণও কুরআনের শৈলী সম্পর্কে তত অবহিত ছিলেন না। তখন কোনো কোনো সাহাবি কুরআনের বাণীর সাথে সাথে হাদিসও লিখে রাখতেন। কুরআনের কিছু আয়াতের নবি সা. কৃত ব্যাখ্যা তাঁরা লিখে রেখেছিলেন; যেখানে কুরআনের আয়াত ও নবি সা.-এর ব্যাখ্যাকৃত বাক্যের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয় নি। এ ব্যাপারে আশঙ্কা ছিল যে, এটি কুরআনের ভাষ্যকে হাদিসের সঙ্গে মিলে যাবার ব্যাপারে একটি সন্দেহ সৃষ্টি করতে পারে।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই হযরত মুহাম্মদ সা. এই চর্চাটি বন্ধ করে দিয়েছিলেন এবং কুরআন ব্যতীত অন্য কোনো কিছু লিখে রাখলে তা মুছে ফেলতে বা বাদ দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এটিও মনে রাখা দরকার যে, তখন কাগজও পরিমাণে খুব কম পাওয়া যেত। এমনকি কুরআনের আয়াতও চামড়ায়, কাঠের তক্তায়, প্রাণীর হাড়ে এবং কখনো কখনো পাথরের উপর লিখে রাখা হতো। এই সবগুলো বিষয়কে পুস্তকাকারে সংকলন করা খুব কঠিন ছিলো। একইভাবে যদি হাদিসও লিখে রাখা হতো; তাহলে কুরআন ও হাদিসের বাক্য-বাণীর মধ্যে পার্থক্য করাও কঠিন হয়ে পড়তো। কুরআনের শৈলীর সঙ্গে কম পরিচয়ের কারণেও এই সন্দেহ সৃষ্টি হবার অবকাশ ছিলো।

এই কারণে নবি সা. তাঁর সাহাবিদেরকে হাদিস লিখে রাখতে নিষেধ করেছিলেন। এবং তাঁদের সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে নির্ভরযোগ্যভাবে উল্লিখিত তিন প্রকারের মধ্যে সীমিত রাখতে বলেছিলেন।

কিন্তু এসবই ছিল হযরত মুহাম্মদ সা.-এর নবুওয়াতের প্রথম যুগে। কিন্তু যখন সাহাবিগণ কুরআনের শৈলীর সাথে ঘনিষ্ঠ হতে শুরু করলেন এবং লেখার কাগজের সরবরাহও ভালো পরিমাণে হতে থাকলো; তখন হাদিস লিখে রাখার ব্যাপারে অল্পকালস্থায়ী সতর্কতা ব্যবস্থাকে রহিত করা হলো। কারণ তখন হাদিস ও কুরআনের পাঠ মিলে যাবার সম্ভাবনার সন্দেহও দূরীভূত হয়ে গিয়েছিল।

এই সময়ে নবি সা. তাঁর সাহাবিগণকে হাদিস লিখে রাখার জন্যে নির্দেশ দিলেন। এ সম্পর্কে নবি সা.-এর কিছু নির্দেশনা নিচে দেয়া হলো :

১. আনসারদের মধ্যকার একজন সাহাবি নবি সা.-কে বললেন যে, তিনি তাঁর কাছ থেকে কিছু হাদিস শুনেছিলেন; কিন্তু তিনি মাঝে মাঝে তা ভুলে যান। নবি

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

সা. তাঁকে বললেন : 'তুমি তোমার ডান হাতের সাহায্য চাও এবং তা লিখে রাখ'।

২. নবি সা.-এর বিখ্যাত সাহাবি রাফে ইবনে খাদিজ রা. বলেছেন যে, আমরা আপনার (নবি সা.) কাছ থেকে অনেক কিছু শুনি; আমরা কি সেগুলো লিখে রাখবো? নবি সা. বললেন : তোমরা লিখে রাখতে পার; এতে কোনো ক্ষতি নেই[১৭]।

৩. 'হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত যে নবি সা. বলেছেন: লিখে রাখার মাধ্যমে জ্ঞানকে সংরক্ষণ কর'[১৮]।

৪. আবু রাফে নবি সা.-এর কাছে হাদিস লিখে রাখতে অনুমতি প্রার্থনা করলেন। নবি সা. তাঁকে তা করতে অনুমতি দিলেন[১৯]।

এটিও বর্ণিত আছে যে, আবু রাফে রা. কর্তৃক লিখিত হাদিস অন্যান্য সাহাবিরাও লিখে রাখতেন। সালমা বলেছেন :

> আমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের কাছে কিছু কাঠের ফলক দেখতে পেলাম। তিনি আবু রাফের কাছ থেকে যে হাদিসগুলো সংগ্রহ করেছিলেন; নবি সা.-এর সেই কথা ও কাজকে তিনি কাঠের ফলকে লিখে রেখেছিলেন[২০]।

৫. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আল আস থেকে বর্ণিত আছে যে, নবি সা. তাঁকে বলেছেন : জ্ঞানকে সংরক্ষণ কর। তিনি প্রশ্ন করেছিলেন : কিভাবে তা সংরক্ষণ করব? নবি সা. বললেন : লেখার মাধ্যমে[২১]।

অন্য একটি বর্ণনায় তিনি বলেন :

> আমি নবি সা.-এর নিকট এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম আমি আপনার হাদিস বর্ণনা করতে চাই। সে জন্য আমি আমার স্মরণ শক্তির পাশাপাশি হাদিসগুলো লিখে রাখতে ইচ্ছা পোষণ করি।

---

[১৭] সুয়ূতি, তাদরিবুর রাবি, পৃ. ২৮৬; আলমুহাদ্দেস আল ফাদেল, পৃ. ৩৬৯।

[১৮] ইবনে আবদুল বার, জামেউ বয়ানুল ইলম, খণ্ড ১, পৃ. ৭২; আল মুহাদ্দেস আল ফাদেল, পৃ. ৩৬৮।

[১৯] তিরমিজি, খণ্ড - ২, পৃ. ১০৭।

[২০] ইবনে সাআদ, তাবাকাত, খণ্ড ২, পৃ. ৩৭১।

[২১] হাকিম, মুস্তাদরাক, খণ্ড ১, পৃ. ১০৬; ইবনে আবদুল বার, [illegible], খণ্ড ১, পৃ. ৭৩।

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

আপনি কি আমাকে এর অনুমোদন দেবেন? নবি সা. জবাব দিলেন; যদি এটি আমার হাদিস হয়ে থাকে, তবে তা তুমি মনে রাখার সাথে সাথে লিখেও রাখতে পারো[২২]।

৬. এজন্যই তিনি হাদিস লিখে রাখতেন। তিনি নিজেই বলেছেন : আমি যে কথাই নবি সা.-এর কাছ থেকে শুনতাম, তা-ই লিখে রাখতাম এবং তা মুখস্থ করে ফেলতাম। কিছু কোরাইশ আমাকে নিবৃত্ত করে বলেছে যে, "মি কি নবি সা.-এর কাছ থেকে যা শুন, সবকিছুই লিখে রাখো; তিনিও তো একজন মানুষ; অন্য মানুষের মতো তিনিও তো কখনো রাগের মধ্যে থাকতে পারেন[২৩]?

তাঁরা বুঝাতে চেয়েছে যে, নবি সা. তাঁর ক্রোধের সময় কিছু কথা বলতে পারেন, যেগুলো আসলে তিনি বিশেষভাবে বলতে চান নি। সেজন্য একজনকে নবি সা.-এর হাদিস লিখতে বিবেচনাপ্রবণ হতে হবে। আবদুল্লাহ ইবনে আমরা তাঁদের এ মতামতকে নবি সা.-এর কাছে পৌছে দিলেন। এর জবাব নবি সা. বললেন : যাঁর হাতে আমার জীবন, তাঁর শপথ করে বলছি, আমার ওষ্ঠ থেকে সত্য ব্যতীত অন্য কিছু বের হয় না। তাই তা লিখে রাখো।[২৪] সেজন্য বলা যায়, নবি সা. তাঁর প্রতিটি বাণীকে দ্বিধামুক্তভাবে লিখে রাখার জন্যে তাঁর সাহাবিদেরকে নির্দেশ প্রদান করেছিলেন।

এই আদেশকে সংরক্ষণ করতে গিয়ে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর অনেক সংখ্যক হাদিস নিয়ে একটি বই সংকলণ করলেন এবং বইটির নাম দিলেন আল *সাহিফাহ আল সাদিকাহ*। এই বই সম্পর্কে কিছু বিষয় পরবর্তী পর্বে বলা হবে ইনশাল্লাহ।

৭. মক্কা বিজয়ের সময় (৮ম হিজরি) নবি সা. তাঁর একটি ভাষণে মানবাধিকার সহ শরিয়তের কিছু নির্দেশনা দিয়েছেন। আবু শাহ নামে ইয়েমেনের এক ব্যক্তি সেই সমাবেশে নবি সা.-কে অনুরোধ করেছিলেন, সেই ভাষণের লিখিত রূপ প্রদান করবার জন্যে। তখন নবি সা. তাঁর সাহাবিগণকে নির্দেশ দিলেন : আবু শাহ-এর জন্য ভাষণটি লিখে রাখো[২৫]।

[২২] সুনানে দারিমি, খণ্ড ১, অধ্যায় ৪৩, পৃ. ১০৪।

[২৩] আবু দাউদ, অধ্যায় : জ্ঞান, খণ্ড ২, পৃ. ১৫৬-১৫৭।

[২৪] আবু দাউদ, খণ্ড ২, পৃ. ৫১৩; ইবনে সাআদ, তাবাকাত, খণ্ড ৪, পৃ. ২৬২; হাকিম, মুস্তাদরাক, খণ্ড ১, পৃ. ১০৫-১০৬; আল মুহাদ্দেস আল ফাদেল, পৃ. ৩৬৪-৬৬।

[২৫] বুখারি, অধ্যায় : জ্ঞান, অনুচ্ছেদ : জ্ঞান লিপিবদ্ধকরণ, খণ্ড -১, পৃ. ২২।

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

এই সাতটি উদাহরণ প্রমাণের জন্য যথেষ্ট যে, হাদিস লিখে রাখার বিষয়টিকে নবি সা. শুধু অনুমোদনই প্রদান করেন নি; বরং তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন। প্রথম দিককার নিষেধের কারণ এটিই ছিলো যে, যাতে কুরআন ও হাদিসের বাণীর মধ্যে কোনটি কুরআনের কোনটি হাদিসের-এ বিষয়ে সন্দেহের সৃষ্টি না হয়। অল্পকালস্থায়ী এই সন্দেহের ভয় থেকে মুক্ত হবার পর থেকে হাদিস লিখে রাখার নিষেধাজ্ঞাটি রহিত হলো এবং সাহাবিগণ লিখিত আকারে হাদিস সংরক্ষণের ব্যাপারে দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ হলেন।

নবি সা.-এর যুগে হাদিস সংকলন

হাদিস সংরক্ষণের ব্যাপারে নবি সা.-এর সাহাবিগণ কর্তৃক ব্যবহৃত বিভিন্ন পদ্ধতির কথা আমরা আলোকপাত করেছি। এ ব্যাপারে একটি বস্তুনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণ এটি প্রমাণ করে যে, যদিও লিখে রাখা হাদিস সংরক্ষণের একমাত্র মাধ্যম ছিলো না; কিন্তু এটি কখনোই অবহেলিতও ছিলো না। নবি সা. কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়ে অনেক সংখ্যক সাহাবি হাদিসকে সংরক্ষণের প্রয়োজনে তা লিখে রেখেছিলেন।

হাদিস সংকলনের ব্যাপারে সাহাবিদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার কথা পাঠ করলে আমরা দেখি যে, হাজার হাজার হাদিস নবি সা. এবং চার খলিফার যুগে লিখিত হয়েছিল। এই বিষয়গুলো সম্পর্কে তথ্য সন্নিবেশিত করলে বিশাল আকারের গ্রন্থ হয়ে যাবে, যার অবকাশ এখানে নেই। বরং আমরা সে সময়ের হাদিস সংকলনের কিছু উল্লেখযোগ্য তথ্য এখানে উপস্থাপন করব। এটি এই বিষয়টিকে খণ্ডন করবে যে, প্রথম তিন শতাব্দীতে হাদিস সংকলিত হয় নি।

নবি সা.-এর নির্দেশনা

এটিও সত্য যে, একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক হাদিস নবি সা.-এর সরাসরি নির্দেশনা ও প্রণোদনায় লিখিতরূপে সংরক্ষিত হয়েছিল। এখানে এ সম্পর্কে কিছু দৃষ্টান্ত দেয়া হলো :

যাকাত (সাদাকা) সংক্রান্ত বই

১. যাকাত আদায়, যাকাতের পরিমাণ এবং কি কি জিনিসের যাকাত দিতে হবে; সে বিষয়ে শরিয়তের বিধান বিশ্বনবি সা. বিশদভাবে দিয়েছেন। এই তথ্যসমৃদ্ধ বইটির নাম ছিলো : যাকাত (সাদাকাহ) সংক্রান্ত বই। আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলেছেন :

> নবি সা. যাকাত (সাদাকা) সংক্রান্ত বই-এর ব্যাপারে নির্দেশনা দিয়েছিলেন। তাঁর ওফাতের পর বিভিন্ন গভর্নরের কাছে তা পাঠানো

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

হয়েছিল। এটির সঙ্গে তিনি তাঁর তরবারিও সংযুক্ত করেছিলেন। নবি সা.-এর ওফাতের পর আবু বকর রা. এবং ওমর রা. তাঁদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেছিলেন। এই বইতে এটি উল্লিখিত আছে যে, পাঁচটি উটের জন্যে একটি ছাগল যাকাত হিসেবে আদায় করতে হবে[২৬]।

এই তথ্যসমূহের পাঠ সুনানে আবু দাউদ সহ বিভিন্ন হাদিসগ্রন্থে উল্লিখিত আছে। হাদিসের বিখ্যাত পণ্ডিত ইমাম জুহরি তাঁর ছাত্রদেরকে এই বই থেকে পাঠ দিতেন। তিনি বলতেন :

মহানবি সা. কর্তৃক নির্দেশনায় যাকাত সংক্রান্ত এই বইটি রচিত হয়েছে। এটির মূল পাণ্ডুলিপি সাইয়্যেদেনা উমর রা.-এর সন্তানদের কাছে আছে। উমরের নাতি সালিম তা আমাকে শিক্ষা দিয়েছিলো। আমি এগুলো মুখস্থ করে নিয়েছি। ওমর বিন আবদুল আজিজ এই বইটির একটি কপি উমরের দুই নাতি সালিম ও আব্দুল্লাহর কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। আমার কাছে সেই কপিটিই আছে[২৭]।

আমর বিন হাজমের পাণ্ডুলিপি

মুসলমানদের দ্বারা নাজরান যখন বিজয় লাভ করলো, তখন (১০ম হিজরি) নবি সা.-এর সাহাবি আমর বিন হাজমকে ইয়ামন প্রদেশের গভর্নর করা হলো। এ সময় নবি সা. ওবাই ইবনে কাবকে নির্দেশনা দিয়ে একটি সম্পূর্ণ গ্রন্থ লিখালেন এবং তা আমর ইবনে হাজমের কাছে হস্তান্তর করা হলো।

এই বইটির মধ্যে কিছু সাধারণ উপদেশ ছাড়া পবিত্রতা, নামাজ, যাকাত, উশর, হজ, উমরাহ, জিহাদ, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ, আয়কর, প্রশাসন, শিক্ষা-শরিয়তের প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোকপাত ছিলো।

সাইয়্যেদেনা আমর ইবনে হাজম ইয়েমেনের গভর্নর হিসেবে তাঁর দায়িত্ব এই বইটির আলোকেই পালন করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর এই তথ্যগুলো তাঁর নাতি আবু বকরের কাছে ছিলো; ইমাম জুহরি তাঁর কাছ থেকে এটির জ্ঞান শিক্ষা লাভ করেছিলেন এবং অবিকল লিখে নিয়েছিলেন। তিনি তাঁর ছাত্রদেরকে এই গ্রন্থটি থেকে শিক্ষা দিতেন[২৮]।

---

[২৬] তিরমিজি, অনুচ্ছেদসমূহ : যাকাত, অনুচ্ছেদ : ঘোড়ার যাকাত প্রসঙ্গ, পৃ. ১৩৫।

[২৭] আবু দাউদ, অধ্যায় : যাকাত, খণ্ড - ১, পৃ. ২১৮-২০।

[২৮] ড. হামিদুল্লাহ, আল ওয়াছায়েক আসসিয়াসিয়াহ ফিল ইসলাম, পৃ. ১০৪-১০৯।

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

অন্যান্য গভর্নরের প্রতি লিখিত নির্দেশপত্র

একইভাবে, বিভিন্ন প্রদেশের গভর্নর হিসেবে নবি সা. তাঁর যে সমস্ত সাহাবিদেরকে নিয়োগ দিতেন; তাঁদেরকে একটি লিখিত নির্দেশপত্র দিতেন; যার উপর ভিত্তি করে তাঁরা তাঁদের প্রশাসনিক ও বিচারগত দায়িত্ব পালন করতেন। আলা ইবনে আল হাজরামিকে আবু হুরায়রা রা.-এর অধীনস্ত করে হাজর এর জরাথুষ্ট্র ধর্মাবলম্বীদের কাছে যখন তিনি পাঠালেন; তখন শরিয়তের যাকাত ও উশর সংক্রান্ত নির্দেশপত্রসহ একটি গ্রন্থ তাঁর হাতে দিয়েছিলেন[২৯]।

একইভাবে যখন তিনি মুয়াজ ইবনে জাবাল ও মালিক ইবনে মুরাবাহ্ কে ইয়ামেনে পাঠিয়েছিলেন, তখনো নবি সা. তাঁদেরকে শরিয়তের বিধান সম্বলিত নির্দেশপত্র দিয়েছিলেন[৩০]।

কতিপয় প্রতিনিধির উদ্দেশ্যে লিখিত নির্দেশপত্র

আরবের কতিপয় গোত্রের লোক যারা মদিনা থেকে দূরে বাস করতো, তাঁরা ইসলাম গ্রহণের পর নির্দেশনার জন্যে নবি সা.-এর কাছে তাঁদের প্রতিনিধি পাঠাতেন। সে প্রতিনিধিরা মদিনাতে কিছুদিন থাকতেন; সেখানে থেকে কুরআন ও হাদিসের শিক্ষা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতেন। তাঁরা বাড়ি ফিরে যাবার আগে নবি সা.-কে অনুরোধ করতেন; তাঁদের ও তাঁদের গোত্রের জন্যে কিছু নির্দেশনা প্রদানের জন্যে। নবি সা. তাঁদের সে অনুরোধ রাখতেন এবং তাঁদের প্রয়োজন মোতাবেক তাঁদেরকে শরিয়াতের বিধান অনুযায়ী নির্দেশনা প্রদান করতেন।

১. হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর ইয়েমেন থেকে এসে বাড়ি ফিরে যাবার পূর্বে নবি সা.-কে অনুরোধ করলেন : আমার গোত্রের লোকদের জন্যে আমাকে একটি নির্দেশনা পুস্তক দিন। নবি সা. সাইয়্যেদেনা মুয়াবিয়াকে শরিয়তের তিনটি প্রমাণপত্রের নির্দেশনা দিলেন। একটি প্রমাণপত্রের মধ্যে ওয়াইল ইবনে গুজরের ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধানপত্র ছিলো। অন্য দুটো নির্দেশনাপত্রে নামাজ, যাকাত, মদ্যপান, সুদি লেনদেন-প্রভৃতি শরিয়তের বিভিন্ন বিষয়ের দিকনির্দেশনা ছিলো[৩১]।

---

[২৯] ইবনে সাআদ, তাবাকাত, খণ্ড ১, পৃ. ২৬৩।

[৩০] প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃ.২৬৫।

[৩১] প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃ. ২৮; ড. হামিদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬-৩০ নম্বর ১৩১।

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

২. আব্দুল কোয়েছ গোত্রের মুনকিজ ইবনে হায়ান নবি সা.-এর কাছে এলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করলেন। তাঁর বাড়িতে ফিরে যাবার পূর্বে নবি সা. তাঁকে শরিয়তের বিধান সম্পৃক্ত একটি লিখিত নির্দেশনামা দিলেন। তিনি তা তাঁর গোত্রের কাছে নিয়ে গেলেন। কিন্তু সেকথা প্রথমে তিনি কাউকে প্রকাশ করলেন না। তাঁর চেষ্টায় তাঁর শ্বশুর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলো। তিনি সে নির্দেশপত্রটি তাঁকে দিলেন। তাঁর শ্বশুর নবি সা.-এর সেই নির্দেশপত্রটি তাঁর গোত্রের সামনে পেশ করলেন; অতপর সেই গোত্রের লোকজনও ইসলাম গ্রহণ করলো। এরপর আবদুল কায়েছের বিখ্যাত প্রতিনিধিদল নবি সা.-এর কাছে এলেন। এ সম্পর্কে বোখারী ও মুসলিম শরীফে বিস্তৃত তথ্য পাওয়া যায়[৩২]।

৩. ঘামিদ গোত্রের প্রতিনিধিরা নবি সা.-এর কাছে এলেন এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন। নবি সা. তাঁদের কাছে উবাই ইবনে কাব-কে পাঠালেন, যিনি তাঁদেরকে কুরআন শিক্ষা দিলেন। এছাড়াও নবি সা. তাঁদের জন্য একটি নির্দেশনাপুস্তক দিলেন যার মধ্যে ইসলামের বিধিবিধান ছিলো[৩৩]।

৪. খাতাম গোত্রের প্রতিনিধিরা নবি সা.-এর কাছে আসলেন। তাঁরা বললো: আমরা আল্লাহতে বিশ্বাস করি, তাঁর রসুলেও এবং যা তিনি আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে পেয়েছেন; তাতেও বিশ্বাস স্থাপন করেছি। তাই আমাদের জন্য একটি নির্দেশপত্র দিন, যাতে আমরা তা অনুসরণ করতে পারি। নবি সা. তাঁদের জন্য একটি নির্দেশপত্র লিখে দিলেন। জারির ইবনে আবদুল্লাহ এবং অন্যান্য যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা এ নির্দেশনাটির সাক্ষী ছিলেন[৩৪]।

৫. সোমালাহ ও হুড্ডান গোত্রের প্রতিনিধিরা মক্কা বিজয়ের পর আসলেন। তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করলেন। নবি সা. তাঁদের জন্য যাকাতের নিয়ম সম্বলিত একটি নির্দেশনামা দিলেন। সাইয়্যেদেনা সাবিত বিন কায়েছ নির্দেশনামাটি লিখেছেন। সাদ বিন উবাদাহ এবং মুহাম্মদ ইবনে মাসলামাহ এই নির্দেশনামার প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন[৩৫]।

৬. আসলাম গোত্রের প্রতিনিধিদের জন্যও নবি সা. নির্দেশিত একটি নির্দেশনামা দেয়া হলো; যার সাক্ষী ছিলেন আবু ওবায়দা ইবনে যাররাহ এবং উমর ইবনে খাত্তাব।

---

[৩২] মিরকাত, খণ্ড ১, পৃ. ৮৮; নববি, সারহু মুসলিম, খণ্ড ১, পৃ. ৩৩।

[৩৩] ইবনে সাআদ, তাবাকাত, খণ্ড ১, পৃ. ৩৪৫।

[৩৪] প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃ. ৩৪৮।

[৩৫] প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃ. ৩৫৩।

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

এই সামান্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত সামগ্রিক বিষয়বাহী নয়। তাবাকাত ইবনে সাদ নামক গ্রন্থে এই বিষয়ে অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে।

এই সবগুলো দৃষ্টান্তই এমন যে, যেখানে নবি সা. স্বয়ং ইসলামি আইন সংক্রান্ত নির্দেশনামা দিয়েছিলেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে নবি সা. অনেক সংখ্যক অফিসিয়াল নির্দেশনামাও দিয়েছিলেন। এই সমস্ত নির্দেশনামাগুলো সুন্নাহ্‌র অংশ এবং সেখান থেকে অনেক ইসলামি আইনি বিধান নির্দেশিত হয়েছে। এ ব্যাপারে কেউ যদি আরো প্রত্যয়ী হতে চান, তবে তিনি ড. মুহাম্মদ হামিদুল্লাহর 'আল ওয়াসাইক আল সিয়াসিয়াহ' বইটি পড়ে দেখতে পারেন।

নবি সা.-এর সাহাবিগণ কর্তৃক সংকলিত হাদিস

ইতিপূর্বের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, নবি সা. শুধু অনুমোদনই করেন নি; বরং তাঁর সাহাবিদেরকে হাদিসসমূহ লিখে রাখার ব্যাপারে প্রত্যয়ী করেছেন। এজন্য সাহাবিগণ সব সময় হাদিস লিখে রাখতেন। তাঁদের সেগুলোর কিছু সংখ্যক নিয়ে বই আকারে সংকলনও বেরিয়েছিলো। এ সম্পর্কে কিছু দৃষ্টান্ত দেয়া হলো :

আবু হুরায়রা রা.-এর পাণ্ডুলিপি

এটি সর্বজনবিদিত যে, নবি সা.-এর সাহাবিগণের মধ্যে আবু হুরায়রা রা.-এর মতো এতো অধিকসংখ্যক হাদিস কেউ বর্ণনা করেন নি। তাঁর বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা প্রায় ৫,৩৭৪। এর কারণ হলো ইসলাম গ্রহণের পর থেকেই তিনি তাঁর সমগ্র জীবনকে হাদিস শেখা ও সংরক্ষণের কাজে ব্যয় করেছিলেন। অন্যান্য বিখ্যাত সাহাবিদের মতো তিনি কোনো অর্থনীতিক প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করেন নি। তিনি মসজিদেই থাকতেন: নবি সা.-এর বাণীসমূহ শ্রবণ এবং তাঁর পরিপার্শ্বের ঘটনাসমূহ পর্যবেক্ষণের জন্যে। তিনি ক্ষুধার্ত থেকেছেন এবং অতি কষ্টে জীবন যাপন করেছেন। কিন্তু তিনি যে কাজ শুরু করেছেন, তা তিনি কখনো বাদ দেন নি।

স্পষ্ট ও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ আছে যে, তিনি লিখিতভাবে হাদিস সংরক্ষণ করতেন। হাসান ইবনে আমর নামে তাঁর এক ছাত্র এ সম্পর্কে বলেন :

আবু হুরায়রা রা. তাঁকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন এবং নবি সা.-এর হাদিসের অনেক সংখ্যক গ্রন্থ তিনি তাঁকে দেখালেন[৩৬]।

[৩৬] ইবনে আবদুল বার, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃ. ১৭৪; ইবনে হাজর, ফতহুল বারি, খণ্ড ১, পৃ.-১৮৪।

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

এটি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, আবু হুরায়রা রা.-এর কাছে হাদিসের অনেক সংখ্যক পাণ্ডুলিপি ছিলো। তাঁর অনেক শিষ্য সেখান থেকে সংকলন করে, অনেক পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছিলেন - এটিও একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য ঘটনা।

আবদুল্লাহ ইবনে আমরের পাণ্ডুলিপি

পূর্বে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আবদুল্লাহ ইবনে আমর নবি সা. কর্তৃক হাদিস লিখে রাখার ব্যাপারে বিশেষভাবে নির্দেশিত ছিলেন। তিনি হাদিসসমূহের একটি বড় সংকলন করেছিলেন : যার নাম : *আল সাহিফাহ আল সাদিকাহ* বা 'সত্যের পাণ্ডুলিপি'। আবদুল্লাহ ইবনে আমর হাদিস সংরক্ষণের ব্যাপারে খুবই সতর্ক ছিলেন। তাঁর এক প্রিয় ছাত্র এ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন : আমি আবদুল্লাহ ইবনে আমর এর বাড়িতে গেলাম এবং তাঁর বালিশের নিচ থেকে একটি পাণ্ডুলিপি নিলাম। তিনি আমাকে থামালেন। আমি বললাম : আপনি আমার কাছ থেকে কোনো কিছু লুকাতে পারবেন না। তিনি জবাব দিলেন :

> এটি হলো সাদাকাহ (সত্যের পাণ্ডুলিপি)। এটি সেই বই, যা আমি নবি সা.-এর কাছ থেকে শুনেছি। অন্য কোনো বর্ণনাকারী নবি সা. এবং আমার মধ্যে এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট হয় নি। এই বইতে আল্লাহ তায়ালার কিতাব এবং ওয়া হাজ বা রাসূলের কৃষিভূমি বিষয়ে সংরক্ষিত আছে। আমি পৃথিবীর অন্য কোনো ব্যাপারে দুশ্চিন্তা করি না[৩৭]।

এই পাণ্ডুলিপিটি তাঁর সন্তানদের কাছে ছিল। তাঁর নাতি আমর ইবনে শোয়াইব এই গ্রন্থ থেকে অন্যদেরকে শিক্ষা দিতেন। ইয়াহইয়া ইবনে মাইন এবং আলী ইবনে আল মাদিনি বলেছেন যে, যেকোনো হাদিসের বইতে তাঁর যে হাদিস পাওয়া যায়, তা এই বইটি থেকেই নেয়া[৩৮]। ইবনে আল আছির বলেছেন যে, তাঁর এই পাণ্ডুলিপিতে এক হাজার হাদিস রয়েছে[৩৯]।

আনাস রা.-এর পাণ্ডুলিপি

নবি সা.-এর যে সমস্ত সাহাবি লিখতে পারতেন, তাঁদের মধ্যে আনাস ইবনে মালিক অন্যতম। যখন আনাসের বয়স দশ; তখন তাঁর মা তাঁকে নবি সা.-এর কাছে নিয়ে আসেন। তিনি নবি সা.-এর কাছে দশ বছর ছিলেন। তিনি এ দশ বছরে অনেক

---

[৩৭] প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃ. ৭২; ওসুদুল গাবা, খণ্ড ৩, পৃ. ২৩৩-৩৪।

[৩৮] তাহজিবুত তাহজিব, খণ্ড ৮, পৃ. ৪৯-৫৩।

[৩৯] ওসুদুল গাবা, খণ্ড ৩, পৃ. ২৩৩।

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

হাদিস শুনেছেন এবং তা তিনি লিখে রেখেছেন। তাঁর এক ছাত্র সাইদ ইবনে হিলাল বলেন :

> আমরা যখন তাঁকে জোর দিয়ে বললাম, তখন আনাস কিছু নোট বুক বা পাণ্ডুলিপি আমাদের কাছে আনলেন এবং বললেন; এইগুলো সেই হাদিস, যা আমি নবি সা.-এর কাছ থেকে শুনেছি এবং লিখে রেখেছি। অতপর আমি নবি সা.-এর কাছে এগুলোকে নিশ্চিতকরণের জন্যে দিয়েছিলাম[৪০]।

এখান থেকে এটি স্পষ্ট হয় যে, আনাস রা. শুধু বহুসংখ্যক হাদিসই তাঁর বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে লিখে রাখেন নি; বরং সেগুলো নবি সা.-কে দেখিয়ে হাদিসগুলোর শুদ্ধির ব্যাপারে নিশ্চিতও হয়েছিলেন।

আলী রা.-এর পাণ্ডুলিপি

এটি সর্বজনবিদিত যে, হযরত আলী রা.-এর কাছে হাদিসের একটি পাণ্ডুলিপি ছিলো। তিনি বলেছেন : 'আমি নবি সা.-এর এমন বাণীগুলোই এখানে লিপিবদ্ধ করেছি, যেগুলোর মর্মার্থ কুরআনের বক্তব্যের সমান্তরাল'[৪১]।

ইমাম বুখারি রা. তাঁর সংকলিত বুখারি শরীফের ছয় জায়গায় এই গ্রন্থটির কথা বলেছেন। এই ছয় জায়গার বক্তব্য থেকে এটি স্পষ্ট হয় যে, তাঁর পাণ্ডুলিপিটি বৃহৎ আকারের এবং গভীর বুদ্ধিবৃত্তিক গুণসম্পন্ন এবং সেখানে কিসাস, (হত্যার বদলে হত্যা) দিয়াত (রক্তমূল্য : ক্ষতিপূরণ) এবং ফিদিয়া (মুক্তিপণ) সম্পর্কে আলোচনা আছে। ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকের অধিকার সম্পর্কে এতে আছে, কিছু বিশেষ উত্তরাধিকার আইন সংক্রান্ত বিধিমালার কথাও এতে সন্নিবিষ্ট আছে। বিভিন্ন বয়সের উটের যাকাত দেয়া সম্পর্কিত বিধান এবং মদিনা নগরের পবিত্রতার বিভিন্ন নিয়মও এই বইতে রয়েছে।

হযরত মুহাম্মদ সা.-এর জীবদ্দশায় হযরত আলী রা. এই পাণ্ডুলিপিটি লিখেছিলেন। তাঁর খিলাফতের সময়ে তিনি অনুভব করলেন যে, ইসলামি জ্ঞানের পরিধিকে বিস্তৃত করার জন্যে হাদিসের জ্ঞানকে চারিদিকে ছড়িয়ে দিতে হবে। বিভিন্ন ভুলধারণা সংশোধনের জন্যেও হাদিসকে তিনি অতি গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন।

---

[৪০] হাকিম, মুস্তাদরাক, খণ্ড ৩, পৃ. ৫৭৩-৭৪।

[৪১] বুখারি, অধ্যায় : জিহাদ, অনুচ্ছেদ : যে ওয়াদা লঙ্ঘন করে; খণ্ড ১, পৃ. ৪৫১।

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে সাদ বলেছেন যে, তিনি মসজিদে ছিলেন এবং একটি বক্তৃতা দিলেন; তখন তিনি লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন :

'মাত্র এক দিরহামের বদলে কে জ্ঞান কিনবে'? এ বক্তব্য দিয়ে তিনি এটিই বুঝাতে চেয়েছেন যে, কেউ যদি হাদিস শিখতে চায়, তাহলে তাঁকে এক দিরহাম দিয়ে কাগজ কিনতে হবে এবং তাঁর কাছে তা নিয়ে এলে তিনি নবি সা.-এর হাদিসের ব্যাপারে নির্দেশনা দেবেন।

এটি বর্ণিত আছে যে, হারিছ আল আওয়ার কিছু কাগজ নিয়ে তাঁর কাছে এলেন।

আলী রা. তাঁর জন্য জ্ঞানের অনেক কিছু সেখানে লিখে দিলেন[৪২]। এটি মনে রাখা দরকার যে, ইসলামের ইতিহাসের প্রাথমিক যুগে 'জ্ঞান' বলতে হাদিসের জ্ঞানকেই বুঝানো হতো[৪৩]।

জাবির রা.-এর পাণ্ডুলিপি

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ নবি সা.-এর বিখ্যাত সাহাবিদের একজন, যিনি বহুসংখ্যক হাদিস বর্ণনা করেছেন। এটি প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি দুটো পাণ্ডুলিপিতে হাদিসগুলো সংকলন করেছিলেন। একটি পাণ্ডুলিপি ছিল নবি সা.-এর শেষ হজ্জ পালনের খুঁটিনাটি বিষয়বস্তু নিয়ে। এই পাণ্ডুলিপির সম্পূর্ণটাই 'সহিহ মুসলিম' শরীফে আছে; যেখানে বিস্তারিতভাবে নবি সা.-এর বিদায় হজ্জের বাণী সংকলিত আছে[৪৪]।

তাঁর দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপিতে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত হাদিস রয়েছে। জাবির রা.-এর বিখ্যাত ছাত্র কাতাদাহ বলেছেন :

> আমি পবিত্র কুরআনের সুরা বাকারার চেয়ে জাবির রা.-এর পাণ্ডুলিপিটি অধিক স্মরণ করতে পারি[৪৫]।

এ বই এর প্রসঙ্গ মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাক গ্রন্থে রয়েছে; যেখানে এ গ্রন্থের অনেক হাদিসের কথা উল্লিখিত আছে[৪৬]।

---

[৪২] ইবনে সাআদ, তাবকাত, খণ্ড ৬, পৃ. ১৬৮।

[৪৩] প্রাগুক্ত, খণ্ড ৫, পৃ. ৪৬৯।

[৪৪] মুসলিম, অধ্যায় : হজ, পৃ. ৩৯৪-৪০০।

[৪৫] তাহাজিবুততাহজিব, খণ্ড ৮, পৃ. ৩৫৩।

[৪৬] মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক, খণ্ড ১১, হাদিস - ২০২৭৭।

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

ইবনে আব্বাসের রা. পাণ্ডুলিপি

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ছিলেন নবি সা.-এর চাচাতো ভাই। যখন নবি সা. ওফাৎ বরণ করেছেন; তখন তিনি যুবক ছিলেন। হাদিস সংরক্ষণের জন্যে তিনি একটি সংকলন করেছেন, নবি সা. থেকে যে কথাগুলো তিনি শুনেছেন, সেগুলোর। অন্যান্য সাহাবি কর্তৃক বর্ণিত হাদিসও এখানে রয়েছে। যখন তিনি জানতে পেরেছেন যে, কোনো সাহাবির কাছে হাদিস রয়েছে; তিনি সাথে সাথে সেখানে যেতেন এবং সে হাদিসগুলো শুনতেন। এসমস্ত হাদিস তিনি বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে সংকলিত করেছিলেন।

এই পাণ্ডুলিপি সমূহের সংখ্যা এত বেশি ছিলো যে, এগুলো বহন করার জন্যে উটের প্রয়োজন হতো। তাঁর ছাত্র কুরাইবের কাছে এই পাণ্ডুলিপিগুলো ছিলো। বিখ্যাত ঐতিহাসিক মুসা ইবনে উকবাহ বলেছেন :

> কোরাইবের কাছে ইবনে আব্বাসের এক উট বই ছিলো। যখন আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের কোনো বই এর প্রয়োজন হতো; তখন তিনি কোরাইবকে লিখতেন : আমাকে ঐ ঐ বইগুলো পাঠিয়ে দাও। তখন তিনি বইগুলোর প্রতিলিপি করতেন এবং দুটোর মধ্যে একটি প্রতিলিপি পাঠিয়ে দিতেন[৪৭]।

আব্বাসের ছাত্র এগুলোর প্রতিলিপি করতেন এবং তাঁর সামনে এগুলো পাঠ করতেন, যাতে তিনি পাণ্ডুলিপির শুদ্ধতা নির্ধারণ করে দিতে পারেন[৪৮]।

মাঝে মাঝে ইবনে আব্বাস ছাত্রদের কাছে হাদিস বর্ণনা করতেন, যাতে তাঁরা সেগুলো সংরক্ষণ করতে পারেন[৪৯]।

হাদিস সংকলনের ব্যাপারে এগুলো খুবই স্বল্প পরিমাণের দৃষ্টান্ত, সাহাবিদের মাধ্যমে যে হাদিসসমূহ সংকলিত হয়েছিল। এসমস্ত প্রচেষ্টার কোনো সামগ্রিক বিবরণ আমরা এখানে দেই নি। এ উদ্দেশ্যে বিস্তারিত তথ্যসমৃদ্ধ বই পড়ে দেখা যেতে পারে। কিছু দৃষ্টান্ত দেয়াই আমাদের উদ্দেশ্য ছিলো। এই বস্তুনিষ্ঠ উদাহরণগুলোই যথেষ্ট এই বিভ্রান্তিকে খণ্ডন করতে যে, নবি সা.-এর যুগে লিখিত আকারে হাদিস

---

[৪৭] ইবনে সাআদ, প্রাগুক্ত, খণ্ড ৫, পৃ. ৪৯৩।

[৪৮] তিরমিজি, কিতাবুল ইলাল, খণ্ড ১, পৃ. ২৬১।

[৪৯] সুনানে দারিমি, খণ্ড ১, পৃ. ১০৬; হাদিস ৫১০; খণ্ড ১, পৃ. ১০৫, হাদিস ৫০৫।

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

সংকলিত হয় নি। নবি সা. ও তাঁর সাহাবিদের যুগেই লিখিত আকারে হাদিস সংকলিত হয়েছিল।

সাহাবিদের পরবর্তী যুগে হাদিসের সংকলন

সাহাবিদের পরবর্তী যুগের হাদিসের সংকলন খুবই ব্যাপ্ত ও খুঁটিনাটিতথ্যসমৃদ্ধ ছিলো। প্রত্যেক সাহাবির অনেক সংখ্যক ছাত্র ছিলেন যাঁরা তাঁদের কাছ থেকে শোনা হাদিসসমূহ সংকলিত করে রাখতেন। সাহাবিদের শিষ্যদের বলা হতো *তাবেঈন*।

তাবেয়ীদের সংকলন সাধারণত বিষয়ভিত্তিক ছিলো না। যদিও কেউ কেউ বিষয়ভিত্তিক শিরোনামে হাদিস সংকলন করেছেন। এ ধরনের সংকলনের প্রথম গ্রন্থের নাম : *আল আবওয়াব*, ইমাম শা'বি (১৯-১০৩ হিজরি)। এই বইটি বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত ছিলো। প্রতিটি অধ্যায়ে নির্দিষ্ট বিষয় যেমন নামাজ, যাকাত-প্রভৃতি সম্পর্কে হাদিস সংকলিত থাকত[৫০]।

এতে এটি স্পষ্ট হয় যে, প্রথম শতাব্দীতে সংকলিত হাদিসের প্রথম বইটিই যথেষ্ট নিয়মনীতির সঙ্গে সন্নিবেশিত হয়েছে। অন্য বইটি হাসান বসরী কর্তৃক রচিত হয়েছে। কুরআনের ব্যাখ্যা ও মন্তব্যের সঙ্গে সম্পর্কিত করে এই হাদিসগুলো সংকলিত হয়েছে।[৫১] এটিও ছিলো বিধি অনুযায়ী রচিত নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক গ্রন্থ যা প্রথম শতাব্দীতে রচিত হয়েছিল।

তাবেয়ীদের যুগে হাদিসের সংকলন বিখ্যাত খলিফা উমর ইবনে আবদুল আজিজের (৯৯-১০১ হিজরি) প্রশাসনিক নেতৃত্বে হয়েছিল। তাঁর রাজ্যের সমস্ত গভর্নরকে তিনি রাষ্ট্রীয় নির্দেশ দিয়েছিলেন, যাতে তাঁরা সাহাবি এবং তাঁদের ছাত্রদের সংকলিত হাদিসসমূহকে একত্রিত করে এবং সে একত্রিত করা হাদিসগুলোকে লিখিত রূপ দেয়[৫২]।

এই আইনজারির সুফল এটি যে, হাদিস সংক্রান্ত অনেক বই প্রস্তুত হলো এবং দেশের সমস্ত জায়গায় ছড়িয়ে পড়ল। ইবনে শিহাব আল জুহরি এ যুগের হাদিস সংকলনের একজন পথিকৃৎ ছিলেন। তিনি বেশ কিছু বই লিখেছেন।

---

[৫০] সুয়ূতি, তাদরিবুর রাবি, পৃ. ৪০।

[৫১] ওজাদ আল খতিব আস সুন্নাহ কাবলাততাদবিন, পৃ. ৩৩৮।

[৫২] ইবনে হাজর, ফতহুল বারি, খণ্ড ১, পৃ. ১৭৪।

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

এই সময়ে লিখিত বই ও পাণ্ডুলিপিকে অবলম্বন করে পরবর্তী সময়ে অনেক হাদিসের বই রচিত হয়েছে, যা এ বিজ্ঞানের উৎকর্ষের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। এই সমস্ত বইসমূহের ব্যাপারে যথেষ্ট মনোযোগ দেয়া হয় নি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে লেখা বিশাল আকারের গ্রন্থগুলো ক্রমশ এগুলোর স্থান দখল করল। তাঁদের বইগুলো এত বিস্তৃত ছিল যে, তাবেয়ীদের বই সমূহের প্রয়োজন আর রইল না।

যদিও এই বইসমূহের কিছু কিছু পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে। এই সমস্ত সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি দ্বারা পরবর্তী সময়ের গ্রন্থগুলো তুলনাকৃত হয়ে নিশ্চিতি লাভ করেছে।

তাবেয়ীদের যুগে লিখিত একটি বইএর নাম : *'হাম্মাম ইবনে মুনাব্বি'*। এই বইটি আবু হুরায়রার রা. ছাত্রের লেখা। এই বইটি *'আল সাহিফাহ আল সাহিহাহ'* নামেও পরিচিত। এই বইয়ের সমস্ত হাদিস পরবর্তী সংকলন সমূহে সংকলিত হয়েছিল। এটির মূল পাণ্ডুলিপি 'মুসনাদ ইমাম আহমদে' গ্রন্থে রয়েছে। এটির মূল পাণ্ডুলিপিটি সংরক্ষেণের অভাবে পরবর্তীযুগে বিস্মৃত হয়ে গেছে। এই বই এর দুটো পাণ্ডুলিপি ১৩৭৩ হি. (১৯৫৪ খ্রি.) অব্দে বার্লিন ও দামেস্কের লাইব্রেরিতে আবিষ্কৃত হয়েছিল। এটি ড. মুহাম্মদ হামিদুল্লাহর বিস্তৃত ভূমিকাসহ প্রকাশিত হয়েছে।

শতাব্দী পূর্বে লিখিত এই পাণ্ডুলিপিসমূহকে ড. মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ সম্পাদনা করেছেন। তিনি তাঁদের পাঠকে ইমাম আহমদের মুসনাদের সাথে তুলনা করেছেন। তিনি দুটো পাণ্ডুলিপির মধ্যে কোন বিষয়গত পার্থক্য পান নি। ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না এমন সামান্য পার্থক্য এই দুটো গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে।

এতে এটি প্রমাণিত হয় যে, তাবেয়িদের বই পরবর্তী হাদিস-গ্রন্থসমূহের বিষয়বস্তু গঠনে সহায়তা করেছে। প্রয়োজনীয় সতর্কতা সহকারে এগুলো সংরক্ষিত হওয়ায় এসবের উপর নির্ভর করা যায়।

প্রথম শতাব্দীর হাদিস সংকলন

আমরা এখানে তাবেয়ি কর্তৃক প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে সংকলিত হাদিসগ্রন্থের তালিকা উপস্থাপন করবো। প্রথম শতাব্দীতে তাবেয়িদের দ্বারা নিম্নোক্ত বইগুলো সংকলিত হয়েছে*।

---

* উপর্যুক্ত সংকলন সমূহের তথ্যপঞ্জী

১. জাহবি, তাজকেরাতুল খুফ্ফাজ, খণ্ড ১, পৃ. - ৮৮, খণ্ড ১, পৃ. -১৬৬

২. ইবনে সাআদ, প্রাগুক্ত, খণ্ড ৫, পৃ.- ২১৬; তাজকেরাতুল হুফ্ফাজ, খণ্ড ১, পৃ. - ৮৮

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

১. খালিদ ইবনে মাদানের বই (মৃত্যু ১০৪)

২. আবু কিলাবাহ্‌র বইসমূহ। তিনি তাঁর শিষ্য আয়ুব সাকতিয়ানিকে (৬৮-১৩১ হিজরি) এগুলো দান করে দিয়েছিলেন। বইয়ের সংখ্যা এত বেশি ছিলো যে, একটি উটের উপরে দশ দিরহামের ভাড়ায় তা বহন করতে হতো।

৩. হাম্মাম ইবনে মুনাব্বিহ এর পাণ্ডুলিপি।

৪. হাসান আল বাসরির বইসমূহ (হিজরি ২১-১১০)

৫. মুহাম্মদ আল বাকির এর গ্রন্থসমূহ (হিজরি ৫৬-১১৪)

৬. সিরিয়ার মাকহুলের বইসমূহ।

৭. হাকাম ইবনে উতাইবাহ'র বই।

৮. বুখাইর ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আল আসহাজ (মৃত্যু ১১৭)

৯. কায়েস ইবনে সাদের বই (মৃত্যু ১১৭)। পরবর্তী সময়ে এই বইটি হাম্মাদ ইবনে সালামার অধিকারে আসে।

---

৩. ড. হামিদুল্লাহ সম্পাদিত হামাম ইবনে মুনাব্বাহ এর সহিফা

৪. ইবনে সাআদ, প্রাগুক্ত, খণ্ড ৭, পৃ. - ১৭; আল মুহাদ্দেস আল ফাদেল।

৫. তাহজিবুত তাহজিব, খণ্ড ২, পৃ. - ১০৪

৬. ইবনে নাদিম, আল ফেহরিস্ত, পৃ. - ৩১৮

৭. আল জারহু ওয়াত্তাদিল, ভূমিকা, পৃ. - ১৩০

৮. তাহজিবুততাহজিব, খণ্ড ১০, পৃ. - ৭০-৭১

৯. তাজকেরাতুল হুফ্‌ফাজ, খণ্ড ১, পৃ. - ১৭০

১০. আল জারহ্ ওয়াত্তাদিল, ভূমিকা, পৃ. - ১৪৪-১৪৫

১১. সুয়ুতি, তাদরিবুর রাবি, পৃ. - ৪০

১২. ইবনে আবদুল বার, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃ. - ১৭৬

১৩. আসসুন্নাহ্ কাবলাত্তাদবিন (টীকা) পৃ. - ৩৩৮

১৪. তাকইদুল ইলম, পৃ. - ১০২

১৫. সুনানে দারিমি, খণ্ড ১, পৃ. - ১২৯; তাকইউদুল ইলম, পৃ. - ১০৮

১৬. খাতিব বাগদাদি, তারিখ, খণ্ড ১১, পৃ. - ২৩২

১৭. সুনানে দারিমি, খণ্ড ১, পৃ. - ১২৯; তাকইউদুল ইলম, পৃ. - ১০৮

১৮. আলজারহু ওয়াত্তাদিল, ভূমিকা, পৃ. ২১

১৯. ইবনে সাআদ, তাবাকাত, খণ্ড ৭, পৃ. - ১৬২;

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

১০. সালাইমান আল ইয়াসকুরি-র বই।

১১. শাবি-র আল আবওয়াব।

১২. ইবনে শিহাব আল জুহরি-র বইসমূহ।

১৩. আবুল আলিয়ার বই।

১৪. সাইদ ইবনে জুবায়েরের বই (মৃত্যু ৯৫ হিজরি)

১৫. উমর ইবনে আবদুল আজিজের বইসমূহ (৬১-১০১)

১৬. মুজাহিদ ইবনে জাবর এর গ্রন্থসমূহ (মৃত্যু ১০৩ হিজরি)

১৭. রাজা ইবনে হাইয়ার বই (মৃত্যু ১১২ হিজরি)

১৮. আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে হকের বই

১৯. বশির ইবনে নাহিকের বই।

দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত হাদিসের বই

দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত বই এর মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো : বিষয় অনুসারে বেশির ভাগ বই সন্নিবিষ্ট হয়েছে। প্রথম শতাব্দীর বইগুলো এ ধরনের ছিলো না। অধিকন্তু এই শতাব্দীতে অবিন্যস্ত সংকলনও ছিলো। এই সময়ে সংকলিত বই এর সংখ্যা অনেক। কিছু প্রধান বইয়ের নাম নিম্নে দেয়া হলো* :

১. আবদুল মালিক ইবনে জুরাইজের বই (মৃত্যু ১৫০ হিজরি)

২. মালিক ইবনে আনাসের মুয়াত্তা (৯০-১৭৯ হিজরি.)

৩. ইবনে আবি জিব এর মুয়াত্তা (৮০-১৫৮ হিজরি)

৪. মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের মাগাজি (মৃত্যু ১৫১ হিজরি)

৫. রাবি ইবনে সাবিহ এর মুসনাদ (মৃত্যু ১৬০ হিজরি)

৬. সাইদ ইবনে জাবি আরোবাহ'র বই (মৃত্যু ১৫৬ হিজরি)

৭. হাম্মাদ ইবনে সালমার বই (মৃত্যু ১৬৭ হিজরি)

৮. সুফিয়ান আল সাওরির জামি (৯৭-১৬১ হিজরি)

৯. মামার ইবনে রশিদের জামি (৯৫-১৫৩ হিজরি)

১০. আবদুর রহমান আল আওজাই এর বই (৮৮-১৫৭ হিজরি)

---

* তথ্যের জন্য দেখুন আল মুহাদ্দেস আল ফাদিল, পৃ.- ১৫৫, সুয়ুতি, তাদরিবুর রাবি, পৃ.-৪০, ইবনে হাজর, ভূমিকা, পৃ.-৪, আসসুন্নাহ কাবলাতাতাভবিন, পৃ.- ৩৩৭ এবং আররাসালাল মুসতাতরিফা।

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

১১. আবদুল্লাহ ইবনে আল মোবারকের কিতাব আল যুহদ (১১৮-১৮১ হিজরি)

১২. হুসাইম ইবনে বশিরের বই (১০৪-১৮৩ হিজরি)

১৩. জারির ইবনে আবদুল হামিদের বই (১১০-১৮৮ হিজরি)

১৪. আবদুল্লাহ ইবনে ওহাব এর বই (১২৫-১৯৭ হিজরি) :

১৫. ইয়াহইয়া ইবনে আবি খতিরের বই (মৃত্যু ১২৯ হিজরি)

১৬. মুহাম্মদ ইবনে সুকাহ-র বই (মৃত্যু ১৫৩ হিজরি)

১৭. জায়েদ ইবনে আসলামের তাফসির (মৃত্যু ১৩৬ হিজরি)

১৮. মুসা ইবনে উকবার বই (মৃত্যু ১৪১ হিজরি)

১৯. আসাদ ইবনে আবদুল মালিকের বই (মৃত্যু ১৪২)

২০. আকিল ইবনে খালিদের বই (মৃত্যু ১৪২ হিজরি)

২১. ইয়াহইয়া ইবনে সাইদ আনসারির বই (মৃত্যু ১৪৩)

২২. আউফ বিন আবি জামিল্লার বই (মৃত্যু ১৪৬)

২৩. জাফর ইবনে মুহাম্মদ আল সাদিকের বইসমূহ (মৃত্যু ১৪৮)

২৪. ইউনুস ইবনে ইয়াজিদ এর বই (মৃত্যু ১৫২ হিজরি)

২৫. আবদুর রহমান আল মাসুদির বইসমূহ (মৃত্যু ১৬৪)

২৬. জায়দাহ ইবনে কুদামাহর বইসমূহ (মৃত্যু ১৬১)

২৭. ইব্রাহিম আল তাহমানের বইসমূহ (মৃত্যু ১৬৩)

২৮. আবু হামজাহ আল সুকরির বইসমূহ (মৃত্যু ১৬৭)

২৯. সুবাহ ইবনে আল হাজ্জাজের আল গারাইব (মৃত্যু ১৬০)

৩০. আবদুল আজিজ ইবনে আবদুল্লাহ আল মাজিসুনের বইসমূহ (মৃত্যু ১৬৪ হিজরি)

৩১. আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবি ওয়াইসের বইসমূহ (মৃত্যু ১৬৯)

৩২. সুলাইমান ইবনে বিলালের বইসমূহ (মৃত্যু ১৭২)

৩৩. আবদুল্লাহ ইবনে লাহিয়াহর বইসমূহ (মৃত্যু ১৪৭)

৩৪. সুফিয়ান ইবনে ওয়াইনার জামি (মৃত্যু ১৯৮)

৩৫. ইমাম আবু হানিফার কিতাবুল আসার (মৃত্যু ১৫০)

৩৬. মুতামির ইবনে সুলাইমানের মাগাজি (মৃত্যু ১৮৭)

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

৩৭. ওয়াকি ইবনে জাররাহর মুসাননাফ (মৃত্যু ১৯৬ হিজরি)

৩৮. আবদুর রাজ্জাক ইবনে হাম্মামের মুসাননাফ (১৩৬-২২১ হিজরি)

৩৯. জায়েদ ইবনে আলির মুসনাদ (৭৬-১২২ হিজরি)

৪০. ইমাম শাফেয়ির বইসমূহ (১৫০-২০৪ হিজরি)

এই পর্যায়ে (দ্বিতীয় শতাব্দীতে) লিখিত নিম্নের বইগুলো এখনো ছাপার আকারে পাওয়া যাচ্ছে

১. ইমাম মালিকের আল মুয়াত্তা

২. ইমাম আবু হানিফার কিতাবুল আসার

৩. আবদুর রাজ্জাকের মুসান্নাফ; এই বইটি ১১টি বিশাল খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

৪. মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের আস-সিরাহ

৫. আবদুল্লাহ ইবনে আল মোবারকের কিতাব আল যুহদ

৬. ওয়াকি ইবনে জাররাহর কিতাব আল যুহদ (৩ খণ্ড)

৭. জায়েদ ইবনে আলির (৭৬) আল মুসনাদ

৮. শাফেয়ির সুনান (১৫-২০৪)

৯. শাফেয়ির মুসনাদ

১০. আওজাইর সিয়ার (৮৮-১৫৭)

১১. আবদুল্লাহ ইবনে আলমোবারকের মুসনাদ

১২. আবু দাউদ তায়ালিসির (মৃত্যু ০৪) মুসনাদ

১৩. ইমাম আবু ইউসুফের আলরাদ আলা সিয়ারিল আওজাই

১৪. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান সাইবানির 'আল হুজ্জাহ্ আলা আহলিল মদিনা'

১৫. ইমাম শাফেয়ির কিতাবুল উম।

১৬. ওয়াকিদির (১৩০-২০৬ : ৪ খণ্ড) আল মাগাজি

এই তালিকাটি কোনোভাবেই আসলে পূর্ণাঙ্গ তালিকা নয়। আজও এ সংক্রান্ত যে সমস্ত বই ছাপা অবস্থায় পাওয়া যাচ্ছে, তা দেখে এটি স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এই বইসমূহের শৈলী খুবই উন্নত ছিলো এবং এগুলো এই বিষয়ক প্রথম বই অবশ্যই নয়। এর কোনো কোনো বই দশ খণ্ডের বেশি খণ্ডে রচিত এবং এগুলোর বিন্যাস ও আয়োজন স্পষ্ট করে যে, সেই সময়ের হাদিসের সংকলন একটি উন্নত পর্যায়ে পৌঁছেছিলো।

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

এই সব গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলি ও প্রচেষ্টাসমূহ শুধু প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীর হাদিস সংকলন সংক্রান্তঃ যারা বলে যে তৃতীয় শতাব্দীর পূর্বে হাদিসের কোনো সংকলন ছিলো না, তাঁরা যে কত মিথ্যা তথ্য দিয়েছে-তা এখানে প্রমাণিত হয়েছে।

মহানবি হযরত মুহাম্মদ সা.-এর যুগেও যে হাদিসের সংকলন ছিলো-এই বিষয়টি প্রমাণের জন্যে উপর্যুক্ত তথ্যাবলি যথেষ্ট বলে বিবেচনা করি। এরপর প্রতিটি সময়পর্বে এই ধরনের নতুন নতুন সংকলন ক্রমাগত প্রকাশিত হয়েছে। যে কোনো জ্ঞান ও বিজ্ঞানের শাখায় এ ধরনের পদ্ধতিকে অতিক্রম করতে হয়। কিন্তু তৃতীয় শতাব্দীর পূর্বে হাদিস সংকলনের কাজ শুরু হয়নি-এ ধরনের বক্তব্যের যৌক্তিক কোনো ভিত্তি নেই।

হাদিসের সমালোচনা

হাদিস সংরক্ষণের ব্যাপারে চারটি পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে, আমরা তা উল্লেখ করেছি। লিখিত আকারে প্রথম চার শতাব্দীর মধ্যেও হাদিস সংকলিত হয়েছে এবং সে সংকলনের ক্ষেত্রে সংকলকরা যথেষ্ট পরিশ্রম ও যোগ্যতার সঙ্গে তা সম্পন্ন করেছেন। তবে এ সময়পর্বের সংকলনগুলো সবই নির্ভরযোগ্য ও নির্ভুল, একথা ইসলামের ইতিহাসও বলে না।

তবে হাদিস সংকলনের এ সময়ে হাদিসের পদ্ধতিগত সমালোচনার ক্ষেত্রে হাদিসের পণ্ডিতরা পরীক্ষা ও প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন, হাদিসের নির্ভুলতা নিরূপণের ক্ষেত্রে। এই পরীক্ষাগুলো প্রতিটি হাদিসের নির্ভরযোগ্যতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। হাদিস বিজ্ঞানের পণ্ডিতগণ জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা প্রচলনের ক্ষেত্রে যে পারঙ্গমতার পরিচয় দিয়েছেন, সমালোচনা বিজ্ঞানের ইতিহাসে সারা বিশ্বে এর নজির বিরল। এখানে সেই বিভিন্ন জ্ঞানশাখার পরিচয় এবং তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পর্কে এমনকি সংক্ষেপে বলাও সম্ভব নয়। অতিরঞ্জনের ভয় না করেও একথা নিশ্চিন্তে বলা যায় যে, হাদিস-বিজ্ঞানের বিভিন্ন জ্ঞানশাখা নিয়ে হাজার হাজার বই রচিত হয়েছে।

হাদিসের পণ্ডিতগণ কর্তৃক ব্যবহৃত হাদিস সমালোচনার প্রকৃতি ও পরীক্ষণ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। এটি হাদিসের সত্যতা নিরূপণের ব্যাপারটি নিশ্চিত করে।

বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির হাদিস শত শত ভাগে বিভক্ত। প্রামাণিকতার মানদণ্ড নিরূপণে প্রতিটি হাদিসকে চারটি প্রধান ভাগে ভাগ করে তার সত্যতা নিরূপিত হতো।

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

ক. শুদ্ধ (সহি)

খ. বিরল ভাল (হাসান)

গ. দুর্বল (যয়িফ)

ঘ. জাল (মাওজু)

উপরের দুটো প্রকার হলো নির্ভরযোগ্য। এই দুটোর উপর ভিত্তি করে শরিয়তের বিধান রচিত হয়। তাই এই দুই ধরনের হাদিসই ইসলামি আইনের উৎস হিসেবে পরিগণিত। আইনি ও মতবাদগত ব্যাপারে পরবর্তী দুটো বিভাজনকে খুব অল্পই বা কোনোই গুরুত্ব দেয়া হয় নি।

হাদিসকে শুদ্ধ বা অধিকতর ভালো ঘোষণা দেয়ার পূর্বে নিম্নলিখিত পরীক্ষাগুলো জরুরি বিবেচনা করা হতো :

ক. বর্ণনাকারীদেরকে নিরীক্ষণ করা

খ. বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতার নিরীক্ষণ

গ. বর্ণনার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সাথে মূল পাঠ ও ধারাবাহিকতার বিষয়টিকে তুলনামূলকভাবে নিরীক্ষা করা

ঘ. বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতা ও মূল পাঠের ব্যাপারে কোনো অশুদ্ধি ও সমস্যা নেই–মূলপাঠ ও বর্ণনাকারীদের তুলনামূলক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তা নিশ্চিত করা।

একটি হাদিসের সত্যতা প্রতিপাদনের জন্যে হাদিসের পণ্ডিতগণ উপর্যুক্ত যে চারটি মানদণ্ডের কথা বলেছেন, সে সম্পর্কে আমরা একটি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা এখানে উপস্থাপন করব।

ক. বর্ণনাকারীদেরকে নিরীক্ষণ করা

একজন বর্ণনাকারীর নির্ভরযোগ্যতা ও তাঁর প্রতি বিশ্বাসযোগ্যতার উপর মূলত একটি হাদিসের শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ভর করে। বর্ণনাকারীর বিশুদ্ধতা, উদ্যম ও সততা এবং তাঁর স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করে এ পরীক্ষাগুলো করা হতো।

এই নিরীক্ষণের জন্য একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞানের উদ্ভব ঘটেছে, যাকে বলা হয় 'মানুষ সম্পর্কিত জ্ঞান' (ইলমুর রিজাল)। যিনি একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন, তাঁর জীবনের বিভিন্ন তথ্য সম্পর্কে জানতে গিয়ে হাদিসের পণ্ডিতগণ তাঁদের জীবনকে

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

উৎসর্গ করে দিয়েছেন। এজন্য তাঁরা সেই বর্ণনাকারীর বাড়িতে যেতেন এবং তাঁর প্রতিবেশী, ছাত্র ও বন্ধুদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করতেন। সেজন্য বর্ণনাকারীদের সঙ্গে হাদিসের পণ্ডিতদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের কারণ দ্বারা কোনো হাদিস সংকলন কখনো প্রভাবিত হতো না।

আলি ইবনে আল মাদিনিকে তাঁর আব্বা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি তা এড়িয়ে যেতে চাইলেন এবং অন্য কোনো পণ্ডিতের কাছে তাঁর সম্পর্কে জানার কথা বললেন। কিন্তু তাঁর নিজস্ব মতামত চেয়ে যখন আবারো প্রশ্নটি উত্থাপিত হলো, তখন তিনি বললেন : এটি একটি বিশ্বাসের ব্যাপার (তাই, আমি বলি); তিনি একজন দুর্বল বর্ণনাকারী।

ওয়াকি ইবনে জাররাহ হাদিসের একজন সুপরিচিত ইমাম ছিলেন। তিনিও তাঁর পিতাকে দুর্বল বর্ণনাকারী ভাবতেন এবং হাদিসের ব্যাপারে নিশ্চিত হবার জন্যে তিনি অন্যান্য নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর সাহায্য গ্রহণ করতেন।

'সিহাহ সিত্তাহ' (ছয়টি নির্ভুল হাদিসগ্রন্থ) হাদিস সংকলকের একজন হলেন ইমাম আবু দাউদ; তিনি তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ সম্পর্কে মত দিয়েছিলেন যে, সে একজন বড় মিথ্যাবাদী[১]।

জায়েদ ইবনে আবি উনাইসাহ তাঁর ভাই ইয়াহইয়া সম্পর্কে বলেছেন : আমার ভাই ইয়াহিয়ার কাছ থেকে হাদিস গ্রহণ করো না; কারণ সে মিথ্যাবাদী হিসেবে কুখ্যাত[২]।

এ ধরনের অনেক মতামত 'ইলমুর রিজাল' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত আছে। এই বিষয়ে শত শত গ্রন্থ রচিত হয়েছে। নিচে শুধু দু-একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

খ. হাফিজ ইবনে হাজরের 'তাহজিবুত্তাহজিব'

এই বইটি বারটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। ছয়টি নির্ভুল হাদিসগ্রন্থের মধ্যকার বর্ণনাকারীদের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত এই বইটিতে আলোচিত হয়েছে। এখানে ১২৪৫৫ জন বর্ণনাকারীর জীবনবৃত্তান্ত বর্ণানুক্রমিকভাবে দেয়া আছে।[৩]

---

[১] এটি সেই আবদুল্লাহ যার 'কিতাবুল মাসালিফ' কতিপয় প্রাচ্যতত্ত্ববিদের দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে।

[২] সাখাউই, আল এলাম বিততওবিক লিমান জাম্মা আত তারিখ, পৃ. ৬৬

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

'সিহাহ সিত্তাহ'র যে কোনো হাদিসের যেকোন বর্ণনাকারীর নাম 'তাহজিবুত্তাহজিব' এ অবশ্যই বর্ণানুক্রমিকভাবে সন্নিবেশিত আছে। এখানে সে বর্ণনাকারীদের জন্ম মৃত্যুর তারিখ, তাঁদের শিক্ষক ও ছাত্রদের তালিকা, তাঁদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং তাঁদের নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে পণ্ডিতদের মতামত রয়েছে। ছয়টি নির্ভুল হাদিসগ্রন্থের হাদিস বর্ণনাকারীদের জীবনবৃত্তান্ত নিয়ে আরো বিশেষভাবে লিখিত অনেক গ্রন্থ রয়েছে। এগুলো অধ্যয়নের পর একজন অবলীলায় বর্ণনাকারীদের সত্যনিষ্ঠতা সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে।

গ. হাফিজ ইবনে হাজরের 'লিসানুল মিজান'

এই বইতে সেই বর্ণনাকারীদের কথা আছে, যাদের প্রসঙ্গ 'সিহাহ সিত্তাহ'তে নেই; কিন্তু অন্যান্য হাদিসগ্রন্থে আছে। এই বইটি সাত খণ্ডে রচিত এবং এতে ৫৯৯১জন বর্ণনাকারী সম্পর্কে ভূমিকা বক্তব্য আছে।

ঘ. হাফিজ ইবনে হাজরের 'তাজিলুল মানফাহ'

এই বইতে সেই বর্ণনাকারীদের সম্পর্কে ভূমিকা দেয়া আছে, যাঁদের হাদিস চার ইমামের (আবু হানিফা, মালিক, শাফেঈ, আহমদ ইবনে হাম্বল) বইতে আছে। ১৭৩২ জন বর্ণনাকারী সম্পর্কে এখানে তথ্য রয়েছে।

এই তিনটি বই-ই হাফিজ ইবনে হাজর কর্তৃক লিখিত ও সংকলিত। এতে স্পষ্ট হয় যে, তিনি সতের হাজারেরও বেশি হাদিস বর্ণনাকারীর বৃত্তান্ত এতে লিপিবদ্ধ করেছেন।

এটি শুধু একজন পণ্ডিতের প্রচেষ্টা। একই বিষয়ে আরো অনেক বই রয়েছে। নিচের টেবিলে রিজাল গ্রন্থে বারবার উল্লিখিত অনেক সংখ্যক হাদিস বর্ণনাকারীর তথ্য সন্নিবিষ্ট হচ্ছে :

ক্রমিক	বইয়ের নাম	গ্রন্থকার	খণ্ড	বর্ণনাকারীর সংখ্যা
০১.	আল তারিখুল কবির	ইমাম বুখারি	৯	১৩৭৮১
০২.	আল জারহ্ ওয়াততা'দিল	ইবনে আবি হাতিম	৯	১৮০৫০
০৩.	তাহজিবুততাহ্জিব	হাফিজ ইবনে হাজর	১২	১২৪৫৫[৩]

[৩] সবগুলো খণ্ডের মধ্যে এই ১২৪৫৫জন বর্ণনাকারী রয়েছেন। একই বর্ণনাকারী কখনো কখনো বিভিন্ন নামে বিভিন্ন জায়গায় উল্লিখিত হয়েছে। সেজন্য প্রকৃত সংখ্যাটি কিছু কম হতে পারে; কিন্তু অবশ্যই ১০,০০০ এর কম নয়।

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

০৪.	মিজানুল ইতিদাল	জাহাবি	৪	১১০৫৩
০৫.	লিসানুল মিজান	হাফিজ ইবনে হাজর	৭	
০৬.	আস সিকাত	ইজলি	১	২১১৬
০৭.	আল মুঘনি ফিদ দোয়াফা	জাহাবি	২	৭৮৫৪

উপরের তালিকার সর্বশেষ বইটি দুর্বল বর্ণনাকারীদের নিয়ে রচিত। একই ধরনের বই ইবনে আবি হাতিম ও দারা কুতনিও লিখেছেন। অন্যপক্ষে ১১ খণ্ডে রচিত 'সিকাত, ইবনে হিব্বান' এর মধ্যে শুধু নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের সম্পর্কেই তথ্য রয়েছে।

যদি কোনো বর্ণনাকারী অনির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত হয়, যার খুব কম স্মৃতিশক্তি রয়েছে এবং যে পরিচিত নয়-তাঁর বর্ণনার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না। উপর্যুক্ত অযোগ্যতার কারণে অসংখ্য হাদিসকে গ্রহণ করা হয় নি।

ঙ. বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতার নিরীক্ষণ

এটি সর্বজনবিদিত যে, হাদিস-বিজ্ঞানে এমন হাদিস গ্রহণযোগ্য হয় না; যার বর্ণনার ধারাবাহিকতা নবি সা. পর্যন্ত পৌছেনি। প্রতিটি হাদিস বর্ণনাকারীর বিশ্বাসযোগ্যতা উপর্যুক্ত মানদণ্ডের পরশপাথরে যাচাই করে বিবেচনা করা হয়। বর্ণনাকারীর মধ্যকার সমস্ত বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য বিবেচিত হলেও, সে হাদিসটিকে শুদ্ধ বলা তবুও যথেষ্ট হবে না। এটি অবশ্যই প্রমাণিত হতে হবে যে, এই বর্ণনাধারা ধ্রুব এবং মাঝখানে কোনো বর্ণনাকারী বাদ পড়েন নি। কোনো পর্যায়ে কোনো বর্ণনাকারী বাদ পড়ে গিয়ে থাকলে হাদিসটি অনির্ভরযোগ্য হয়ে পড়বে। বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতার বিষয়টিকে নিশ্চিত করার জন্যে এটি জানা জরুরি যে, প্রতিটি বর্ণনাকারী যাদের কাছ থেকে হাদিস শুনেছেন তাঁদের সাথে তাঁদের দেখা হয়েছিল কিনা।

এই ভাবে নিরীক্ষণ করা অবশ্যই কঠিন কাজ। কিন্তু হাদিসশাস্ত্রের পণ্ডিতগণ এই কাজটি যে কত সূক্ষ্মভাবে সম্পন্ন করেছেন; ভাবলে বিস্মিত হতে হয়।

প্রতিটি বর্ণনাকারীকে নিরীক্ষণ করার জন্যে পণ্ডিতগণ শুধু তাঁদের সততা ও স্মৃতির উপরেই নির্ভর করেন নি; অধিকন্তু তাঁদের শিক্ষক ও ছাত্রদের কাছ থেকেও তাঁরা তথ্য নিয়েছেন। রিজালের বইতে তাই বর্ণনাকারীর শিক্ষক ও ছাত্রগণের বিস্তারিত তালিকা রয়েছে। তাই হাদিসের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হবার জন্যে হাদিসশাস্ত্র বিশারদগণ শুধু বর্ণনাকারীদের জন্ম মৃত্যুর তথ্যই অনুসন্ধান করেন না; বরং তাঁরা

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

তাঁদের শিক্ষক ও ছাত্রদের তালিকাও পরীক্ষণ করেন। শুধু তাই নয়, বর্ণনাকারীদের তাঁদের শিক্ষকদের সাথে দেখা হবার ব্যাপারে নির্দিষ্ট সময়সীমা অনুসন্ধানের কাজও তাঁরা করেছেন। কোন্ শিক্ষকের কাছ থেকে তিনি হাদিসটি নিয়েছেন, তা নিশ্চিত করার প্রয়োজনে। এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে তাঁরা বর্ণনাকারীর বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্তে আসতে পারতেন।

উদাহরণস্বরূপ, মিশরীয় হাদিস বণনাকারী আবদুল্লাহ ইবনে লাহিয়ার কথা উল্লেখ করা যায়। এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিলো দুর্বল, তিনি যে হাদিসগুলো লিখে রেখেছিলেন, সেগুলোই বর্ণনা করতেন। একটা সময়ে তাঁর বাড়িটি তাঁর বইগুলো সহ পুড়ে গেল। এই ঘটনার পর তিনি স্মৃতি থেকে কিছু হাদিস বর্ণনা করতেন। সেজন্য হাদিসশাস্ত্রপণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তাঁর অগ্নিসংক্রান্ত দুর্ঘটনার পূর্ববর্তী হাদিসসমূহ নির্ভরযোগ্য; কিন্তু পরবর্তীগুলো নয়। তাঁর শিষ্যরা প্রাথমিকযুগে তাঁর কাছ থেকে যে হাদিসগুলো সংগ্রহ করেছিলেন, সেগুলোকে গ্রহণ করতে হবে; কিন্তু তাঁর অগ্নিসংক্রান্ত দুর্ঘটনার পরের হাদিসসমূহের প্রতি নির্ভর করা যাবে না। পণ্ডিতরা তাঁর শিষ্যদের নাম নিরীক্ষণ করে তাঁর প্রাথমিক যুগের ছাত্রদেরও নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করেছেন, যেমন তাঁদের একজন হলেন আবদুল্লাহ ইবনে ওহাব। এবং অন্যরা তাঁর পরবর্তী শিষ্য হিসেবে বিবেচিত হবে। এবং তাঁদের উপর আস্থা রাখা যাবে না।

দ্বিতীয় পর্যায়ের নিরীক্ষণ, বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতা ও স্থায়িত্বের বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত বলে গুরুত্বপূর্ণ। যদি এমন প্রমাণ পাওয়া যায় যে, বর্ণনাকারী যার কাছ থেকে হাদিসটি শুনেছেন, তাঁর কাছ থেকে সরাসরি শুনেননি; তাহলে এই হাদিসটিকে বলা হবে মুনকাতি-বা যার সনদে বিচ্ছিন্নতা আছে। এ ধরনের হাদিস নির্ভরযোগ্য বিবেচিত হবে না।

চ. অন্যান্য বর্ণনার সঙ্গে তুলনা

হাদিসের সত্যতা নিরূপণের ব্যাপারে তৃতীয় পরীক্ষণ হলো একই শিক্ষকের বিভিন্ন ছাত্রের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের তুলনামূলকতা বিচার করা।

কখনো কখনো একটি হাদিস বিভিন্ন বর্ণনাকারীর বর্ণনাতে পাওয়া যায়। একই বক্তব্য ও ঘটনা সম্পর্কিত সমস্ত তথ্যকে হাদিসশাস্ত্রে 'তুরুক' বা 'বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হাদিস বলে অভিহিত করা হয়। একটি হাদিসকে নিরীক্ষণ করার জন্যে হাদিসশাস্ত্রবিশারদগণ সমস্ত পদ্ধতির একটি সমন্বিত পাঠ গ্রহণ করেন। অধিকাংশ নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী যে পদ্ধতিতে হাদিসটি বর্ণনা করেন, সেটিই গ্রহণযোগ্য। যদি অন্য কেউ কিছু স্বতন্ত্র বিষয় বর্ণনা করে, তবে সেটিকে বিরল (সাজ) হিসেবে

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

ধরা হবে। এক্ষেত্রে তাঁর হাদিসটি শুদ্ধ হিসেবে বিবেচিত হবে না; যদি না কোনো অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক প্রমাণ দ্বারা তা প্রমাণিত হয়।

ছ. হাদিসের সর্বজনসম্মত ব্যাখ্যা

এই সর্বশেষ ও গুরুত্বপূর্ণ নিরীক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে এই বিষয়ে অন্যান্য নির্ভরযোগ্য প্রমাণাদির আলোকে হাদিসটিকে বিচার বিশ্লেষণ করা হয়। হাদিসটি বিভিন্ন দিক থেকে পরীক্ষিত হয়। বর্ণিত বক্তব্য ও ঘটনা আদৌ সম্ভব কিনা, বর্ণিত ঘটনা প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক ঘটনাকে নিশ্চিত করে কিনা, বক্তব্যটি আসলেই নবি সা.-এর কিনা, অথবা বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতা প্রামাণ্য কিনা – এ সমস্ত বিষয় এখানে বিবেচিত হয়।

এ বিষয়টি বেশ কঠিন এবং এ ধরনের পরীক্ষার কাজ হাদিসশাস্ত্র সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান ও দক্ষতা না থাকলে এবং এ সম্পর্কিত সকল বিষয়ের উপর পূর্ণ অধিকার অর্জিত না হলে করা যায় না।

নিরীক্ষণের পর হাদিসের প্রামাণিকতা সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে সন্দেহ জাগলে তিনি বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতা ও হাদিসের ভাষ্যের ত্রুটি উল্লেখ করেন। এ ধরনের ত্রুটি থাকলে হাদিস সহি বলে গণ্য হবে না। হাদিস শাস্ত্রের পণ্ডিতগণ সহি হাদিসের নিম্নোক্ত সংজ্ঞা দিয়েছেন :

> যে হাদিসের বর্ণনাকারী সৎ ও ভালো স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন, বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতার মধ্যে যেখানে কেউ বাদ পড়েন নি; এবং যার মধ্যে কোনো খুঁত (ইল্লাত) নেই এবং যা বিরলও (সাজ) নয় সেটিই সহি হাদিস।

উপসংহার

হাদিস শাস্ত্রবিশারদদের দ্বারা উদ্ভূত হাদিস শাস্ত্রবিজ্ঞানের খুঁটিনাটি বর্ণনা উপস্থাপন করা এখানে সম্ভব নয়। তাঁদের দ্বারা যে প্রচেষ্টাগুলো হয়েছে; সেগুলোর কতিপয় দৃষ্টান্ত আমরা এই বইতে উপস্থাপন করেছি। হাদিসশাস্ত্রবিশারদদের শিক্ষাগত ও বিজ্ঞানভিত্তিক প্রচেষ্টার ব্যাপারে ঔৎসুক্য ও গভীরতা মানুষকে অনুপ্রাণিত করবে। পাঠকের মনে এই ধারণা সৃষ্টি হবে যে, এই সম্প্রদায় যে পরিশ্রম, প্রজ্ঞা, সতর্কতা ও দায়িত্বশীলতার সাথে হাদিস সংরক্ষণের কাজটি সম্পন্ন করেছেন; অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন সমান্তরাল ঘটনা খুঁজে পাওয়া যায় না। কুরআনের বর্ণ ও অর্থের সংরক্ষণের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার যে প্রতিশ্রুতি কুরআনে ব্যক্ত হয়েছে - সেই সত্যতাও এ ধরনের প্রচেষ্টার মাধ্যমেই পূর্ণ হয়েছে।

www.muslimdmcom

www.muslimdmcom

গ্রন্থ পরিচিতি

হাদিস শাস্ত্রবিশারদদের দ্বারা হাদিস শাস্ত্রবিজ্ঞানের খুঁটিনাটি বর্ণনা উপস্থাপনের যে প্রচেষ্টাগুলো হয়েছে; সেগুলোর কতিপয় দৃষ্টান্ত এ বইতে উপস্থাপিত হয়েছে। কেননা, হাদিস শাস্ত্রবিশারদদের পান্ডিত্যপূর্ণ ও বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রচেষ্টার ব্যাপারে উৎসুক ও গভীরতা মানুষকে অনুপ্রাণিত করে। এ গ্রন্থটি যুক্তিসংগত ও সরল বর্ণনার মাধ্যমে ইসলামি জ্ঞানের মৌল-উৎস থেকে উৎসারিত বক্তব্যের দ্বারা সুন্নাহ্‌র নির্ভরযোগ্যতাকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত করতে প্রত্যাশী। প্রমাণ নির্ভরতার মাধ্যমে প্রকৃত সত্যকে প্রতিপাদিত করাই এ গ্রন্থটির উদ্দেশ্য, তর্ক-বিতর্কের পরিবেশ তৈরি করা নয়।

লেখক পরিচিতি

জাস্টিস মুহাম্মদ তাকি ওসমানি একজন পণ্ডিত, শিক্ষক এবং অনন্য সাধারণ মেধাবী আইনজ্ঞ। তিনি ১৯৪৩ সালে ভারতের দেওবন্দে জন্মগ্রহণ করেন। করাচির দারুল উলুমে তিনি হাদিস ও ফিকাহ্ শিক্ষা দেন। তাঁর পিতা প্রখ্যাত মুফতি মুহাম্মদ শফি (রহ:) দারুল উলুম দেওবন্দের মতো করাচিতে দারুল উলুম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাকি ওসমানি ধর্মীয় শিক্ষা অর্জন করেও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি ও আইনে ডিগ্রি লাভ করেছেন। অর্থনীতি ও আইন বিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে ইসলামি চিন্তনের নির্যাসকে তিনি প্রাজ্ঞ ও মৌলিকভাবে উপস্থাপন করেছেন। ইসলামি ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রেও তিনি মৌলিক অবদান রেখেছেন। তিনি আন্তর্জাতিক মানের 'আল বালাগ' পত্রিকার প্রধান সম্পাদক। তিনি ওআইসি'র ফিকহ্ একাডেমির সদস্য। অসাধারণ বুদ্ধি বৃত্তিক গুণসম্পন্ন এই লেখক ক্লাসিক্যাল ও আধুনিক-উভয় দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রাজ্ঞ, অভিজ্ঞ ও অর্ন্তদৃষ্টি সম্পন্ন। উর্দু, আরবি ও ইংরেজি ভাষায় তাঁর অন্তত ৫০টিরও অধিক মৌলিক রচনা রয়েছে। ইংরেজিতে লিখিত তাঁর গ্রন্থাবলির মধ্যে : An Approach to the Qur'anic Sciences, Discourse on the Islamic Way of Life, What is Christianity?, Islam and Modernism ইত্যাদি এবং আরবিতে রচিত তাঁর গ্রন্থাবলির মধ্যে : Takmilah Fath-al-Mulhim, Alaus-Sunnan Lil as-shaykh Zafar Ahmad al Uthmani, Ahkamal Al-Auraq al-naqdiya ইত্যাদি অন্যতম।

ISBN : 984-70103-0025-3
9 847010 300253

www.muslimdmcom